জেন্ডার এবং প্রযুক্তি

ধারণা, উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায়
স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট
আইটিডিজি-বাংলাদেশ

জেন্ডার এবং প্রযুক্তি
ধারণা, উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সংকলন ও সম্পাদনা পরিষদ : ভিনা খালেক
রঞ্জন কর্মকার
লুৎফর রহমান
মাহ্‌জাবিন চৌধুরী
গোবিন্দ বর
ফারজানা ইয়াসমিন
ফারুক-উল-ইসলাম
শাহ্‌নাজ পারভীন
দেলোয়ারা খানম

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মনন মোর্শেদ

প্রকাশকাল : ২০০২

প্রকাশক : আইটিডিজি-বাংলাদেশ
স্টেপস্‌ টুয়ার্ডস্‌ ডেভেলপমেন্ট

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নং
কোর্স পরিচিতি			**৭**
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল পরিচিতি			**৮**
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ব্যাবহার বিধি			**৯**
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের নমনীয়তা			**১০**
অধিবেশন পরিকল্পনা			**১১**

অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন - ১	:	সূচনা ও শিখন পরিবেশ সৃষ্টি	১৩
অধিবেশন - ২	:	প্রযুক্তি কি?	১৫
অধিবেশন - ৩	:	কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা সনাক্তকরণ	২১
অধিবেশন - ৪	:	নারীর প্রচলিত/দেশীয় লোকজ জ্ঞান	২৩
অধিবেশন - ৫	:	সম্পদ তৈরি, ভোগ, ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং অধিকার	৩১
অধিবেশন - ৬	:	সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষ	৩৩
অধিবেশন - ৭	:	জেন্ডার সম্পর্ক	৪১
অধিবেশন - ৮	:	সমাজে নারী এবং পুরুষের ভূমিকা	৪৫
অধিবেশন - ৯	:	নারীর ভূমিকা পরিবর্তনে প্রযুক্তি	৫৩
অধিবেশন - ১০	:	উদ্ভাবন ও আত্মীকরণ	৫৯
অধিবেশন - ১১	:	সমাজে নারী এবং পুরুষের চাহিদা	৬৯
অধিবেশন - ১২	:	মাঠকর্মী ও গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ	৭৩
অধিবেশন - ১৩	:	নারীর প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং ব্যবহার: নীতি ও কৌশলের প্রভাব	৭৫
অধিবেশন - ১৪	:	নারীদের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ	৭৯
অধিবেশন - ১৫	:	ভিডিও বিশ্লেষণ	৮১
অধিবেশন - ১৬	:	জেন্ডার এবং প্রযুক্তির আঙ্গিকে প্রকল্প বিশ্লেষণ ও পুনঃপ্রণয়ন	৮৩
অধিবেশন - ১৭	:	ফলোআপ এ্যাকশন	৮৯
অধিবেশন - ১৮	:	কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপন	৯১

ভূমিকা

সাধারণত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারীর অবদান ও নারীর জীবনে এর প্রভাব অনুধাবন করা হয় না। যেহেতু নারী ও পুরুষের কাজের ধরন ভিন্ন ভিন্ন, সেহেতু উন্নয়নমূলক পদক্ষেপগুলো তাদের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন ফল বয়ে আনে। এই ভিন্নতার কারণ হল অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো পুরুষের কাজ, তাদের জীবন যাপন এবং তাদের চাহিদার ভিত্তিতেই প্রণীত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে যে সমাজে যেহেতু নারী ও পুরুষের ভূমিকা, চাহিদা ও কাজের প্রকৃতি ভিন্ন সেহেতু এই ভিন্নতাকে বিবেচনা করেই প্রকল্প পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। বিশেষত নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বাধাসমূহকে বিবেচনায় রেখেই নারীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত করতে হবে।

গত কয়েক দশক ধরে নারীরা তাদের পরিবার ও সন্তানের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য উৎপাদন, পরিষেবা প্রদান ও অর্থ উপার্জনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। নারীর এই অবদান জাতীয় অর্থনীতিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে। যদিও সমাজে তাদের এই কর্মকাণ্ডের তেমন কোন স্বীকৃতি ও মূল্য নেই। শুধু তাই নয়, শ্রমশক্তি হিসেবে পুরুষের মতো নিজের মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর মতো প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সুযোগও তাদের নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীরা মূলত তাদের লোকজ জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বস্তুত মানব জীবন যাপনে প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে যে কোন গ্রামীণ সমাজেই খাদ্য সংরক্ষণ, কৃষিকাজ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদনে যে কোন ধরনের প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম । তাই সরকারি ও বেসরকারি নীতি-নির্ধারক, কর্মী ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে 'প্রযুক্তি' সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা থাকা প্রয়োজন, যার উপর ভিত্তি করে তারা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন। আর এ প্রেক্ষিতেই আমাদের ***জেন্ডার ও প্রযুক্তি*** বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে হবে।
নারী ও পুরুষ উভয়েই দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে থাকে। তারা তাদের চাহিদা অনুসারে সবসময়ই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আত্মস্থ করে থাকলেও নারীদের ব্যবহৃত প্রযুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন কারণে 'অদৃশ্যমান' হয়ে থাকে। নারীরা যে প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মকাণ্ডগুলো করে থাকে সেগুলো মূলত 'গৃহকেন্দ্রিক' এবং সেগুলোকে প্রযুক্তির উদ্ভাবন হিসেবেও চিহ্নিত করা হয় না। ফলে নারীর এই প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রাধান্য না পেয়ে বরং তা অদৃশ্যমান হয়েই থাকছে। এ ছাড়াও আরো নতুন নতুন যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে সেখানে নারীরা সেই উদ্ভাবন প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে কিংবা এর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না।
আইটিডিজি-বাংলাদেশ ও স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট এর যৌথ উদ্যোগে Discovering Technologists ম্যানুয়ালটির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সামাজিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে জেন্ডার এবং প্রযুক্তি : ধারণা, উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ- এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ম্যানুয়ালটির মূল উদ্দেশ্য হল প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারে জেন্ডার ইস্যুটি কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে সেই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা। Discovering Technologists ম্যানুয়ালটির মূল রচয়িতা হেলেন এ্যাপলটন (Helen Appleton), প্রিয়াস্থি ফারনান্দোর (Preyanthi Fernando) ও সুজাতা ভেজেতিলকে (Sujatha Wijethilake)। ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে একটি প্রকল্পের অধীনে যা একই সাথে শ্রীলংকা, পেরু, জিম্বাবুই, কেনিয়া ও বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি অর্থায়ন করার জন্য আমরা ডিএফআইডি-ইউকে (DFID-UK)-এর ইনোভেশনস্ ফান্ড (Innovations Fund) এর কাছে কৃতজ্ঞ।

উল্লেখ্য যে, "ডু ইট হারসেল্ফ" (ডিআইএইচ) নামে ১৯৯২-৯৫ সালে পরিচালিত এক গবেষণার ভিত্তিতে আইটিডিজি উন্নয়ন কাজে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিতটি বিশ্লেষণের জন্য পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মূল ম্যানুয়ালটি প্রণীত হয়।
এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নারীদের কাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ, তাদের কারিগরি দক্ষতা এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন, বিকাশ ও ব্যবহারে নারীদের অবদানকে তুলে ধরার জন্য ডিআইএইচ নামক এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাটি পরিচালনা করেন হেলেন এ্যাপলটন এবং প্রিয়াস্থি ফারনান্দো।

প্রযুক্তির উদ্ভাবন, ব্যবহার ও বিকাশে নারীর সক্ষমতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে আলোচ্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করছি।

ভিনা খালেক
কান্ট্রি ডিরেক্টর
আইটিডিজি-বাংলাদেশ

রঞ্জন কর্মকার
পরিচালক
স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট

কোর্স পরিচিতি

শিরোনাম : জেন্ডার এবং প্রযুক্তি: ধারণা উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ

অংশগ্রহণকারী : নারী ও পুরুষ যারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন কর্মী, গবেষক এবং প্রশিক্ষণ সহায়ক হিসেবে কাজ করছেন ।

সময়কাল : প্রশিক্ষণের মোট সময়কাল ৫ দিন, প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে । তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে দিন ও সময় বাড়তে বা কমতে পারে ।

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা : ২০-২৫ জন

প্রশিক্ষণের ভাষা : বাংলা

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি : প্রধানত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রশিক্ষণের কৌশল সুনিদিষ্ট হবে– বক্তৃতা/প্রভাষণ, আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, কেস বিশ্লেষণ, দলীয় আলোচনা, সমবায়ী পঠন, অনুশীলন, ভূমিকাভিনয় (Role Play), ভিডিও বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ফ্লিপ চার্ট, পোস্টার পেপার, স্টিকার, পাজেল সেট, ছবির সেট, কেস, ভিডিও ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা হবে।

সহায়ক উপকরণ : বোর্ড, ওভারহেড প্রজেক্টর, মার্কার ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন : প্রশিক্ষণের শেষ দিনে নির্দিষ্ট মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করা হবে।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য :

সাধারণ উদ্দেশ্য

জেন্ডার ও প্রযুক্তি বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ, বিশেষত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যারা নীতিনির্ধারক ও বাস্তবায়নকারী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, শিক্ষাবিদ ও গবেষক এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা নারীদের উন্নয়নের জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন ও কাজ করেন তাদেরকে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করানো ও সচেতনতা সৃষ্টি করাই এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- প্রযুক্তি সম্পর্কিত নিজেদের ধারণাকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারবেন।
- গ্রামীণ নারী-পুরুষদের দৈনন্দিন কাজে যে লোকজ জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় তা চিহ্নিত করতে ও তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বর্তমান সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান চিহ্নিত করতে ও জেন্ডার বিষয়ে নিজেদের ধারণাকে বৃদ্ধি ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নীতি ও কৌশলের প্রভাব সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জেন্ডার ও প্রযুক্তি ধারণাকে নিজ জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল পরিচিতি

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল কোর্সের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ সূচি, প্রতিটি অধিবেশনের শিরোনাম, সহায়ক অনুসরণিকা, ফ্লিপচার্টের নমুনা, রোল-প্লে স্ক্রীপ্ট, নমুনা চিত্র, হ্যান্ডআউট এবং কোর্স মূল্যায়ন ছক সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশনে যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশন করা হয়েছে তা হল–

অধিবেশন

প্রতিটি অধিবেশনের জন্য পৃথক নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সহায়ক বিষয়গুলো সহজে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন।

উদ্দেশ্য

অংশগ্রহণকারীগণ প্রতিটি অধিবেশন থেকে কি ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যসমূহ অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়কের পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

সময়

একটি অধিবেশন শেষ করতে মোট কতক্ষণ সময় লাগতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে, যা সহায়ককে অধিবেশনটি পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সহায়তা করবে।

প্রশিক্ষণ উপকরণ

একটি নির্দিষ্ট অধিবেশন পরিচালনার জন্য যে সমস্ত উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী প্রয়োজন হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ, প্রণয়ন বা ফটোকপি করার ব্যাপারে সহায়ক আগে থেকেই যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবেন। প্রতিটি অধিবেশনে যে সমস্ত বিষয় সন্নিবেশন করা হয়েছে তাহল:

সহায়ক অনুসরণিকা

একটি অধিবেশনের কার্যক্রমকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশনের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীগণ যে কর্ম সম্পাদন করবেন তা ধাপে ধাপে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সহায়ক অনুসরণিকায় তিনটি কলামের একটি ছকে তৎপরতাসমূহ উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পদ্ধতি

প্রথম কলামে পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক কোন পদ্ধতিতে তৎপরতাসমূহ পরিচালনা করবেন তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এতে সহায়ক নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন করে সঠিকভাবে অধিবেশন পরিচালনা করতে পারবেন।

প্রক্রিয়া

দ্বিতীয় কলামে প্রক্রিয়া বা তৎপরতাসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীদের যে সব তৎপরতাসমূহ সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন কাজের পরে কোন কাজ করতে হবে তা এখানে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিবেশন পরিচালনার জন্য এই প্রক্রিয়া সহায়কের পথ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে।

উপকরণ

তৃতীয় কলামে উপকরণের নাম লেখা আছে। প্রতিটি ধাপ পরিচালনার জন্য সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীদের যে সব উপকরণের প্রয়োজন হবে তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহায়ক সঠিক উপকরণ নির্বাচন, ব্যবহার ও সরবরাহ করতে পারবেন।

অতিরিক্ত উপকরণ

প্রতিটি অধিবেশন নির্দেশিকার পরে অধিবেশন পরিচালনা, অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন, সহায়ক উপকরণ হিসেবে সহায়ককে সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (ফ্লিপচার্ট, নমুনা চিত্র, রোল-প্লে, স্ক্রীপ্ট, হ্যান্ডআউট) সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশন নম্বরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংযুক্ত উপকরণের নম্বর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সহায়ক সহজে এগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ব্যবহার বিধি

জেন্ডার এবং প্রযুক্তি বিষয়ের উপর ধারণা, উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করবে। এই ম্যানুয়াল ব্যবহারের জন্য সহায়কদের নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা ও অনুসরণ করতে হবে।

- আপনি যে অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন সেই অধিবেশনের প্রথম পৃষ্ঠায় অধিবেশনের উদ্দেশ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করা আছে। একজন সহায়ক হিসেবে আপনার প্রধান দায়িত্ব হল **অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে** অধিবেশনটি পরিচালনা করে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করা। সেজন্য উদ্দেশ্যসমূহ ভালভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

- অধিবেশনটি পরিচালনার জন্য যেসব **উপকরণ** প্রয়োজন হবে তার নাম উল্লেখ করা আছে। এ সব উপকরণ আগে থেকে সংগ্রহ বা প্রস্তুত করে রাখুন। সময়মত তা না করলে অধিবেশন পরিচালনায় বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

- অধিবেশন পরিচালনার আগেই সংশ্লিষ্ট **ফ্লিপচার্ট**-এ উল্লিখিত পয়েন্টগুলো ডবল ডিমাই সাইজের কাগজে হাতে লিখে ফ্লিপচার্ট প্রস্তুত করে নিতে হবে। বিভিন্ন রঙের কলম ব্যবহার করে রঙিন ফ্লিপচার্ট তৈরি করতে পারলে তা বেশি আকর্ষণীয় হবে।

- **ট্রান্সপারেন্সি** শিটের বিকল্প হিসবে ফ্লিপচার্টের কথা বলা হয়েছে। কারণ সব জায়গায় বিদ্যুৎ ও ওভারহেড প্রোজেক্টরের সুবিধা নাও থাকতে পারে। আবার যেখানে সুবিধা আছে সেখানে বিদ্যুতের নিশ্চয়তা নাও থাকতে পারে। সেশনে ব্যবহারের জন্য আগে থেকেই পয়েন্টগুলো সুনির্দিষ্টভাবে কাগজে লিখে ফ্লিপচার্ট তৈরি করে রাখতে হবে। এতে করে অপ্রত্যাশিত সমস্যা এড়ানো সম্ভব হবে।

- অধিবেশন নির্দেশিকায় **পদ্ধতি, সময়, প্রক্রিয়া ও উপকরণের** কথা উল্লেখ করা আছে। অধিবেশন পরিচালনার আগে নির্দেশিকা ও সংশ্লিষ্ট উপকরণসমূহ ভালভাবে পড়ে প্রস্তুতি নিন। মনে রাখবেন, আপনি যদি অধিবেশন নির্দেশিকা দেখে দেখে সেশন পরিচালনা করেন তাহলে আপনার প্রতি অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যাবে এবং অধিবেশনের স্বচ্ছন্দ ভাব ও গতি ব্যাহত হবে।

- অধিবেশনের **ধাপগুলো** পর্যায়ক্রমিক অনুসরণ করুন। তা না হলে অধিবেশনের ধারাবাহিকতা নষ্ট হতে পারে। ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে আপনি অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়সমূহ ফ্লিপচার্টে লিখে অংশগ্রহণকারীদের সাথে তা বিনিময় করতে পারেন।

- কোন বিষয়ের উপর আলোচনার সময় বিষয়টি বিশ্লেষণ ও পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনে **মতামত** ও **উদাহরণ** তুলে ধরুন। পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের জন্য হ্যান্ডআউট ও সংযুক্ত উপকরণসমূহ ভালভাবে পড়ুন, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়ক উপকরণের সহযোগিতা নিন।

- প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে **ভূমিকা** প্রদান করুন এবং পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন করুন। তা না হলে অংশগ্রহণকারীদের কাছে আলোচনাগুলো বিচ্ছিন্ন মনে হবে। প্রতিটি অধিবেশনের শেষে সেই অধিবেশনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি না তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যাচাই করুন।

- প্রশিক্ষণ কোর্সের শেষে প্রশিক্ষণ **মূল্যায়ন** শিটের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া জানুন এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

- যে সব উপকরণ **হ্যান্ডআউট** হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করবেন সেগুলো আগে থেকেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে ঠিকমতো পরীক্ষা করে নেবেন যাতে যথাসময়ে বিতরণ করা যায়।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের নমনীয়তা

- এই ম্যানুয়ালটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের স্তর, জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রত্যাশা বিবেচনা করে প্রস্তাবিত পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, সময়, উপকরণ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পরিবর্তন করা যাবে। প্রয়োজনে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যের সাথে নতুন উদ্দেশ্য সংযোজন করে সেই অনুযায়ী নতুন ধাপ ও বিষয় সংযোজন করার সুযোগ রয়েছে।
- অধিবেশনকে অধিক অংশগ্রহণমূলক করার জন্য উল্লিখিত পদ্ধতি পরিবর্তন করা যেতে পারে বা নতুন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে অধিবেশন পরিচালনা করা যেতে পারে।
- একটি অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত মোট সময়কে ঠিক রেখে প্রয়োজনে বিভিন্ন ধাপের সময়ের পরিবর্তন করে নিতে পারেন। আবার প্রয়োজনে একাধিক অধিবেশনের সময় পুনঃনির্ধারণ করে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন।
- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে সংযোজিত হ্যান্ডআউট ও অন্যান্য উপকরণসমূহ চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন করতে হবে যেমন- হ্যান্ডআউট ও উপকরণগুলোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও অভিযোজন করতে হতে পারে।
- মনে রাখতে হবে, বাস্তবতার নিরিখে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের সব কিছুই পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে। এটি শুধু প্রয়োজনের তাগিদেই পরিবর্তন করবেন অন্যথায় নয়। এই পরিবর্তন যেন উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণের জন্য হয়। তবে মনে রাখতে হবে, এই পরিবর্তনের ফলে যেন ম্যানুয়ালের গুণগত মান ক্ষুণ্ণ না হয়।

অধিবেশন পরিকল্পনা

প্রথম দিবস

অধিবেশন - ১	:	সূচনা ও শিখন পরিবেশ সৃষ্টি	২:০০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ২	:	প্রযুক্তি কি?	১:৩০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ৩	:	কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা সনাক্তকরণ	২:৩০ ঘণ্টা

দ্বিতীয় দিবস

অধিবেশন - ৪	:	নারীর প্রচলিত/দেশীয় লোকজ জ্ঞান	২:০০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ৫	:	সম্পদ তৈরি, ভোগ, ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং অধিকার	১:০০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ৬	:	সামাজিকিকরণ প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষ	১:৩০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ৭	:	জেন্ডার ধারণা	১:৩০ ঘণ্টা

তৃতীয় দিবস

অধিবেশন - ৮	:	সমাজে নারী এবং পুরুষের ভূমিকা	১:৩০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ৯	:	নারীর ভূমিকা পরিবর্তনে প্রযুক্তি	১:৩০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ১০	:	উদ্ভাবন ও আত্মীকরণ	২:০০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ১১	:	সমাজে নারী এবং পুরুষের চাহিদা	১:০০ ঘণ্টা

চতুর্থ দিবস

অধিবেশন - ১২	:	মাঠকর্মী ও গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ	১:৩০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ১৩	:	নারীর প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং ব্যবহার: নীতি ও কৌশলের প্রভাব	১:৩০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ১৪	:	নারীদের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ	১:৩০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ১৫	:	ভিডিও বিশ্লেষণ	১:৩০ ঘণ্টা

পঞ্চম দিবস

অধিবেশন - ১৬	:	জেন্ডার এবং প্রযুক্তির আঙ্গিকে প্রকল্প বিশ্লেষণ ও পুনঃপ্রণয়ন	২:০০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ১৭	:	ফলোআপ এ্যাকশন	১:০০ ঘণ্টা
অধিবেশন - ১৮	:	কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপন	১:০০ ঘণ্টা

অধিবেশন-১

বিষয় : **সূচনা ও শিখন পরিবেশ সৃষ্টি**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-
পরস্পরের সাথে পরিচিত হবেন ও জড়তামুক্ত হয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা ।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, অঙ্কন, জোড় বাঁধা, বড় দলে আলোচনা।

সহায়ক উপকরণ : মার্কার, চক, চার্ট পেপার/সাদা কাগজ, বোর্ড।

বিশেষ নোট

- *প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুরুতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অবশ্যই সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে অংশগ্রহণকারীদের একে অন্যের সাথে পরিচিত হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।*
- *প্রশিক্ষণ কক্ষে বসার আয়োজনে প্রচলিত শ্রেণীকক্ষের ধরন পরিহার করুন। আয়োজনটা এমন হওয়া উচিত যাতে সকলে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।*

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রভাষণ ১০ মিনিট	**ধাপ-১ ভূমিকা** • প্রশিক্ষণ কর্মশালার শুরুতে কর্মশালা সমন্বয়কারী কর্মশালার পটভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন। উদ্বোধনীর সময় কোন অতিথি উপস্থিত থাকলে তিনি বক্তব্য রাখবেন ও কর্মশালাটি উদ্বোধন করবেন।	
ছবি অঙ্কন অথবা দলগত আলোচনা ১ ঘণ্টা	**ধাপ-২ পরিচিতি** (*কার্যক্রমের ধরন বেছে নিন*) • প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সাদা কাগজ দিয়ে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মজার বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আঁকতে বলুন। • এবার ছবিগুলো দেওয়ালে লাগান। • একে একে প্রত্যেককে তাদের অঙ্কিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে বলুন। • ছবির সূত্র ধরে অংশগ্রহণকারীদের অন্যদের কাছে যার যার পরিচয় দিতে বলুন। **অথবা** • অংশগ্রহণকারীদের দু জনের একটি করে দল গঠন করতে বলুন। প্রতি দলের সদস্যগণ একে অপরের সাথে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে পাঁচ মিনিট আলোচনা করবেন। • এখন প্রত্যেক দল তাদের একে অপরকে অন্য সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। এই প্রক্রিয়ায় সহায়কগণও অংশ নেবেন।	সাদা কাগজ ও কলম

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
কার্ড লিখন ও উপস্থাপন ২০ মিনিট	**ধাপ - ৩ জড়তা বিমোচন** ● অংশগ্রহণকারীদের প্রধানত তিনটি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে এই কর্মশালা থেকে তাদের প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। ● দল তিনটিকে তাদের কর্মশালা থেকে প্রত্যাশা লিপিবদ্ধ করতে বলুন ও প্রতিটি দলের একজন সদস্যকে তা পড়ে শোনাতে বলুন। ● সহায়ক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বর্ণিত প্রত্যাশার সাথে তা মেলাবেন।	ভিপকার্ড

বিশেষ নোট

- ❑ *অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেরই মনে হতে পারে যে, এই কর্মশালাটি থেকে তারা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন, তাই সহায়ককে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যটি সে রকম কিছু নয়। তবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কারো কারো ব্যবহারিক দিকে অভিজ্ঞতা থাকতে পারে যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা হবে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। অংশগ্রহণকারীদের ভিতরে যারা নিকটস্থ স্থান থেকে এসেছেন তাঁদেরকে তাঁদের নিজস্ব উপকরণ প্রদর্শন করতে অনুরোধ করুন।*
- ❑ *আরেক ধরনের প্রত্যাশা হতে পারে, অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষকের নিকট থেকে একটি ব্যবহারিক প্রকল্প প্রণয়নের ধাপ সম্পর্কে জানার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবেন। অবশ্যই অংশগ্রহণকারীরা সেই সুযোগ পাবেন ১৫ নং অধিবেশনে।*

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
দলীয় অনুশীলন, উপস্থাপন ও আলোচনা ৩০ মিনিট	**ধাপ - ৪ দলীয় নিয়ম-কানুন নির্ধারণ** ● অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে বিভক্ত করুন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে যে সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে বলুন। ● বড় দলে সেই নিয়ম-কানুনগুলো উপস্থাপন করুন এবং অবশেষে ঐকমত্যে উপনীত হন। ● *দলের নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে* - *সময় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে* - *বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে* - *প্রশ্ন করে বুঝে নিতে হবে* - *মাঝে মাঝে আসন পরিবর্তন করতে হবে* - *সকলে সমভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে* - *হাসিখুশি থাকতে হবে* - *একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে* - *খোলাখুলি কথা বলতে হবে*	

অধিবেশন-২

বিষয় : প্রযুক্তি কি ?

বিশেষ নোট

- *পরবর্তী অধিবেশনের কাজগুলো সঠিকভাবে বোঝার জন্য প্রযুক্তির পুরোনো ধারণার পরিবর্তে একটি নতুন ধারণায় পৌঁছানো দরকার। সে ক্ষেত্রে এই অধিবেশনকে প্রারম্ভিক মডিউল হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হল।*

উদ্দেশ্যে : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-
প্রযুক্তি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন এবং তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রভাষণ, জোড় বাঁধা, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা

উপকরণ : নারী ও পুরুষের কাজের বিবরণ-সম্বলিত কার্ড এবং প্রযুক্তির সম্ভাব্য সংজ্ঞা লেখা হ্যান্ডআউট

সহায়ক উপকরণ : **প্রযুক্তিগত কাজ** ও **অপ্রযুক্তিগত কাজ** লেখা দুটো ফ্লিপচার্ট, ব্লু ট্যাক / সেলো টেপ, ভিপ কার্ড

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
দুজন করে জোড়া গঠন ১০ মিনিট	**ধাপ- ১** প্রতিটি কাজের বিবরণ লেখা আছে এমন দুই থেকে তিনটি কার্ড তৈরি করুন। এটি অবশ্যই অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার উপর নির্ভর করবে। এর পর অংশগ্রহণকারীদের দুজন করে জোড়া গঠন করতে বলুন। কাজের বিবরণ লেখা কার্ডগুলো একসাথে মিলিয়ে দুটি থেকে তিনটি কার্ড প্রতিটি জোড়াকে দিন । কার্ডগুলো বিতরণের পরে অংশগ্রহণকারীদের কার্ডের উপর লিখিত কাজ সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন যে, কোন কাজগুলো প্রযুক্তিগত কাজ বলে তাদের মনে হয় এবং কোন কাজগুলো প্রযুক্তিগত নয়।	কার্ড
অনুশীলন ১০ মিনিট	**ধাপ- ২** প্রথমে প্রযুক্তিগত কাজ ও অপ্রযুক্তিগত কাজ লেখা ফ্লিপচার্ট দুটো বোর্ডে লাগান। অংশগ্রহণকারীদের মতে যে কার্ডগুলো প্রযুক্তিগত কাজ সেগুলো **প্রযুক্তিগত কাজ** লেখা ফ্লিপচার্টে এবং যে কাজগুলো প্রযুক্তিগত নয় সে কার্ডগুলো **অপ্রযুক্তিগত কাজ** লেখা ফ্লিপচার্টে লাগাতে বলুন।	ফ্লিপ চার্ট
আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ২০ মিনিট	**ধাপ- ৩** প্রতি জোড়াকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন তারা কাজগুলোকে **প্রযুক্তিগত** বা **অপ্রযুক্তিগত** কাজ বলেছে। প্রযুক্তির যেসব উপাদান উল্লিখিত আলোচনায় উঠে আসবে সহায়ক সেগুলো ফ্লিপচার্টে লিখে রাখবেন।	
আলোচনা ১০ মিনিট	**ধাপ- ৪** ফ্লিপচার্টে লেখা প্রযুক্তির উপাদানগুলোর দিকে অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সহায়ক এই পর্যায়ের আলোচনার সারসংক্ষেপ করবেন।	

বিশেষ নোট

- *এই পর্যায়ে **প্রযুক্তিগত** ও **অপ্রযুক্তিগত** কাজগুলো নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বিশেষ করে যদি অংশগ্রহণকারীরা একই কাজ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভক্ত করে থাকেন। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করতে হবে কেন তারা বিশেষ বিশেষ কাজগুলোকে **প্রযুক্তিগত** অথবা **অপ্রযুক্তিগত** বলে সনাক্ত করেছেন। এই আলোচনা ধাপ-৫ এর কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।*

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ৩৫ মিনিট	**ধাপ- ৫** • প্রযুক্তির সম্ভাব্য সংজ্ঞা লেখা হ্যান্ডআউটটি বিতরণ করে (একই জোড়া হতে পারে) অংশগ্রহণকারীদের প্রযুক্তির সংজ্ঞাটি পড়ে চিন্তা করতে বলুন। সহায়ক এ পর্যায়ে ফ্লিপচার্ট অথবা ট্রান্সপারেন্সি ব্যবহার করেও আলোচনা করতে পারেন। • প্রযুক্তির চারটি উপাদান- (যন্ত্রপাতি, জ্ঞান ও দক্ষতা, প্রক্রিয়া এবং সমন্বয়করণ বা ব্যবস্থাপনা) লিখিত ফ্লিপচার্ট/ ভিপ কার্ডগুলোকে বোর্ডে লাগাতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, পূর্বের আলোচনায় সনাক্তকৃত উপাদানগুলো উপরোক্ত চারটি উপাদানের মধ্যে আছে কিনা। বিষয়টি বোঝার জন্য সহায়ক প্রয়োজনীয় আলোচনা করবেন। • আলোচনার সময় যদি অংশগ্রহণকারীরা প্রযুক্তির সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একমত হয়ে কোন প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতে চান তা করতে পারেন।	হ্যান্ডআউট, ফ্লিপ চার্ট/ ভিপ কার্ড
৫ মিনিট	প্রযুক্তির সংজ্ঞায় মূল ধারণাগত কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হলেই কেবল সংজ্ঞার পরিবর্তন করুন। তা না হলে, অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বোঝার ক্ষেত্রে সহায়তা করুন। সকলের ধারণা স্বচ্ছ হলে আলোচনার সারসংক্ষেপ করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।	

বিশেষ নোট

- *সহায়ক নিজে সতর্ক থাকবেন যাতে তিনি কোন প্রকার বিচারমূলক (Judgmental) শব্দ বা বাক্য ব্যবহার না করেন। তিনি আলোচনাটি এমনভাবে পরিচালনা করবেন যাতে অংশগ্রহণকারীরা প্রযুক্তি সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণমূলক এবং তথ্যগত ধারণা পায় এবং এ সম্পর্কে একটি গঠনমূলক বিতর্কে উৎসাহিত হয়।*

হ্যান্ডআউট ২/১

প্রযুক্তির সংজ্ঞা

প্রযুক্তি বলতে শুধু যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার বা অন্যান্য উন্নত যন্ত্রপাতি বোঝায় না। বৃহত্তর অর্থে যা আমাদের উৎপাদনে সাহায্য করে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সহজতর করে, যা যুগোপযোগী ও পরিবেশ উপযোগী, তাকেই প্রযুক্তি বলা যেতে পারে। যে কোন উৎপাদনে প্রয়োজন হয় **যন্ত্রপাতি** (Hardware), **তথ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা** (Software), **উৎপাদন প্রক্রিয়া** (Process), **সমন্বয়করণ** এবং **ব্যবস্থাপনা** (Organisation), এই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে প্রযুক্তি গঠিত হয়।

অংশগ্রহণকারীরা এখানে তাদের মন্তব্য লিখতে পারেন:

হ্যান্ডআউট ২/২

প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা

এই অধিবেশনটি অংশগ্রহণকারীদের 'প্রযুক্তি' সম্পর্কে ধারণা তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই প্রযুক্তি বলতে বোঝেন যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার বা অন্যান্য উন্নত যন্ত্রকে; কিন্তু বৃহত্তর অর্থে যা আমাদের কোনও কিছু উৎপাদনে সাহায্য করে তাকেই প্রযুক্তি বলা যেতে পারে। যন্ত্রপাতি (Hardware), জ্ঞান ও দক্ষতা (Software), উৎপাদন প্রক্রিয়া (Process) এবং সমন্বয়করণ/ ব্যবস্থাপনা (Organisation) যা কোন পণ্য তৈরিতে প্রয়োজন তাকেই প্রযুক্তি বলা হয়।

মানবজীবনের সাথে প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রযুক্তি এমন হতে হবে যা সকল শ্রেণীর মানুষের কাজে লাগে এবং মানুষই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রযুক্তি হতে হবে সহজ এবং সরল, যাতে সবার পক্ষেই তা নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়। অল্প খরচে স্থানীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও সম্পদ ব্যবহার করে প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে বৃহত্তর মানব কল্যাণ সম্ভব। প্রযুক্তি সম্পর্কিত এই আলোচনা প্রযুক্তির বিকাশের বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

প্রযুক্তির সাথে নারীর সম্পর্কের বিষয়টিকে খতিয়ে দেখার জন্য উপরের আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। নারীরা তাদের প্রাত্যহিক কাজে বিভিন্ন দক্ষতা ও জ্ঞান প্রয়োগ করে থাকে। তারা নিজেরা, তাদের পরিবার বা সমাজে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়, তার বেশিরভাগ মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তির আবিষ্কার বা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে থাকে। কিন্তু, নারীদের প্রযুক্তিগত এই অবদান বিভিন্ন কারণে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। নারীরা যেসব প্রযুক্তি আবিষ্কার বা এর পরিবর্তন করে থাকে তার অধিকাংশই সম্পন্ন হয় ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। এ কারণে তাদের কাজগুলোকে প্রযুক্তিগত কাজ হিসাবে স্বীকার করা হয় না। অনেক সময়ই নারীরা প্রযুক্তি আবিষ্কারের চাইতে এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তনই বেশি করে থাকেন। এ কারণে প্রযুক্তির সনাতন ধারণা অনুযায়ী এই কাজগুলোকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এ ছাড়াও মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) ক্ষেত্রে নারীদের গৃহস্থালি কাজ হিসাব করা হয় না। কিন্তু জাতিসংঘের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেছে যে, কোন দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের উৎপাদনের ২৫-৩০ শতাংশই হল নারীদের গৃহস্থালি কাজের অবদান।

বর্তমান সেশনটি নারীদের গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন দক্ষতার গুরুত্ব বোঝার জন্য এবং সেগুলোকে প্রযুক্তি হিসেবে সনাক্ত করার জন্য প্রয়োজন। যেহেতু দক্ষতা এবং জ্ঞানকে প্রযুক্তির সনাতন ধারণা অনুযায়ী প্রযুক্তি মনে করা হয় না, সে কারণে ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে নারীরা কোন প্রযুক্তিগত কাজ করে না। এই সেশনটিতে প্রযুক্তি যে শুধু যন্ত্রপাতি, এই পুরানো ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

অন্যান্য আরো বিষয়, যেগুলো এই সেশনে আলোচিত হবে এগুলো হল **প্রক্রিয়া** এবং **সমন্বয়করণ** বা **ব্যবস্থাপনা**। যে কোন পণ্যের উৎপাদনে একটি/একাধিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় এবং সেই প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা বা সমন্বয়করণও প্রয়োজন। একটি উৎপাদন প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং এই পর্যায়গুলোর ক্রমবিন্যাসকে এই ম্যানুয়ালে **প্রক্রিয়া** বলা হচ্ছে । উৎপাদন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যেমন শ্রমিক, কাঁচামাল ইত্যাদির সমন্বয় সাধন এবং ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হয়। উৎপাদনের এই কাজটিকে সমন্বয়করণ বা ব্যবস্থাপনা বলা হচ্ছে ।

এখন প্রশ্ন হল, নারীরা সাধারণভাবে যেসব কাজ করে থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে নারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে মূল্যায়ন করা কেন প্রয়োজন? এর প্রয়োজন আছে। কারণ, নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য তাদেরকে নিজেদের যোগ্যতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে, যাতে তারা নিজেদের কাজের মূল্যায়নের জন্য সোচ্চার হয়। নীতিনির্ধারক এবং উন্নয়ন কর্মীদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে, যাতে তারা নিজেদের কাজে উপরোক্ত বিষয়সমূহকে প্রতিফলিত করতে পারে। নীতিনির্ধারক এবং উন্নয়নকর্মীদের এ বিষয়ে এ কারণেও সচেতন করা প্রয়োজন, যাতে যেসকল প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বর্তমানে পুরুষদের আধিক্য রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

নারী পুরুষের কাজের বিবরণ-সম্বলিত কার্ড

১। দীপক খবরের কাগজ পড়ছে ।

২। আনোয়ারা সবজির বাগান করছে।

৩। মোহন ঘরের চাল ঠিক করছে।

৪। শেফালী বাচ্চার কাপড় সেলাই করছে।

৫। লক্ষ্মী রান্না করছে।

৬। সবিতা মাটি দিয়ে ঘর লেপছে।

৭। রহিমা সাইকেল চালাচ্ছে।

৮। উত্তম কাঠ কাটছে।

৯। দুলাল বাচ্চাকে গোসল করাচ্ছে ।

১০। চন্দ্রানী পানি আনতে যাচ্ছে।

১১। সুকুমার মাটির হাঁড়ি বিক্রি করছে।

১২। দেলোয়ারা মাটির পাত্র তৈরি করছে।

১৩। অজিত বন্ধুদের নিয়ে চা খাচ্ছে।

১৪। নীলুফার কাপড় ধুচ্ছে।

১৫। করিম পোশাক তৈরি করছে।

১৬। সেলিম মিয়া কাস্টমারদের জন্য খাবার তৈরি করছে।

১৭। খোদেজা মুড়ি ভাজছে।

১৮। রমলা গোলায় ধান তুলছে।

১৯। মনোয়ারা গরুর খাবার দিচ্ছে।

২০। রঞ্জিত নদীতে মাছ ধরছে।

অধিবেশন-৩

বিষয় : **কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা সনাক্তকরণ**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-
নিজের ও নিজ এলাকায় যে ধরনের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে তা সনাক্ত করতে পারবেন এবং তা অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, দলীয় অনুশীলন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

উপকরণ : ছবি, বড় কাগজ।

সহায়ক উপকরণ : কাঁচি, কলম, সেলোটেপ, (পাজেল- হতে পারে বড় ফুলের ছবি, পাতা, ঢেকি, এ্যারোপ্লেন, নৌকা, বাড়ি, কলম ইত্যাদি)।

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
২০ মিনিট	**ধাপ- ১** ● চারটি ছবি নিন। প্রতিটি ছবিকে এমনভাবে টুকরো করতে হবে যেন এগুলো জোড়া দিলে আবার পুরো ছবিটি তৈরি হয়ে যায়। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জন্য একটি করে টুকরো প্রয়োজন। কাজেই অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী ছবিগুলো টুকরো করুন। এই টুকরোগুলো পুনরায় সাজানোর সুবিধার্থে বড় কাগজে মূল ছবিটির আউটলাইন প্রথমে আঁকা যেতে পারে। টুকরোগুলোর উপর অংশে যেন ফাঁকা জায়গা থাকে যেখানে অংশগ্রহণকারীরা লিখতে পারে। এই ভাবে চারটি ছবিরই আউটলাইন করুন।	বড় কাগজ, কাঁচি
দলীয় অনুশীলন ৪০ মিনিট	**ধাপ-২** ● অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করুন। এর পর সকলকে ছবির ছোট টুকরোগুলো দিন। টুকরোগুলোর খালি অংশে নিজের যে কোন একটি প্রযুক্তিগত দক্ষতা লিখতে অনুরোধ করুন। অংশগ্রহণকারীদের প্রযুক্তি বিষয়ে পূর্বের সেশনে যে আলোচনা হয়েছে তা মনে করিয়ে দিন- প্রযুক্তির সংজ্ঞা, যা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে এসেছে। ● প্রত্যেক ছবির আউটলাইন আঁকা বড় কাগজ টাঙিয়ে দিন। সকলকে বুঝিয়ে বলুন যে, কাগজের টুকরোগুলো হচ্ছে একেকটি বড় ছবির অংশবিশেষ। অংশগ্রহণকারীদের বিতরণকৃত টুকরোগুলো জোড়া লাগিয়ে পূর্ণ ছবিটি তৈরি করার জন্য বলুন। বড় কাগজে চারটি ছবি সম্পূর্ণ হলে সবাইকে তা ভাল করে দেখতে বলুন।	পাজেল খণ্ড, বড় সাদা কাগজ. কলম

বিশেষ নোট

❑ *অংশগ্রহণকারীরা যে সব প্রযুক্তি চিহ্নিত করেছে সেগুলোর ভিত্তিতে আলোচনা করুন। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের এই প্রাযুক্তিক দক্ষতা সমাজ জীবনে কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে কিংবা অবদান রাখছে। উদাহরণ হতে পারে রান্না, কিংবা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ। এই কাজগুলো বাজার ও বাড়ির কাজ হিসাবে কিভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে তার উপর আলোচনা করুন।*

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
অভিজ্ঞতা বিনিময় ২০ মিনিট	**ধাপ-৪** ● দল থেকে যেসব দক্ষতা ও জ্ঞান পাওয়া গেল সেগুলোর সারসংক্ষেপ করুন। আলোচনা করুন, অংশগ্রহণকারীগণ তাদের দক্ষতা চিহ্নিত করার পর কি অনুভব করছেন? তারা তাদের দলে যেসব প্রযুক্তিগত জ্ঞান চিহ্নিত করেছেন সে বিষয়ে কি ভাবছেন? তারা কিভাবে এই জ্ঞান ও দক্ষতাকে তাদের কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন?	
অভিজ্ঞতা বিনিময় ৪০ মিনিট	**ধাপ-৫** ● অংশগ্রহণকারী সকলকে তাদের কমিউনিটি সম্পর্কে ভাবতে অনুরোধ করুন, যাদের নিয়ে তারা কাজ করে। উক্ত কমিউনিটিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কি ধরনের দক্ষতা ও জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে? মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রাযুক্তিক জ্ঞান ও দক্ষতার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। ● কিভাবে কমিউনিটির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন? তারা কিভাবে এই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাদের কাজে লাগাবে? এ বিষয়গুলোর উপর মুক্ত আলোচনা করুন।	চার্ট পেপার
আলোচনা ৩০ মিনিট	**ধাপ-৬** ● আলোচনার সারসংক্ষেপ করুন এবং এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে কি না সে বিষয়ে সকলের অভিমত গ্রহণ করুন। সকলের ধারণা পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হলে এর শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করুন। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান ও অধিবেশনটি সমাপ্ত করুন।	

অধিবেশন-৪

বিষয় : **নারীর প্রচলিত/দেশীয় লোকজ জ্ঞান।**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

নারীর প্রচলিত দেশীয় ও লোকজ জ্ঞান চিহ্নিত করার মাধ্যমে এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘন্টা।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলীয় অনুশীলন, উপস্থাপন

উপকরণ : **কেস বা ঘটনা-সম্বলিত পোস্টার -** (গৃহে খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিদূষী খনা, নারীদের আন্ত-প্রজন্ম জ্ঞান প্রবাহ ও নারীদের জীবনরক্ষণ কৌশল)।

সহায়ক উপকরণ : চার্ট পেপার, মার্কার, বোর্ড

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রভাষণ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ৩০ মিনিট	**ধাপ-১** ● সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। ● এবার বড় দলের সামনে পোস্টারগুলো রাখুন এবং পোস্টারের তথ্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ● পোস্টারের বিষয়গুলো হচ্ছে স্থানীয় লোকজ জ্ঞান এবং কিভাবে এই জ্ঞান সংরক্ষিত হচ্ছে। যেমন- যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ কাজ করেন সেই কমিউনিটিতে কি ধরনের লোকজ জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে। এই জ্ঞান কার কাছে রয়েছে? এই জ্ঞান কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে? এ ছাড়াও কারা এটা ভাল জানে এবং কিভাবে এটা ছড়িয়ে পড়ে? গ্রামাঞ্চলে এই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি? ● গ্রামাঞ্চলে যে কাজের সাথে অংশগ্রহণকারীরা সম্পৃক্ত সেসব কাজে বিভিন্ন জ্ঞানের উপর আলাপ-আলোচনা করতে বলুন (এটা হতে পারে কোন স্থানীয় লোকজ গাছগাছালি অথবা কৃষি বিষয়ক কিংবা খাদ্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত) যা হয়তো বা এখন লুপ্তপ্রায়। ● দলকে বলুন, এমন একটি কৌশল অবলম্বন করতে যার মাধ্যমে এই জ্ঞানকে আহরণ, সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে আরো অন্যান্য কমিটিউনিটিতে বিনিময় করা যায়।	চারটি পোস্টার
দলীয় আলোচনা ৫০ মিনিট	**ধাপ-২** ● অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করে দিন। এবার প্রতিটি দলে ১টি করে পোস্টার বিতরণ করুন ● প্রতিটি দল নিম্নলিখিত প্রশ্নের আলোকে পোস্টার পর্যালোচনা করবেন এবং দলের মতামত চার্ট পেপারে লিপিবদ্ধ করবেন। - কাদের মাধ্যমে এই জ্ঞান আহরিত হচ্ছে?	চার্ট পেপার, পোস্টার

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
	- কারা এই জ্ঞান বিনিময় করে থাকে? পারস্পরিক এই জ্ঞান বিনিময়ের গুরুত্ব কি? - এই জ্ঞানটি কোথায় সংরক্ষিত/নথিবদ্ধ হচ্ছে? যদি এইসব জ্ঞান সংগৃহীত অথবা সংরক্ষিত না হয় তাহলে কি ঘটতে পারে?	
দলীয় উপস্থাপন ২৫ মিনিট	**ধাপ-৩** ● সকলকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন এবং প্রত্যেক দলের কাজ একে একে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন শেষে সকলকে পর্যালোচনায় অংশ নিতে বলুন।	
আলোচনা ১৫ মিনিট	**ধাপ-৪** সব শেষে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে বর্ণনা দেবেন। অর্থাৎ অধিবেশনটি থেকে অংশগ্রহণকারীরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কেই জানতে পারবে। ● পরিবার ও সমাজে আপদকালীন সময়ে এই জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগে। ● গ্রামীণ নারীই লোকজ জ্ঞানকে আহরণ, সংরক্ষণ ও বিনিময় করে। ● নারীর এই জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত হয় না বলে এই জ্ঞান লুপ্তপ্রায় বা অনেক ক্ষেত্রেই এই জ্ঞান অন্যের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়। এমনও হতে পারে শহুরে নারী/পুরুষেরা গ্রহণ করে। ● এ জন্য নারীর এই জ্ঞানকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ● অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ হলে সহায়ক এই অধিবেশন সমাপ্ত করবেন।	

কেস - ৪/১

গৃহে খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ

নারীরা তাদের সীমিত সময় ও শ্রম দিয়ে পরিবেশের সাথে খাপ-খাইয়ে নতুন নতুন ধরনের খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করে থাকে। এ সব খাদ্য তাদের বেঁচে থাকার এবং আপদকালীন সময়ে খাদ্য চাহিদা পূরণ করে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদের ও তাদের পরিবারের পুষ্টি যোগায়, প্রতিদিনের খাদ্যের তালিকায় বাড়তি যোগ হয়। অতিথি আপ্যায়নে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নারীরা যেসব খাদ্য প্রস্তুত করছেন তার মধ্যে বড়ি, শিদল, আলুর চিপস ও পাপড় অন্যতম। এর মধ্যে শিদল খুব জনপ্রিয়। তবে বড়ি, পাপড় ও আলুর চিপস্ অন্যান্য অঞ্চলেও বেশ প্রচলিত খাদ্য।

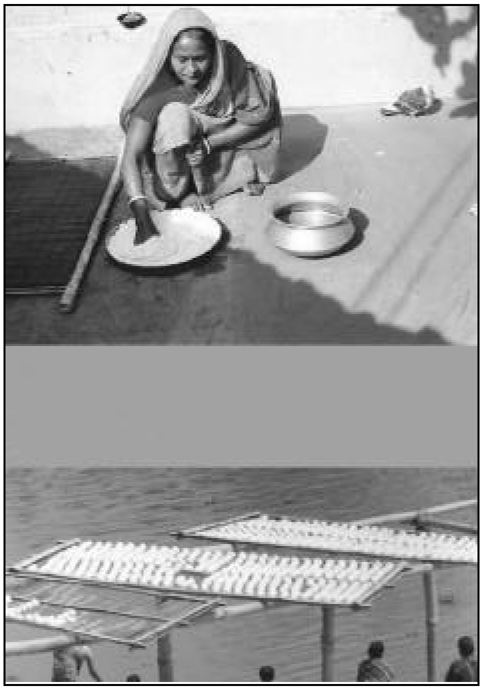

কুমড়া বড়ি

খোসাসহ মাসকলাইয়ের ডাল (এতে আঠার পরিমাণ বেশি থাকে), চাল কুমড়া, কালিজিরা, জিরা ও অন্যান্য মশলা বড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। চাল কুমড়া ও মশলা স্বাদ বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। মাসকলাই ডালে প্রচুর আয়রন ও আমিষ বিদ্যমান। বড়ি ফেটার উপরই এর গুণগত মান নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে মিশ্রণটি পানিতে ভাসলেই ভাল বড়ি তৈরির উপযোগী হবে। এই পদ্ধতিটি নারীরা বহুকাল থেকে রপ্ত করেছে। বড়ি শুকানোর জন্য বিশেষ ধরনের চালনি রয়েছে। এতে বড়ি রেখে কড়া রোদে শুকাতে হয়। বড়ি বানানোকে পেশা হিসেবে নেবার পূর্বে নারীরা সাধারণ চালনি বা পাতলা কাপড় ব্যবহার করত। কিন্তু তারা যখন এটিকে পরিবারের আয় বাড়ানোর পথ হিসেবে নেয় তখন তারা এই বিশেষ চালনিতে মনোযোগী হয়। চালনিটি শুধু বাড়ির চালে নয় বরং মাচার উপর রাখা হয় দ্রুত শুকানোর জন্য। বাড়ির পুরুষেরাই চালনি ও মাচা উভয়ই তৈরি করে। নারীরা শুকানোর কাজটি করে। বড়ি এখন সারা বছরই বাজারে পাওয়া যায়। নারীরা বাড়িতে বসে অনেক সময়ই অর্ডার নিয়ে বড়ি তৈরি করে অর্থ উপার্জন করে। পুরুষেরা বাজারে নিয়ে তা বিক্রি করে।

শিদল

শিদল বর্ষাকালে তৈরি করা হয়, যখন পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায়। শিদল শুকনা মাছ (পুটি ও মৌরলা জাতীয় ছোট মাছ) ও মানকচুর ডাঁটা দিয়ে তৈরি করতে হয়। ছোট মাছে প্রচুর আমিষ, স্নেহ, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন বিদ্যমান। মানকচু ডাঁটা সংরক্ষক হিসেবে ব্যবহার করা হলেও এতে প্রচুর আয়রন বিদ্যমান। শিদল তৈরির পদ্ধতিটি হল: প্রথমে মাছ কেটে ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে (অনেকে শুধু ধুয়েই শুকিয়ে নেয়, কাটে না, ফলে মাছ জীবাণু যুক্ত থেকে যায়)। এরপর এগুলোকে ঢেঁকিতে গুড়ো করে নিতে হবে। মানকচুর ডাঁটাগুলো ভাল করে ধুয়ে বেটে নিয়ে মাছের গুড়োর সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। মণ্ডটি রুটির লেইয়ের মতো করে জালিতে রেখে কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এই মণ্ড ছাইয়ের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়, কারণ নারীরা লক্ষ্য করেছে এর ফলে মাছের গন্ধ বজায় থাকে এবং শিদলে সহজে পোকা ধরতে পারে না বা নষ্ট হয় না। নারীদের লোকজ জ্ঞান যুগ যুগ ধরে এই সংরক্ষণ পদ্ধতিটিকে টিকিয়ে রেখেছে।

আলুর চিপস্

নওগাঁ ও বগুড়ায় প্রচুর আলু হয়। এই উদ্বৃত্ত আলু নারীরা তাদের প্রচলিত জ্ঞানের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে আসছে বহুকাল ধরেই। আলুগুলো পাতলা টুকরো করে হালকা সিদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে নেয়। এতে প্রচলিত জ্ঞানেরই ব্যবহার করা হয়। আলুর এই পাতলা টুকরোগুলো তেলে ভেজে নিলে বাজারের চিপসয়ের মতো স্বাদের হয়। ঘরে বানানো আলুর চিপস্ শুধু বাড়ির খাদ্য হিসেবে এখন আর সীমাবদ্ধ নেই। বাজারেও প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে। নারীরা খাদ্যটি বাড়িতে বসেই তৈরি করে ও বিক্রি করে থাকেন।

কেস - ৪/২

বিদূষী খনা

খনার বচন আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। এখনও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত ও উপযোগী খনার বচন গ্রামে ব্যবহার করে গুরুজনেরা অন্যদের জ্ঞানদান করেন। আসলে খনা তাঁর কালজয়ী বচনে কৃষিতত্ত্বজ্ঞান উপস্থাপন করেছেন। খনা প্রাচীন বাংলাদেশের একজন খ্যাতনাম্নী বিদূষী ছিলেন। খনা জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কৃষিবিজ্ঞান ও আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল গভীর। শস্য, বৃক্ষরোপণ, গৃহনির্মাণ, জ্যোতিষী প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছড়া রচনা করতেন, যা খনার বচন বলে প্রসিদ্ধ। খনা সম্পর্কে যে কিংবদন্তী চালু আছে তা হল : খনার আসল নাম ছিল লীলাবতী। লীলাবতী ছিলেন উজ্জইয়নী মহারাজের সভাপণ্ডিত বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহের পুত্রবধূ। লীলাবতীর স্বামী ছিলেন মিহির। মিহিরও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন।

ক্রমে লীলাবতীর অগাধ জ্ঞানের কথা জানাজানি হয়ে যায়। রাজসভাতে তিনি আমন্ত্রিত হন। লীলাবতীর জ্ঞান-গরিমা সভা-পণ্ডিতদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি তিনি পণ্ডিত বরাহের জোতিষশাস্ত্রীয় বহু দুঃসাধ্য সমস্যা সমাধান করে দিতে লাগলেন। এতে অপমানিত ও ঈর্ষান্বিত পণ্ডিত বরাহ পুত্রবধূকে জিহ্বা কর্তন করে তাকে বোবা বানিয়ে দেওয়ার জন্যে পুত্রকে আদেশ করেন। মিহির লীলাবতীকে এ কথা জানান। লীলাবতী এ শাস্তি মেনে নেন। পিতৃ নির্দেশে মিহির এক তীক্ষ্ণধার ছুরি দ্বারা লীলাবতীর জিহ্বা কর্তন করেন। মাত্রাধিক রক্তক্ষরণে অসামান্য বিদূষী লীলাবতীর মৃত্যু হয়।

স্বামী মিহির লীলাবতীর জিহ্বা কর্তনের পূর্বে কিছু কথা বলার সুযোগ দিয়েছিলেন। লীলাবতী তখন কৃষি, আবহ-তত্ত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্রীয় এবং মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহুবিধ কথা বলে যান। পরবর্তীকালে সেসব কথা 'বোবার বচন' বা 'খনার বচন' নামে অভিহিত হয়।

খনার বচন বিশ্লেষণ করলে প্রধানত দুটি মূল বিষয় অনুধাবন করা যাবে: ১। ঐতিহাসিকভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নারীর জ্ঞান, ধারণা ও শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ সামাজিকভাবেই স্বীকৃত এবং এই বচনগুলো সাধারণ কৃষিজীবীদের জীবনে এখনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ২। আরো প্রমাণিত যে খনা নারী হিসেবে তার জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই বচনগুলো রচনা করেছেন। যার থেকে এটাও প্রতিফলিত হয় যে কৃষি ও নারী উভয়ের মধ্যেই একটি আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। নিম্নলিখিত বচনগুলো থেকে কয়েকটি বচন নির্বাচন করে নিয়ে আমরা এই সেশনে কৃষিতত্ত্বে খনার যে অবদান রয়েছে তা বিশ্লেষণ করব ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষির পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে অবগত হতে পারব।

- আউশ ধানের চাষ।
  লাগে তিন মাস।

- কলা রুয়ে না কেটো পাত
  তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।।

- আমের ধান তেঁতুলে বান।।
  (অর্থ আম বেশি ফললে ধান বেশি জন্মে।
  তেঁতুল বেশি ফললে ঝড় তুফান, বন্যা বেশি হয়)।

- নিত্যি নিত্যি ফল খাও
  বদ্যি বাড়ি নাহি যাও।।

- আম লাগাই জাম লাগাই
  কাঁঠাল সারি সারি
  বারো মাসের বারো ফল
  নাচে জড়াজড়ি।

- যদি বর্ষে মাঘের শেষ
  ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ

- ষোল চাষে মুলো
  আট চাষে তুলো
  তার অর্ধেক ধান
  বিনা চাষে পান।

কেস - ৪/৩

নারীদের আন্তঃপ্রজন্ম জ্ঞানপ্রবাহ

দক্ষতা ও জ্ঞান অনেক সময় মা থেকে মেয়েদের কাছে যায়, একজন প্রতিবেশি থেকে অপর প্রতিবেশির নিকট যায় এবং গ্রামের মধ্যেও স্থানান্তরিত হয় বিবাহের মাধ্যমে। তবে সমাজে এর মাত্রা খুবই কম এবং অনেক ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার পরিবর্তনে এর কোন মুখ্য ভূমিকা নেই। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই জ্ঞান টিকিয়ে রাখা দরকার, এই জ্ঞানের স্বীকৃতি দেওয়া দরকার । বিশেষত লোকজ জ্ঞান গ্রামীণ নারীদের অনেক সময়ই বেঁচে থাকা এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করে।

উদাহরণ হতে পারে- বীজ সংরক্ষণ। বাংলাদেশের নারীরা ব্যাপকভাবে বীজ সংরক্ষণের কাজটিতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছে। তারা ধান, আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, সীম, ধুন্দল ইত্যাদি বীজ সংরক্ষণ করে থাকে। তারা জানে কোন বীজ রাখলে ভাল ফসল জন্মাবে, কিভাবে তা সংরক্ষণ করতে হবে এবং কোন সময় বুনতে হবে। বীজ সংরক্ষণের জ্ঞান ও দক্ষতা তারা মা, দাদী, শাশুড়ি- এঁদের কাছ থেকেই অর্জন করে। নারীরা এ বিষয়ে পারদর্শী এ কারণেই যে তারা নিজ হাতে শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ করছে, বীজ সংরক্ষণ করছে ও সময়ানুযায়ী বীজ বপন ও রোপণের জন্য কৃষকদের সহায়তা করছে।

বর্তমানে বাজারে নানান জাতের উচ্চফলনশিল বীজ আসার ফলে নারীদের এই লোকজ জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। বাজারের বীজে শস্য উৎপাদনে নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে । সে কারণে কৃষকেরা এখন অনুধাবন করছে, আমদানিকৃত বীজ ও সার আসার ফলে জমিতে আগে যে ধরনের ফসল হত এখন আর সেরকম হচ্ছে না। যেমন: ধান ক্ষেতে আগে ধানের সাথে সাথে ছোট জাতের মাছ হত, ধানের পাশাপাশি অন্যান্য ফসল জন্মানো সম্ভব হত, সেগুলো এখন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই এখন অনেক কৃষকই নারীদের এই বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ও এই বীজ দিয়ে ধান বপণ ও রোপণ করতে আগ্রহী।

উদাহরণ: আক্তারুন তার মার কাছ থেকে ধানের বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া রপ্ত করেছে। যেমন: উচু জমির পুরুষ্ট ধান রোদে ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর একটা ছোট মুখের মাটির কলসিতে রেখে কলসির মুখ বন্ধ (air tight) করে রাখতে হবে। সে বিয়ের পর গ্রামে এসে তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বীজ সংরক্ষণ ও বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করছে।

কেস - ৪/৪

নারীদের জীবনরক্ষণ কৌশল

নারীরাই জীবনরক্ষণ কৌশল হিসেবে ঐতিহ্যগত এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতি চর্চা করেন। তাদের এই জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হচ্ছে । নারীদের এই প্রবহমান জ্ঞানের সাক্ষী পদ্ম মণ্ডল, বিমলা রানী মণ্ডল ও বিলাসী বেগম। তারা টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া গ্রামে বসবাস করে। খরা ও বন্যার সময় তাদের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তারা বিভিন্ন জাতের শাক সংগ্রহ করেন। তারা বলেন- "কুড়িয়ে পাওয়া শাকের স্বাদই আলাদা। এই শাকের কোন মালিক নেই। ইচ্ছেমতো সংগ্রহ করা যায়।" বিশেষত খরা ও বন্যার সময় এই শাকের বড় গুণ। বন্যার সময় যদিও পুষ্টি যোগাতে কিছু মাছ সংগ্রহ সম্ভব হয় তবে খরায় শুধু শাক খেয়েই তাদের বেঁচে থাকতে হয়। বাংলাদেশে শাক সংগ্রহ করে নারী ও শিশুরা।

পদ্ম মণ্ডল, বিমলা রানী মণ্ডল ও বিলাসী বেগম বলেন- বন্যায় তাদের জমিতে কোন ধরনের উৎপাদন সম্ভব নয়। খাদ্যাভাব দূর করার জন্য শাপলা, কলমি, হেলেঞ্চা শাক পাওয়া যায়- তাই কুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়।

বিমলা ও বিলাসী বলেন– 'খরায় বউ টুকরা শাক, ঢেঁকি শাক, হেঞ্চি, গিমা, মোরগ, নেটাপেটা ও কচুশাক খেতে হয় ' । এ সময় এই শাকই তাদের একমাত্র পুষ্টি যোগায়।

তাঁরা বলেন, 'যেখানে আমাগো গোবর পালা আছে সেইখানে কচুশাক, গিমাশাক পাওয়া যায়। এই গোবরের পালে রস থাকে ফলে এখানে ভাল শাক জন্মে।'

১। জিম্বাবুইয়ের টোঙ্গা নারীরা ৪৭ ধরনের স্থানীয় প্রজাতির গাছ ব্যবহার করে। ১৬ ধরনের গাছ তাদের খরার সময় পুষ্টির যোগান দেয়। বোবাব (baobab) ফলের ছাই অনেক সবজির খার কমাতে সহায়তা করে।

২। প্রযুক্তির আত্মীকরণ অনেক সময়ই নারীদের উন্নয়নের পথকে ত্বরান্বিত করে। শুধু তাই নয়, তারা অনেক সময় খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য পরিবর্তন করে। যেমন- নারীদের জংলী খাবার ব্যবহারের উদাহরণটি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অধিবেশন-৫

বিষয় : **সম্পদ তৈরি, ভোগ, ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং অধিকার**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- সম্পদ তৈরিতে নারী পুরুষের ভূমিকা ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সম্পদের ভোগ, ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভূমিকা চিহ্নিত করতে ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, আলোচনা, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর

সহায়ক উপকরণ : বোর্ড, মার্কার।

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
আলোচনা ২০ মিনিট	**ধাপ-১** • প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান একটি পরিবারে সাধারণত কি ধরনের সম্পদ থাকে। এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে চিহ্নিত করুন। • এ সকল সম্পদ তৈরিতে কার অবদান থাকে– শুধু নারী, শুধু পুরুষ, নাকি নারী-পুরুষ উভয়ের, তা আলোচনা করুন। • সারসংক্ষেপ করুন, পরিবারের সম্পদ তৈরি, বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণে পরিবারের সদস্য নারী এবং পুরুষ উভয়েরই অবদান থাকে।	
আলোচনা ২০ মিনিট	**ধাপ-২** • আমরা পূর্বের অধিবেশনগুলো থেকে প্রযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেয়েছি। এই প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া সম্পদ তৈরি, বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব কি না অর্থাৎ সম্পদ তৈরি, বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে আলোচনা করুন। • সম্পদ তৈরি, বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী এবং পুরুষ উভয়েই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তা আলোচনা করুন। পূর্বের অধিবেশনগুলোর আলোকেই আলোচনা পরিচালিত হবে। • প্রশ্ন করুন সম্পদ তৈরি, বৃদ্ধি ও তা রক্ষণাবেক্ষণে কি প্রযুক্তির ব্যবহার হয়? উত্তর আসবে অবশ্যই হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রযুক্তি ছাড়া যেমন সম্পদ তৈরি, বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না তেমনি নারী এবং পুরুষ এ দুজনকে বাদ দিয়েও সম্পদ তৈরি, বৃদ্ধি ও তা রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না।	
আলোচনা ২০ মিনিট	**ধাপ-৩** • সারসংক্ষেপ করুন, পরিবারের যে সম্পদ তা নারী-পুরুষ উভয়েই ভোগ এবং ব্যবহার করে কিন্তু এই সম্পদের মালিকানা, অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ পুরুষের বেশি, অথচ সম্পদ তৈরিতে নারী-পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা থাকে। এর ফলে নারী এবং পুরুষের মধ্যে একটা পার্থক্য তৈরি হচ্ছে যা বৈষম্যমূলক একটি জেন্ডার সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে ।	

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
	• পরিবার ও সমাজে নারী ও পুরুষ যে সম্পদ তৈরি করছে, বৃদ্ধি করছে ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে, তারা যার যার পর্যায়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করেই এগুলো নিশ্চিত করছে। তাই উভয়েরই প্রযুক্তি ব্যবহারকে সমভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। • বিষয়টি সকলের কাছে পরিষ্কার হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।	

অধিবেশন-৬

বিষয়	:	**সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষ**
উদ্দেশ্য	:	অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ - জন্মের পর থেকে নারী এবং পুরুষের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
সময়	:	১ : ৩০ ঘণ্টা।
পদ্ধতি	:	প্রভাষণ, প্রশ্নোত্তর, ভূমিকাভিনয় বা রোল প্লে, আলোচনা
উপকরণ	:	ভূমিকাভিনয়ের বিষয়বস্তু
সহায়ক উপকরণ	:	বোর্ড, মার্কার

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রভাষণ, ভূমিকাভিনয় ১৫ মিনিট	**ধাপ-১** প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করুন এবং দল ভাগ করার সময় লক্ষ্য রাখুন যাতে নারী-পুরুষ সমন্বয়ে দল গঠিত হয়। দলীয়ভাবে কাজ করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে বলুন। বলুন, আমরা এখন দলীয়ভাবে একটি কাজ করতে চাই, তাহল আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষ করে আমরা যাদের মধ্যে কাজ করছি তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান বাস্তবতাকে অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। প্রতিটি দলে অভিনয়ের বিষয়বস্তু বিতরণ করুন। বলুন, আপনারা প্রত্যেক দল একটি করে বিষয়বস্তু পেয়েছেন যা আপনাদের দলীয়ভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হবে। প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন এবং বলুন এই ১৫ মিনিটে আপনাদের প্রত্যেক দলকে ঠিক করে নিতে হবে কিভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে বাস্তবতাকে তুলে ধরা যায় এবং কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করবেন। তবে মনে রাখতে হবে, যে বিষয়বস্তু অনুযায়ী বাস্তবে আমাদের সামজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটে তাই অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের ভূমিকায় এবং পুরুষরা নারীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। প্রস্তুতির সময় প্রত্যেক দলে ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন। বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকলে তা স্পষ্ট করুন। সময় মতো অংশগ্রহণকারীদের বড় দলে ফিরে আসা নিশ্চিত করুন।	ভূমিকাভিনয়ের বিষয়বস্তু
ভূমিকাভিনয়, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ১:১৫ ঘণ্টা	**ধাপ - ২** সবাই বড় দলে ফিরে এলে প্রথম দলকে অভিনয়ের জন্য আহ্বান জানান। অভিনয়ের সময় অন্য সকলকে মনোযোগের সঙ্গে তা প্রত্যক্ষ করতে বলুন। **প্রথম দলের উপস্থাপন : জন্ম** প্রথম দলের অভিনয় শেষ হলে তাদেরকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। এবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন যে, এ দলের অভিনয় থেকে আমরা কি দেখতে পেলাম? অংশগ্রহণকারীদের বলা উত্তরসমূহকে সংক্ষিপ্ত করে বোর্ডে লিখুন।	বোর্ড, মার্কার

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ

ছেলে শিশু হলে	*মেয়ে শিশু হলে*
খুশি হয়	মন খারাপ করে
জোরে আযান দেয়	কানের কাছে আস্তে আজান দেয় বা দেয় না
মিষ্টি বিতরণ করে	মিষ্টি বিতরণ করে না

প্রশ্ন করুন, কেন ছেলে হলে তার পরিবারের সদস্যরা খুশি হয় এবং মেয়ে হলে মন খারাপ করে?

উত্তর আসতে পারে, ছেলেকে বংশের প্রদীপ, সম্পদ ও ভবিষ্যতের আয়-রোজগারকারী হিসেবে ভাবা হয়। আর মেয়েকে বোঝা ভাবা হয়, কেননা বিয়ের পর সে অন্যের বাড়িতে চলে যাবে। তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য যৌতুক দিতে হবে।

আলোচনার সারসংক্ষেপ করুন, এভাবে আমরা দেখতে পেলাম একটি পরিবারে নতুন শিশুর আগমন হবে। ভূমিষ্ট হবার আগে পর্যন্ত আমরা জানি না যে শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে। কিন্তু শিশুটি ছেলে হলে এক ধরনের পরিবেশ আচরণ পাচ্ছে। আর শিশুটি মেয়ে হলে আর এক ধরনের পরিবেশ আচার-আচরণ নিয়ম-কানুন পাচ্ছে।

বংশরক্ষাকারী বা সম্পদ মনে করে বা ভবিষ্যতের কর্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হলে যা যা করা প্রয়োজন, ছেলের ক্ষেত্রে জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই তা আমরা শুরু করছি। অন্য দিকে বোঝা মনে করে ভবিষ্যতের গৃহিণী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, মেয়ের ক্ষেত্রে তা আমরা শুরু করছি জন্মের পর থেকেই। জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই আমরা ছেলে ও মেয়ে শিশুটির মধ্যে পার্থক্য করে ফেলছি। আর এ কাজটি শুরু করছি আমরা বাবা মা এবং পরিবারের সদস্যরাই। কেননা দুটি শিশুর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দু ধরনের। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা অর্জন করছি আমাদের পূর্ব প্রজন্মের কাছ থেকে, পাড়া প্রতিবেশি তথা সমাজের কাছ থেকে।

কাজেই আমরা আগের অধিবেশনে যে দেখেছি নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য ও তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছ জন্মের পর থেকেই। এর জন্য দায়ী আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয় দলের উপস্থাপন : খেলনা বিতরণ

এবার দ্বিতীয় দলকে তাদের অভিনয়ের জন্য আহ্বান জানান তাদের অভিনয় শেষে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করুন।

অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, এ দলের অভিনয় থেকে আমরা কি দেখতে পেলাম? অংশগ্রহণকারীদের বলার সুযোগ দিন। সম্ভব হলে উত্তরসমূহ পয়েন্ট আকারে বোর্ডে লিখুন যে আমরা দেখলাম–

ছেলের খেলনা	*মেয়ের খেলনা*
ফুটবল, পিস্তল, ব্যাট, গাড়ি	পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল

আলোচনা করুন যে, আমরা ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি যে ছেলেকে এক ধরনের খেলনা এবং মেয়েকে অন্য ধরনের খেলনা দেওয়া হয়, যা আমরা অভিনয় থেকে দেখলাম। এটাই আমাদের বাস্তবতা, এটাই প্রচলিত রীতি, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক ঘটনাই বিরাট ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে শিশুর মনের ওপর, তার বেড়ে উঠার উপর।

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ

জিজ্ঞাসা করুন, ছেলেরা এই খেলনা দিয়ে কোথায় খেলে? ঘরে না ঘরের বাইরে? উত্তর আসবে ঘরের বাইরে।

বোর্ডে লেখা মেয়েদের খেলনাগুলোকে নির্দেশ করে বলুন, এই খেলনাগুলো দিয়ে মেয়েরা কোথায় খেলে? ঘরে না ঘরের বাইরে? উত্তর আসবে ঘরের মধ্যে।

এর ফলে আস্তে আস্তে ছেলেটির গণ্ডি প্রসারিত হতে থাকে বাইরের জগতের দিকে। অন্য দিকে মেয়েটা ঘরে বসে পুতুল, হাঁড়িপাতিল খেলে অর্থাৎ তার গণ্ডি হয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে সীমিত। বাইরে খেলতে যাবার কারণে প্রতিনিয়ত ছেলেটির নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ঘটে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার সাহস ও শক্তি সে অর্জন করে। এ ছাড়াও ছেলেটিকে এই খেলাগুলো খেলতে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়, শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয়। এর ফলে তার শারীরিক বিকাশ সুগঠিত হয়। অর্থাৎ সে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে ওঠে। আর মেয়েটিকে ঘরে বসে পুতুল, হাঁড়িপাতিল খেলতে তেমন শক্তির প্রয়োজন হয় না; তার ঘরের বাইরের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ঘটে না। এভাবে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে খেলাধুলা করার কারণে শুধু তার শারীরিক বিকাশই বাধাগ্রস্ত হয় না বরং মানসিক দিক থেকেও সে দুর্বলচিত্তের অধিকারী হতে শুরু করে। এসব কারণে মেয়েটির প্রতিরোধ ক্ষমতাও ছেলেটির মতো করে গড়ে উঠে না।

সারসংক্ষেপ করুন যে, এই অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে দেখলাম যে আমরা পরিবারের সদস্যরাই নিজেদের অজান্তেই সামান্য খেলনার মাধ্যমে দুটি শিশুর বিকাশের মধ্যে বিশাল ব্যবধান তৈরি করে দেই। তার কারণ জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই ছেলে ও মেয়ে শিশুর প্রতি পরিবারের সদস্যরা যে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তারই প্রতিফলন ঘটে শৈশবকালে তাদের প্রতি পরিবারের সদস্যদের আচরণে। তাই ছেলে শিশুকে সম্পদ মনে করার কারণে তাকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য তার হাতে দেওয়া হয় ব্যাট, বল, পিস্তল। আর মেয়ে শিশুকে বোঝা মনে করার কারণে তাকে ভবিষ্যতের গৃহিণী হিসেবে গড়ে তুলতে তাকে দেওয়া হয় পুতুল, হাঁড়িপাতিল ইত্যাদি।

তৃতীয় দলের উপস্থাপন : কাজে সহযোগিতা

এর পর তৃতীয় দলকে অভিনয়ের জন্য আহ্বান করুন। অভিনয় শেষে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান, এ দলের অভিনয় থেকে আমরা কি দেখতে পেলাম?

অংশগ্রহণকারীদের উত্তরসমূহ বোর্ডে লিখুন

ছেলের কাজ	*মেয়ের কাজ*
বাজারে বা দোকানে পাঠানো	ঘর ঝাড় দেওয়া
মাঠে গরু বাঁধতে পাঠানো	থালা বাসন মাজা
মাঠে বাবার জন্য খাবার নিয়ে যাওয়া	রান্নার কাজে মাকে সহযোগিতা করা

অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান, এর ফলে কি হচ্ছে? এরপর আলোচনা করুন, অভিনয়ে যা দেখলাম এটাই আমাদের জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। অথচ এই স্বাভাবিক ঘটনার মধ্য দিয়েই অস্বাভাবিক একটা কাজ আমরা করে

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ

ফেলছি। তাহল কাজগুলো ভাগ করে ফেলছি। অর্থাৎ ছেলের কাজ এবং মেয়ের কাজ এভাবে আলাদা আলাদা করে নির্ধারণ করে দিচ্ছি। আমরা পরিবারের সদস্যরাই ছোট বেলা থেকেই শিখিয়ে দেই যে তুমি ছেলে তাই তুমি বাইরের কাজ করবে, আর তুমি মেয়ে কাজেই তুমি ঘরের কাজ করবে। ছোটবেলার এই শেখা এবং চর্চা ছেলে ও মেয়েটির মনের মধ্যে গেঁথে যায়, এভাবেই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, এটাই তার বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায়। যুগ যুগ ধরে এভাবেই চলে আসছে।

প্রশ্ন করুন, কেন ছেলেটিকে দিয়ে বাইরের ও মেয়েটিকে ঘরের কাজ করানো হচ্ছে? দু-একজনের উত্তর শুনুন।

এবার ব্যাখ্যা করুন যে, যেহেতু ছেলেটিকে ভবিষ্যতের আয় উপার্জনকারী হিসেবে ভাবা হয়, তাই তাকে উপার্জনকারীর ভূমিকা পালনের সহায়ক কাজই করানো হয়, যাতে সে পরবর্তীতে যথাযথভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে। আর মেয়েটিকে যেহেতু ভবিষ্যতের একজন গৃহিণী ভাবা হয়, সেহেতু তাকে দিয়ে একজন আদর্শ গৃহিণীর ভূমিকা পালনের সহায়ক কাজই করানো হয়, যাতে সে পরবর্তীতে যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

চতুর্থ দলের উপস্থাপন: বিয়ের ক্ষেত্রে পরিবারের সিদ্ধান্ত

এর পর চতুর্থ দলকে অভিনয়ের জন্য আহ্বান জানান। অভিনয় শেষে তাদেরকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করুন। অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান যে, এ দলের অভিনয়ে আমরা কি দেখতে পেলাম? তাদের বলা উত্তরসমূহ বোর্ডে লিখুন।

এই বয়সে ছেলেটাকে	*এই বয়সে মেয়েটাকে*
আরো লেখাপড়ার করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে	বিয়ে দেওয়া হচ্ছে

একই বয়সে ছেলেটাকে যে লেখাপড়ার করার সুযোগ ও মেয়েটাকে বাল্যবিবাহ দেওয়া হচ্ছে , তার কারণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান।

দু-এক জনের উত্তর শুনুন এবং পরে আলোচনা করুন–

আমরা এই অভিনয়ে দেখলাম কম বয়সে মেয়েটার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার কারণ হিসাবে আপনারা বললেন, মেয়েটাকে বোঝা মনে করার কারণে বাবা-মা মনে করেন যে মেয়ে বিয়ে দেওয়া মানে ঝামেলা মুক্ত হওয়া। বিয়ের বয়স বেড়ে গেলে বেশি যৌতুক দিতে হবে, ভালো ছেলে পাওয়া যাবে না। এ ছাড়াও ঘরে মেয়ে থাকা মানে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। এসব নানাবিধ কারণে মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া হয়।

এর ফলে কি হয়? এর ফলে সকল ক্ষেত্রে মেয়েটির সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ের পরই তাকে নতুন এক সংসারে যেতে হয়। সেখানে স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, সন্তানসহ অনেক দায়-দায়িত্ব তার উপর এসে পড়ে। ফলে তার বিকাশের সকল সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হয়।অথচ ছেলেটির সুযোগের দ্বার খোলা থাকছে। এ ব্যবস্থা আমরা পরিবারের সদস্যরাই করে থাকি। আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সন্তানের মঙ্গল চিন্তা করেই আমরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। এর ফলে মেয়েটির সমস্ত সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে, তার জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে স্বামী-সন্তান আর সংসারের মধ্যে। অপর দিকে ছেলেটি তার সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে স্থান করে নেয় বাইরের জগতে। জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা অর্জনের সকল ক্ষেত্রে ছেলেটি মেয়েটির তুলনায় অনেক এগিয়ে যাবার সুযোগ পায়।

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
	পঞ্চম দলের উপস্থাপন : পরিবারে মতামত, পছন্দ, সিদ্ধান্ত এর পর পঞ্চম দলের অভিনয় শেষে তাদেরকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান যে, এ দলের অভিনয় থেকে আমরা কি দেখতে পেলাম? উত্তর আসতে পারে যে, সংসারের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ কার ভূমিকা কেমন, তা দেখলাম। উত্তরসমূহের উপর ভিত্তি করে আলোচনা করুন, আমরা দেখলাম একটি সংসারের পরিণত বয়সের নারী পুরুষকে এবং ছোট বেলা থেকে ছেলে ও মেয়েকে আমরা যেভাবে বড় করে তুলেছি এখানে তারই প্রতিফলন দেখলাম। জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই আমরা ছেলে শিশুকে সাদরে গ্রহণ করি এবং তাকে সম্পদ মনে করি। তাকে দেখতে চাই ভবিষ্যতে পরিবারের কর্তা হিসেবে। ফলে ভবিষ্যতে পরিবারের কর্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যা যা করা প্রয়োজন শিশুকাল থেকেই আমরা তা করি। অপর দিকে কন্যা শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই আমরা তাকে অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা মনে করি এবং তাকে দেখতে চাই ভবিষ্যতের গৃহিণী হিসেবে। গৃহিণী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তার সব কিছুই আমরা করি জন্মের পর থেকেই। ফলে দুজনের বিকাশ সমভাবে হয় না। অভিজ্ঞতা অর্জনের যে সুযোগ ছেলেটি পায় তা থেকে মেয়েটি ক্রমাগত বঞ্চিত হতে থাকে। ফলে কোন কিছু সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও সে অপরিপক্ব থাকে যায়। ফলে সংসার জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকাই প্রাধান্য পায়। কেননা পরিবার ও সমাজ তাকে সে ভূমিকায়ই দেখতে চায় বলেই ছোটবেলা থেকেই তাকে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ছেলেটি হয়ে ওঠে আত্মনির্ভরশীল ক্ষমতাবান, অভিজ্ঞ। অন্যদিকে মেয়েটি হয়ে ওঠে ক্ষমতাহীন, পরনির্ভরশীল, অনভিজ্ঞ ও দুর্বল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ থাকে পুরুষের হাতে এবং নারীর জন্য বরাদ্দ থাকে অধিকারহীনতা ও অধস্তনতা। ঠিক একইভাবে একই প্রক্রিয়াতে বড় হয়ে এই ছেলে ও মেয়ে তাদের সন্তানকে গড়ে তোলে। এভাবেই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আমাদের বেড়ে ওঠার এটা একটা প্রক্রিয়া, যাকে সামাজিকিকরণ প্রক্রিয়া বলে। এই প্রক্রিয়ার কিছু অলিখিত নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, ভাবাদর্শ আছে– যা নারীর জন্য এক রকম আবার পুরুষের জন্য অন্য রকম। সমাজের এই নিয়মনীতি মেনে চলার এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুধু পরিবার থেকেই শুরু হয় না, এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম। এই প্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই যেহেতু সমাজ নারীকে অধস্তন, ক্ষমতহীন অবস্থায় ও পুরুষকে ক্ষমতাবান হিসেবে দেখতে চায়, তাই সমাজে নারীরা বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। সম্পদের উপর পুরুষের একচেটিয়া অধিকার, নিয়ন্ত্রণও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষর ভূমিকার প্রাধান্যই বেশি দেখা যায়। এখন সময় এসেছে বিবেচনা করার যে, এই প্রক্রিয়া সঠিক কিনা এবং হাজার বছরের এই প্রক্রিয়া আমরা চালু রাখতে চাই নাকি এর পরিবর্তন প্রয়োজন? সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন ।	

ভূমিকাভিনয় (রোল প্লে)-এর বিষয়বস্তু

নবজাত শিশু

প্রতিটি নবদম্পতিরই আকাঙ্ক্ষা থাকে একটি ফুটফুটে শিশুর। এই শিশুর কপালে পরম আদরে চুম্বন এঁকে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা শুধু দম্পতিরই নয়, পরিবারের অন্য সদস্যদেরও। একদিন শেষ হয় অপেক্ষার পালা। জন্ম হয় একটি শিশুর।

- শিশুটি যদি মেয়ে হয় তাহলে পরিবারের সদস্যদের প্রতিক্রিয়া কি হয়?
- শিশুটি যদি ছেলে হয় তাহলে পরিবারের সদস্যদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়?

(রোল-প্লের সময় প্রয়োজনে অন্য দল থেকে সদস্য নেওয়া যেতে পারে)

শৈশব (১-৫ বছর)

এই সময় শিশু হাঁটতে শেখে, কথা বলতে শেখে, একটু একটু করে চিনে নিতে থাকে আশেপাশের সাবইকে এবং সব কিছুকে। এই সময় থেকেই শুরু হয়ে যায় শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন প্রক্রিয়া। প্রতিনিয়তই সে পরিচিত হয় নতুনের সাথে। শিশুকে নিয়ে পুরো পরিবারকেই বেশ হিমশিম খেতে হয় এই সময়। তাকে সমলানোর জন্য তার সামনে হাজির করা হয় নতুন নতুন খেলনা।

- শিশুটি যদি ছেলে হয় তার জন্য সাধারণত কোন ধরনের খেলনা দেওয়া হয়?
- শিশুটি যদি মেয়ে হয় তাকে সাধারণত কোন ধরনের খেলনা দেওয়া হয়?

শৈশব (৬-১১ বছর)

এই বয়সটাতে লেখাপড়া এবং খেলাধুলার পাশাপাশি শিশু পারিবারিক কিছু কিছু কাজ এবং দায়িত্বও পালন করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো হয় বাবা-মাকে সহযোগিতামূলক।

- মেয়েশিশু কোন ধরনের কাজ এবং দায়িত্ব পালন করে থাকে?
- ছেলেশিশু কোন ধরনের কাজ এবং দায়িত্ব পালন করে থাকে?

কৈশোর (১২-১৮ বছর)

এই সময় ছেলেমেয়েদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য অভিভাবকরা চিন্তিত থাকেন এবং অনেক সিদ্ধান্তও দিয়ে থাকেন, যা ছেলেমেয়েদের পরবর্তীতে জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি হল বিবাহ।

- এ নিয়ে পরিবার থেকে ছেলের ক্ষেত্রে কি ধরনের চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন?
- মেয়ের ক্ষেত্রে কি ধরনের চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত দেন?

যৌবন (১৯-৩৫ বছর)

এই সময় ছেলেমেয়ে সাধারণত সংসার জীবন যাপন করে। পরিবারের জন্য নারী এবং পুরুষ উভয়ই অবদান রাখে।

- পরিবারের কোনো ব্যাপারে মতামত, পছন্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের ভূমিকা কার কেমন থাকে?

অধিবেশন-৭

বিষয় : **জেন্ডার ধারণা**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- জেন্ডার কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জেন্ডার এবং সেক্স-এর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন;
- জেন্ডার সম্পর্ক কি তা বলতে পারবেন;
- জেন্ডার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসমতাগুলো কোথায় তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, কার্ড-লিখন ও উপস্থাপন

সহায়ক উপকরণ : বোর্ড মার্কার, পিন, ভিপকার্ড, সাইন পেন, ট্রান্সপারেন্সি

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, কার্ড-লিখন এবং উপস্থাপন ৩০ মিনিট	**ধাপ-১** • প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জেন্ডার সম্পর্কে তাদের ধারণা জানতে চান। এর পর অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে একটি করে ভিপকার্ড দিয়ে ‘পুরুষ’ শব্দটি শোনার সাথে সাথে তাদের মনে যে চিত্রটি ভেসে ওঠে বা ‘পুরুষ’ শব্দটি শুনলে তাদের যা মনে হয় তা কার্ডে লিখতে বলুন। লেখা শেষ হলে কার্ডগুলো সংগ্রহ করে বোর্ডের একপাশে লাগিয়ে রাখুন। (কার্ডে লেখা আসবে ক্ষমতাবান, বাবা, ভাই, শাসক, এবং স্বাধীন ইত্যাদি)। • এবার ভিন্ন রংয়ের আর একটি করে কার্ড অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করে ‘নারী’ শব্দটি শুনলে তাদের যা মনে হয় তা কার্ডে লিখতে বলুন। • লেখা হলে কার্ডগুলো সংগ্রহ করে বোর্ডের অপর পাশে লাগিয়ে রাখুন (কার্ডে লেখা আসবে, বোন, মা, অসহায়, মমতাময়ী, শাসনাধীন, দুর্বল এবং পরাধীন ইত্যাদি)। • এবার অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে (সম্ভব হলে একজন নারী এবং একজন পুরুষ) দুজনকে কার্ডের লেখাগুলো পড়ার জন্য আহ্বান জানান। নারী অংশগ্রহণকারীকে পুরুষ সম্পর্কিত লেখা কার্ডগুলো পড়তে বলুন এবং পুরুষ অংশগ্রহণকারীকে নারী সম্পর্কিত লেখা কার্ডগুলো পড়তে বলুন। পড়া শেষ হলে দুজনকে হাততালি দিয়ে অভিন্দন জানান।	ভিপকার্ড, সাইন পেন এবং ট্রান্সপারেন্সি
আলোচনা ৩০ মিনিট	**ধাপ-২** • অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, দু ধরনের কার্ডে লেখার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা? কার্ডগুলোর মধ্য থেকে বাবা, ভাই, মা, বোন অথবা শারীরিক পার্থক্য নির্দেশ করে এমন কার্ডকে উল্লেখ করে বলুন- • এই কার্ডে যা লেখা রয়েছে তা আমরা কি দেখে বুঝি? • উত্তর আসবে শারীরিক পার্থক্য দেখে। আলোচনা করুন, এই শারীরিক পার্থক্য আমরা জন্মগতভাবে পাই এবং এই বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য পরিবর্তন করা যায় না।	

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
	• সারসংক্ষেপ করুন, আমরা দেখছি যে, নারী এবং পুরুষের মধ্যে শারীরিক বা জৈবিক বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে যা আমরা জন্মগতভাবে পাই এবং যা পরিবর্তন করা যায় না। এটাকে বলে **সেক্স**। • কার্ডের দিকে নির্দেশ করে আলোচনা করুন, দেখা যাচ্ছে, পুরুষ শক্তিশালী এবং নারী দুর্বল; একজন ক্ষমতাবান এবং একজন ক্ষমতাহীন, একজন স্বনির্ভর এবং একজন নির্ভরশীল। এগুলো আমরা কিভাবে বুঝি? এগুলো বোঝা যায় মানুষের আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম, চলাফেরা এবং কথা বলার ধরন এসব দিয়ে। • এই আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি আমরা পাই পরিবার ও সমাজ থেকে। এগুলো এক এক সমাজে এক এক রকম এবং অবশ্যই পরিবর্তনশীল। • সারসংক্ষেপ করুন, আমরা নারী-পুরুষের মধ্যে আর এক ধরনের পার্থক্য দেখতে পেলাম যা আচার-আচরণগত এবং যা আমরা পরিবার সমাজ থেকে পেয়ে থাকি বা শিখি। এ পার্থক্য এক এক সমাজে এক এক রকম এবং তা পরিবর্তন করা যায়। একে **জেন্ডার** শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।	
আলোচনা ও ৩০ মিনিট	**ধাপ-৩** • এবার নারী এবং পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করুন। কার্ডগুলো নির্দেশ করে বলুন, আমাদের সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী এই হচ্ছে একজন পুরুষের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সামাজিকভাবেই আমরা প্রত্যাশা করি পুরুষ হবে শক্তিশালী, ক্ষমতাবান, কর্তা, আয়ের উৎস, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী, নেতা ইত্যাদি। অপর দিকে সামাজিকভাবে আমরা নারীর বৈশিষ্ট্য হিসাবে আশা করি সে হবে কোমল, অবলা, অসহায়, সিদ্ধান্ত পালনকারী এবং নির্ভরশীল ইত্যাদি। • কাজেই এই নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে দু জনের বৈশিষ্ট্যের কারণেই তা অসম সম্পর্কের জন্ম দিচ্ছে। এটা সব ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলছে। দু জনের আচরণ ভিন্ন হচ্ছে; দৃষ্টিভঙ্গি, মবিলিটি, কাজের ক্ষেত্র সব কিছুই ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে । ফলস্বরূপ পরিবারের উন্নয়ন, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি এর সুফল ভোগের ক্ষেত্রেও তারতম্য হচ্ছে । • এই অসম সম্পর্ক মূলত যে পাঁচটি প্রেক্ষাপটে যেমন- অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনগত তা আলোচনা করুন। • অধিবেশনটির সারসংক্ষেপ করুন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করুন।	

হ্যান্ডআউট - ৭/১

জেন্ডার বলতে কি বোঝায়

অভিধানে জেন্ডার শব্দটি কোন বিশেষ্য বা বিষেশ্য বাচক শব্দের লিঙ্গ বা লিঙ্গহীনতা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ব্যাকরণেও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ চিহ্নিত করার জন্য। যেমন- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লিব লিঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে জেন্ডার শব্দের ভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্য চিহ্নিত করতে সমাজবিজ্ঞানীরা জেন্ডার শব্দটিকে ব্যবহার করেন। আর তাই জেন্ডার এবং লিঙ্গকে আপাতদৃষ্টিতে সমার্থক মনে হলেও এর ব্যবহারিক পার্থক্য অনেক। সে কারণে জেন্ডার এবং লিঙ্গ এই প্রত্যয় দুটির ব্যাখ্যা পরিষ্কারভাবে জানা দরকার।

লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র; কিংবা শারীরবৃত্তীয় নির্ধারিত নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য যা জন্মগত এবং অপরিবর্তনীয়। আর জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন / বিভিন্ন হয়ে থাকে।

জেন্ডার তাই সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের পরিচয় বা কার্য নির্ধারণ করে। সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা, কর্ম দায়িত্ব, আচরণিক শুদ্ধতা, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রচলিত জেন্ডার সম্পর্কের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সমাজে প্রচলিত জেন্ডার ধারণায় নারীরা হল কোমল হৃদয়, আবেগপ্রবণ, শান্ত, নম্র; আর পুরুষরা হবে কঠোর, যুক্তিবাদী ইত্যাদি। এ ছাড়াও সমাজে নারী বা পুরুষের কাজ-কর্ম নির্ধারণ করে জেন্ডার। যেমন: রান্না-বান্না, সন্তান লালনপালনসহ ঘরের কাজ হল নারীর কাজ; আর আয়-উপার্জন, বিচার-সালিস, রাজনীতি ইত্যাদি বাইরের কাজ হল পুরুষের। কিন্তু এ বিষয়গুলো স্থান, কাল, সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এর উদাহরণ ইউরোপীয় যে কোন দেশের নারী ও পুরুষ এবং বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে তুলনা করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ইউরোপের একজন নারী এবং বাংলাদেশের একজন নারী উভয়েই একই লিঙ্গ অর্থাৎ তারা উভয়েই নারী কিন্তু তাদের কাজ, ভূমিকা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি অনেকাংশেই ভিন্ন। আর এ বিষয়গুলো নির্ধারণ করেছে সমাজ। তাই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত, অর্পিত নারী-পুরুষের কর্ম দায়িত্ব, প্রত্যাশিত আচরণ, ভূমিকা ইত্যাদিতে পরিবর্তন ঘটে।

‘মেয়ে’ বা ‘নারী’ এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গকে বোঝা যায়। কিন্তু যখন ‘মেয়েলি’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় বা বলা হয় তখন তা জেন্ডারকে নির্দেশ করে যা একজন নারীর লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে আরো অনেক কিছুই প্রকাশ করে, যা কি-না সামাজিকভাবে সৃষ্ট। কিন্তু জেন্ডার সেক্স/লিঙ্গের পরিণতি নয়। কেননা নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য কখনও তার সারা জীবন গৃহকর্মে আবদ্ধ থাকার কারণ হতে পারে না, কিংবা তা তার বাইরের কাজে অংশগ্রহণের জন্য কোন বাধাও নয়। একইভাবে পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যও তার গৃহকর্ম সম্পাদনে কোন বাধা নয়। এই বাধা বা বিধির সৃষ্টি সমাজে যা কিনা নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র, বিচরণ ক্ষেত্র, আচরণ, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদিকে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে রেখেছে। আর এটাই হচ্ছে জেন্ডার। জেন্ডার তাই নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য, ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র, যা সমাজ সৃষ্ট। এককথায় জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যকার সমাজ সৃষ্ট সম্পর্ক এবং লিঙ্গ হচ্ছে নারী ও পুরুষের জন্মগত বা জৈবিক বৈশিষ্ট্য।

জেন্ডার হল সমাজ সৃষ্ট, আরোপিত, সমাজ-সংস্কৃতিভিত্তিক, আচার-আচরণগত এবং স্থান-কাল-ভেদে বিভিন্ন ও সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তনীয়। আর সেক্স/লিঙ্গ হল প্রাকৃতিক-শারীরিক/বৈশিষ্ট্য, পূর্ব-নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়।

উৎস : জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট

অধিবেশন-৮

বিষয় : **সমাজে নারী এবং পুরুষের ভূমিকা**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- সমাজে নারী ও পুরুষের শ্রম বিভাজন সম্পর্কে বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কেন জেন্ডার ভূমিকার পরিবর্তন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জেন্ডার ভূমিকায় সমতা আনয়নের কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, অনুশীলন ও প্রদর্শন

উপকরণ : বিভিন্ন কাজের নাম লেখা স্টিকার, ছবির সেট ও হ্যান্ডআউট।

সহায়ক উপকরণ : ভিপ বোর্ড, বোর্ড পিন, মাসকিন টেপ, চার্ট পেপার, বোর্ড মার্কার ।

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রভাষণ, আলোচনা, অনুশীলন ২০ মিনিট	**ধাপ-১** • বোর্ডে নারীর কাজ, পুরুষের কাজ ও সামাজিক কাজ লেখা তিনটি ভিপ কার্ড লাগান। প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দুটি করে কাজের নাম লেখা স্টিকার বিতরণ করুন। আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতি বা বাস্তবতা অনুযায়ী যে স্টিকারটি যে ভিপ কার্ডের নিচে লাগানো যায় অংশগ্রহণকারীদের সেখানে স্থাপন করতে অনুরোধ করুন। • সবার স্টিকার লাগানো হলে এলোমেলো আর কোন স্টিকার থাকলে সবার মতামত সাপেক্ষে সেগুলোকে সঠিক জায়গায় লাগান। • এর পর বোর্ডে লাগানো তিন ধরনের কাজকে নির্দেশ করে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করতে হবে, নারীর কাজের মধ্যে এমন কোন কাজ আছে কিনা যা চেষ্টা এবং চর্চা করলে পুরুষ পারবে না? • এবার নারীর কাজের ভিতর থেকে সন্তান ধারণ করা ও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো এ দুটি স্টিকার আলাদা করে রাখুন, যেগুলো প্রকৃতি প্রদত্ত কাজ যা পুরুষের পক্ষে চর্চা বা চেষ্টা করা সম্ভব নয়। • এবার একইভাবে জেনে নিন পুরুষের কাজের মধ্যেও এমন কোন কাজ আছে কিনা যা চেষ্টা ও চর্চা করলে নারী পারবে না। • এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করুন যে যদি নারীর এই দুটি কাজ বাদ দিয়ে সব কাজ নারী ও পুরুষ একত্রে করতে পারে তাহলে কাজগুলোকে নারীর বা পুরুষের হিসাবে রাখা যুক্তিসঙ্গত কিনা। এরপর বোর্ডে লাগানো নারীর কাজ ও পুরুষের কাজ লেখা ভিপ কার্ডগুলো উল্টে দিন। উল্টো দিকে পূর্ব থেকেই কার্ড দুটিতে 'কাজ' লেখা আছে। • সারসংক্ষেপ করুন, নারী-পুরুষের এই কাজের বিভাজন সমাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছোটবেলা থেকেই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বড় হয়। যেখানে এক একটি সমাজে এক এক ধরনের বা একই ধরনের ভূমিকা নারী ও পুরুষ পালন করে।	স্টিকার

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রভাষণ ২০ মিনিট	**ধাপ-২** • এবার উপরের কার্ডের উপর ভিত্তি করে জেন্ডার ভূমিকার সংজ্ঞা দিন। উৎপাদনমূলক, পুনরুৎপাদনমূলক ও সামাজিক ভূমিকা সংজ্ঞা আকারে বর্ণনা করুন।	
আলোচনা ২০ মিনিট	**ধাপ-৩** • উৎপাদনমূলক ভূমিকা, পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনামূলক ও সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা লেখা ভিপ কার্ডগুলো বোর্ডে লাগান। এরপর অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, কাজের নাম লেখা স্টিকারগুলোর মধ্যে কোনটির স্থান পরিবর্তন প্রয়োজন রয়েছে কি না। • কোন স্টিকারের স্থান পরিবর্তন করতে হলে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে তা করুন। • আলোচনা করুন, উৎপাদনমূলক ও সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা ও পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা কারা পালন করে থাকে। এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছান। • এর পর আলোচনা করুন, উৎপাদনমূলক ভূমিকা থেকে সরাসরি আয় হয় আর সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকার সাথে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত দেওয়ার বিষয় থাকে। এই কাজগুলো বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে এবং মর্যাদার কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আর এই কাজের সাথে যেহেতু মূলত পুরুষেরা জড়িত সেহেতু তাদের মর্যাদাও বেশি। • অপর দিকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও এসবে তেমন কোন মর্যাদা নেই। কারণ এগুলো থেকে সরাসরি কোন আয় হয় না। যেহেতু এই কাজের সাথে মূলত নারী জড়িত থাকে, কাজেই নারীর মর্যাদাও কম। নারীকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাকে অবশ্যই উৎপাদনমূলক ও সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকায় আসতে হবে। পাশাপাশি পুরুষকেও পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে হবে। • নারী-পুরুষ উভয়েরই উৎপাদনমূলক, পুনরুৎপাদনমূলক ও সামাজিক ভূমিকা পালন করতে গেলে সময়, শ্রম ও প্রযুক্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু নারী যেহেতু পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা পালন করে থাকে যার সাথে সরাসরি আয় যুক্ত নয় বলে তার মর্যাদা কম, সেহেতু নারীর ভূমিকার কোন স্বীকৃতি না থাকার কারণে তার ব্যবহৃত প্রযুক্তিও স্বীকৃতি পায় না। ফলে নারী ক্রমশ প্রযুক্তির ক্ষেত্রের বাইরে চলে যাচ্ছে। • আবার দেখা যায়, বস্তবতার কারণে এবং জীবনের প্রয়োজনে নারীকে আয়ের কাজের সাথে যুক্ত হতে হচ্ছে। কেননা একজনের আয়ে এখন সংসারের ব্যয় মেটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু কোন নারী যখন আয়ের কাজে যুক্ত হচ্ছে তখন একই সাথে তাকে ঘর-গৃহস্থালির কাজও সামলাতে হচ্ছে। ফলে তার কাজ এবং দায়-দায়িত্বের বোঝা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। কারণ সমাজে প্রচলিত জেন্ডার শ্রম বিভাজনের কারণে পরিবারের অন্য সদস্যরা বিশেষত পুরুষ সদস্যরা বিষয়টাকে উপলব্ধিতে আনতে পারছে না।	

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
	• এর থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সমাজে প্রচলিত জেন্ডার শ্রম বিভাজনের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে সকল কাজ এবং দায়-দায়িত্ব নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে বন্টন করে নেয়া। নারীকে শুধু প্রচলিত পেশায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না বরং সুযোগ ও যোগ্যতানুসারে অপ্রচলিত পেশার সাথে যুক্ত করতে হবে।	বিভিন্ন ধরনের কাজের ছবি
দলীয় অনুশীলন ও উপস্থাপন ২০ মিনিট	**ধাপ-৪** • অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করুন। এর পর প্রতিটি দলকে পুনরুৎপাদনমূলক ও উৎপাদনমূলক ভূমিকার দুটি করে ছবি দিয়ে ঐ কাজগুলো করতে গেলে কি কি থাকা (দক্ষতা, জ্ঞান ইত্যাদি) প্রয়োজন তা দুটি চার্ট পেপারে চিহ্নিত করতে বলুন। ১৫ মিনিট সময় দিন। এবার প্রতিটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন।	
সারসংক্ষেপ ১০ মিনিট	• সব দলের উপস্থাপন শেষে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত টানুন। যেহেতু উৎপাদনমূলক ও পুনরুৎপাদনমূলক দুই ধরনের ভূমিকাতেই প্রযুক্তি জড়িত, তাই কোনটাই কম মর্যাদাযুক্ত নয়। • অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিয়ে, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।	

বিশেষ নোট

- *জেন্ডার শ্রম বিভাজন নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যমূলক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে।*
- *এই জেন্ডার শ্রম বিভাজন না ভেঙে নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।*
- *উৎপাদনমূলক ও পুনরুৎপাদনমূলক উভয় ভূমিকাতেই প্রযুক্তির সংজ্ঞানুসারে কোন না কোন ধরনের প্রযুক্তি সম্পৃক্ত।*
- *শ্রম বিভাজনের কারণে নারীর ব্যবহৃত প্রযুক্তি স্বীকৃতি পাচ্ছে না।*

হ্যান্ডআউট ৮/১

জেন্ডার ভূমিকা

যে কান সমাজকে এগিয়ে নিতে সমাজের সকল সদস্যের (নারী ও পুরুষ) কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করতে ও অবদান রাখতে হয়। এই দায়িত্ব-কর্তব্য সাধারণত সমাজসৃষ্ট নিয়ম-নীতির মাধ্যমে একেক জনের উপর অর্পণ করা হয়। দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্য কিছু ভূমিকা পালন ও কাজ করে থাকে যা সামাজিকভাবে নির্ধারিত। সমাজের ধরন ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে কাজ ও শ্রম বিভাজিত হয়ে থাকে, যাকে জেন্ডার শ্রম বিভাজন বলা হয়। বর্তমানে প্রচলিত জেন্ডার শ্রম বিভাজনের ফলে প্রত্যেক সমাজে নারী ও পুরুষ তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে সকল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, কর্ম-সম্পাদন করে তাকে এক কথায় জেন্ডার ভূমিকা বলা হয়।

সমাজ সৃষ্ট জেন্ডার শ্রম বিভাজনের উপর ভিত্তি করে নারী পুরুষের জন্য এই ভূমিকা নির্ধারণ করা হয় বলে একে জেন্ডার ভূমিকা বলা হয়। জেন্ডার ভূমিকা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন, অনেক সমাজে নারীরাই মূলত কৃষিকাজ করে, নিজেরাই গরু-ছাগলের মালিক, তারাই তাদের জমি চাষ করে। আবার অনেক সমাজে নারীর এ ধরনের ভূমিকা পালন করাকে 'সৃষ্টিকর্তা ও প্রকৃতি' বিরুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তনশীল। জেন্ডার ভূমিকা তিন ধরনের: **১। পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা, ২। উৎপাদনমূলক ভূমিকা ও ৩। সামাজিক ভূমিকা**

পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা

সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন, রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছা, মাজা-ঘষা, ঘর-দোর পরিষ্কার করা, পানি ও খড়ি সংগ্রহ, বয়স্কদের সেবা যত্ন করা সহ যাবতীয় গৃহস্থালি কাজ কর্মের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করা হয় তাকেই বলে পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা। অর্থাৎ **অতীত** (দাদা-দাদী, নানা-নানী, বাবা-মা, শ্বশুড়-শাশুড়ি প্রমূখ), **বর্তমান** (স্বামী-স্ত্রী, দেবর-ননদ, ভাই-বোন ইত্যাদি) এবং **ভবিষ্যৎ** (পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি) প্রজন্মের শ্রমশক্তির লালন-পালন বা বাঁচিয়ে রাখার জন্য যাবতীয় কাজ পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। সারা বিশ্বে সাধারণত এই ভূমিকা নারীরাই পালন করে থাকে। সাধারণত এই ভূমিকার সঙ্গে কোন পারিশ্রমিক বা বিনিময় মূল্য নেই, তাই এ ভূমিকা এখানো সামাজিক স্বীকৃতি পায় নি।

উৎপাদনমূলক ভূমিকা

অর্থ-উপার্জনকারী কাজ বা যে সকল কাজের সম্ভাব্য বিনিময় মূল্য রয়েছে তা উৎপাদনমূলক ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। উৎপাদনমূলক ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত সকল কাজের মাধ্যমে সরাসরি নগদ অর্থ উপার্জন কিংবা এর বিনিময়ে অন্য কোন দ্রব্য বা সেবা পাওয়া সম্ভব যেমন চাকরি, দিনমজুরি, কৃষিকাজ। অধিকাংশ সমাজে বেশিরভাগ সময়েই সাধারণত পুরুষরাই এই ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু নারীর অনেক কাজই যা সরাসরি অর্থ-উপার্জনের সাথে যুক্ত কিংবা অর্থ-উপার্জনের সহায়ক হলেও কেবল নারী করছে বলেই তা পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকার অন্তরালে লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন- গ্রামীণ নারীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ করে থাকেন বলে তা উৎপাদনমূলক কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না। যেহেতু এসব কাজের কোন সুনির্দিষ্ট বিনিময় মূল্য নির্ধারিত নেই কিংবা একে আলাদাভাবে কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না, তাই তা উপেক্ষিত, স্বীকৃতিহীন।

উৎপাদনমূলক ভূমিকার ব্যখ্যা দিতে গিয়ে একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন যে, পরিস্থিতি এবং উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে একই কাজ কখনও উৎপাদনমূলক ভূমিকা আবার কখনও পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেননা পুনরুৎপাদনমূলক এবং উৎপাদনমূলক ভূমিকার মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই। যেমন: পরিবারে অসুস্থের সেবা পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত হলেও যখন তা অর্থের বিনিময়ে কোন হাসপাতালে বা ক্লিনিকে করা হয় তখন তা উৎপাদনমূলক ভূমিকা হিসেবে গণ্য হবে।

সামাজিক ভূমিকা

যে সব কাজ কোন বিনিময় মূল্য, অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয় তা হল সামাজিক ভূমিকা। এই ভূমিকা মূলত দু ধরনের **(ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা, (খ) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা**

সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা

অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সকলের স্বার্থে যা করা হয় তাহল সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা। যেমন: গ্রামের সকলে বা কয়েকজন অথবা কেউ একাই পুরাতন সাঁকো ও রাস্তা মেরামত,

বাঁধ নির্মাণ করা, বিবাহ, মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে সাহায্য সহযোগিতা করা। নারী-পুরুষ উভয়েই এই ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা

অর্থ বা পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে নিঃস্বার্থভাবে কোন এলাকা বা সমাজের মানুষের কল্যাণার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করা হয় তাহল সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের প্রধান দিক। যেমন: ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসূচি নির্ধারণ, কোথায় স্কুল হবে বা কোথায় নলকূপ বসবে তার সিদ্ধান্ত প্রদান, বিচার-সালিসের বিচারক হওয়া ইত্যাদি।

সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা হল সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা। আর সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা ঐ কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত। সামাজিক ব্যবস্থাপনা বা রাজনৈতিক ভূমিকা কোনটির বিনিময়েই মজুরি কিংবা অর্থ-উপার্জন হয় না। তবে কখনও কখনও ভাতা বা পারিতোষিক পাওয়া যেতে পারে।

উৎস : জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট

ছবির সেট

অধিবেশন-৯

বিষয় : **নারীর ভূমিকা পরিবর্তনে প্রযুক্তি**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -
বিভিন্ন কমিউনিটিতে নারী-পুরুষ যেসব কাজ/দায়িত্ব পালন করে তাতে কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় তা চিহ্নিত করতে ও বলতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, প্রদর্শন, দলীয় অনুশীলন, উপস্থাপন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

উপকরণ : নারী ও পুরুষের দৈনন্দিন কাজের নাম ও ঘড়ি।

সহায়ক উপকরণ : বোর্ড, মার্কার

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রভাষণ, দলীয় অনুশীলন, উপস্থাপন ৪৫ মিনিট	**ধাপ-১** • অংশগ্রহণকারীরা ‘প্রযুক্তি’র সংজ্ঞাটি পুনরায় মনে করবেন, যেটি তারা ‘প্রযুক্তি কি’ অধিবেশনে তৈরি করেছিল। • অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে বিভক্ত করুন। একজন নারী ও একজন পুরুষ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আবার ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত কি কি কাজ করে তা লিখতে বলুন। প্রতিটি দলকে সময় নির্দেশ করে ঘড়ির ছবি ও ১ সেট কাজের নাম দিয়ে কাজগুলোকে ঘড়ির সময় অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজাতে বলুন। ***(প্রতিটি দলের জন্য নারী পুরুষের কাজের নাম ও ঘড়ি সহায়ক সরবরাহ করবেন)।***	নারী ও পুরুষের দৈনন্দিন কাজের নাম ও ঘড়ির ছবি।
আলোচনা ৪৫ মিনিট	**ধাপ- ২** • একজন নারী সারাদিনে কি পরিমাণে কাজ করেন সে বিষয়ে আলোচনা করুন। - কি ধরনের কাজ তিনি করেন? - এসব কাজ করতে যেয়ে তিনি কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন? - একজন পুরুষ সারাদিন কি করেন? - কি ধরনের কাজ করেন? পুরুষেরা কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন? - নারী ও পুরুষের কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তির মধ্যে কি কোন ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে? • উল্লিখিত প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনার সারসংক্ষেপ করুন। এখানে আলোচনা করা যেতে পারে - নারী ও পুরুষ সারা দিনে যে কাজ ও দায়-দায়িত্ব পালন করে, সংজ্ঞা অনুসারে (২ নং অধিবেশনের) তার প্রায় সকল কাজই প্রযুক্তি নির্ভর। তবে প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে নারীর কাজগুলো প্রযুক্তির সংজ্ঞার বাইরে।	

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
	• এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা একজন নারী সারা দিনের কাজে কত ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে সে সম্পর্কে ধারণা পাবে, যা পরবর্তীতে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন অধিবেশনের জন্য প্রযোজ্য হবে। • অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন। সকলেই সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করলে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।	

চব্বিশ ঘন্টায় নারী-পুরুষের দৈনন্দিন কাজের তালিকা

বাংলাদেশের নারী-পুরুষের দৈনিক কাজের তালিকা

নারীর কাজের তালিকা

ভোর ৫টা	-	ঘুম থেকে ওঠা, মুখ ধোয়া, প্রর্থনা করা, থালা-বাসন ধোওয়া ও বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার করা, হাঁস মুরগির ঘর পরিষ্কার করা, খাবার দেওয়া।
সকাল ৬টা-৭টা	-	সকালের জন্য নাস্তা বানানো প্রস্তুত এবং বাড়ির পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে পরিবেশন করা।
সকাল ৭টা-৮টা	-	গরুর দুধ দোয়ানো, জ্বালানি সংগ্রহ করা, গোবর সংগ্রহ, ঘুঁটে তৈরি, বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজির জাংলা পরিষ্কার করা, পানি দেওয়া ও সবজি সংগ্রহ করা, গবাদি পশুর খোয়াড় পরিষ্কার করা, রান্নার জন্য কাঠ শুকানো।
সকাল ৮টা-৯টা	-	দুপুরের খাবারের আয়োজন করা, মশলা তৈরি করা, সবজি কাটা, রান্নার জন্য যাবতীয় আয়োজন, রান্নার পর সব কিছু পুনরায় ধোয়া ও পরিষ্কার করা।
সকাল ৯টা-১১টা	-	ধান ভানা, চাল ঝাড়া, চালের বিভিন্ন কাজ করা।
সকাল ১১-১২টা	-	দুপুরের রান্না করা।
দুপুর ১২-১টা	-	কাপড় কাচা, গোসল করা, পানি তোলা, গবাদি পশুকে খাওয়ানো, হাঁস-মুরগিকে খাওয়ানো, শিশুদের দেখাশোনা করা ও গোসল করানো।
দুপুর ১টা-২টা	-	ধান/পাট/শস্য শুকানো ও সংরক্ষণ করা।
দুপুর ২টা-৩টা	-	পরিবারের সকল সদস্যদের খাওয়ানো, নিজে খাওয়া ও পরিষ্কার করা।
বিকাল ৩টা-৪টা	-	গৃহস্থালির যাবতীয় জিনিস (ঝুড়ি, পাটজাত দ্রব্য ইত্যাদি) তৈরি করা।
বিকাল ৪টা-৫টা	-	রাত্রের খাবার আয়োজন ও রান্না করা।
সন্ধা ৫টা-৬টা	-	বাচ্চা দেখাশোনা, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি খোয়াড়ে রাখা।
সন্ধা ৬টা-৮টা	-	পরিবারের সদস্যদের রাতের খাবার পরিবেশন করা, নিজে খাওয়া, বাসনপত্র ধোয়া।
রাত ৮টা-৯টা	-	হস্তশিল্পের বিভিন্ন কাজ, বিছানা করা ও অবশেষে ঘুমানো।

পুরুষের কাজের তালিকা

ভোর ৫টা	-	ঘুম থেকে উঠা, মুখ ধোয়া, প্রার্থনা করা।
সকাল ৬টা -৭টা	-	সকালের নাস্তা খাওয়া, গরু-ছাগল খোয়াড় থেকে বের করা, কাজে বের হওয়া।
সকাল ৭টা - ৮টা	-	জমিতে কাজ করা।
দুপুর ১টা - ২টা	-	দুপুরের খাবার গ্রহণ ও পুনরায় মাঠে কাজ করা।
দুপুর ২টা-৩টা	-	কাজ শেষে বাড়ি ফেরা, গরুকে গোসল করানো, নিজে গোসল করা।
বিকেল ৩টা-৪টা	-	বিশ্রাম করা।
বিকেল৪টা-৫টা	-	বাজার করা।
বিকেল ৫টা-৭টা	-	সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করা (বিচার-সালিস), আড্ডা দেওয়া।
সন্ধ্যা ৭টা- ৮টা	-	বাড়ি ফেরা, রাতের খাবার খাওয়া এবং অবশেষে ঘুমানো।

24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

অধিবেশন-১০

বিষয় : **উদ্ভাবন ও আত্মীকরণ**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

নারীদের জীবনে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও আত্মীকরণ কিভাবে হচেছ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, কেস বা ঘটনা বিশ্লেষণ, দলীয় অনুশীলন, উপস্থাপন

উপকরণ : কেস: পেরুর ল্যাম্প, উগান্ডায় কাসাভা ও বড়শি

সহায়ক উপকরণ : চার্ট পেপার, মার্কার বোর্ড

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
আলোচনা ১০ মিনিট	**ধাপ-১** • কেসগুলোর বিষয় নিয়ে প্রারম্ভিক আলোচনা শুরু করুন। কেসগুলো অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করুন এবং প্রত্যেককে আলাদাভাবে পড়তে বলুন। • আলোচনার মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করুন, প্রকৃতি সম্পর্কে যে জ্ঞান নারীরা ধারণ করেন দুঃসময়ে তা তাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। তবে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কিছু কিছু নতুন তৎপরতা আবার নারীর সময় ও শ্রমকে কমাতে সাহায্য করে, নারীরা সর্বদা তাদের ঝুঁকি কমানোর জন্যই নতুন নতুন উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকেন।	কেস বা ঘটনা
দলীয় অনুশীলন, আলোচনা ৩০ মিনিট	**ধাপ -২** অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করুন। অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত প্রশ্নের ভিত্তিতে কেসগুলোকে আলোচনা করতে বলুন। প্রশ্নগুলো হল : • কেসগুলোতে কি ধরনের উদ্ভাবনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে? • নারীরা কেন এই নতুন উদ্ভাবন করেছিল? • নারীদের জীবনে এই নতুন উদ্ভাবনগুলো কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে? • উদ্ভাবনগুলোয় সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব কি? • কিভাবে এই উদ্ভাবনগুলো আত্মীকৃত হয়েছে?	

বিশেষ নোট

- *এই অনুশিলনটির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা উদ্ভাবন বিষয়টি বুঝতে পারবেন। উদ্ভাবন নারীদের দৈনন্দিন জীবনের শ্রম ও উন্নতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। নারীদের উদ্ভাবনগুলো হয়তো প্রচলিত শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনের মতো বৃহৎ কিছু নয় তবুও এসবের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে যা প্রাত্যহিক জীবনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।*

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
দলীয় উপস্থাপন, আলোচনা ৩০ মিনিট	**ধাপ -৩** বিশ্লেষণগুলো বড় চার্ট পেপারে লিখতে অনুরোধ করুন এবং প্রতিটি দলের পক্ষ থেকে একজন করে উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান করুন। দলের উপস্থাপনা শেষ হলে আলোচনার সার-সংক্ষেপ করুন।	বড় চার্ট পেপার, মার্কার

বিশেষ নোট

- *যে কোন একটি প্রযুক্তি ব্যবহারের আগে কোন একটি নির্ধারক অথবা প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন ধাপগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যে প্রক্রিয়াগুলো নারীরা ইতিমধ্যেই পরীক্ষা/ব্যবহার করেছে সেগুলো নিয়ে কথা বলুন। অর্থাৎ তারা এ ক্ষেত্রে কিভাবে পঞ্চইন্দ্রিয়কেই ব্যবহার করে থাকেন। অপরপক্ষে মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বিভিন্ন ধাপে বিশেষ প্রক্রিয়ায় গবেষণাগারে পরীক্ষিত হয়।*

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
আলোচনা ২০ মিনিট	**ধাপ-৪** • পরবর্তীতে একটি সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভাবন ও আত্মীকরণের ব্যবহারিক দিকসমূহ এবং এগুলোর ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। এছাড়াও এগুলো কিভাবে বাজারজাতকরণের সুবিধা পেতে পারে- সে বিষয়েও আলোচনা করতে হবে। • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় এ পর্যায়ে উদ্ভাবন ও আত্মীকরণ বিষয়ে আলোচনা করবেন। এ ক্ষেত্রে যে কোন একটি উদ্ভাবন (ইঞ্জিন, টেলিফোন উদ্ভাবন) নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এই প্রযুক্তি উন্নয়নের সাথে নারীদের কেসগুলোর মধ্যে কি মিল ও অমিল রয়েছে তা বর্ণনা করতে হবে। • আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর শেষ হলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনটি সমাপ্ত করুন।	বড় চার্ট পেপার, মার্কার

কেস - ১০/১

উগান্ডায় কাসাভা (Cassava) প্রক্রিয়াজতাকরণ

গৃহযুদ্ধ পরবর্তীকালে ৮০-র দশকের মধ্য ভাগে উগান্ডার প্রায় সকল শস্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বিধবা ও এতিম সন্তানেরা গ্রামে ফেরবার পর একটি শস্যই হাতের কাছে পায়, আর তা হল কাসাভা। এই শস্যটি উগান্ডায় খুব বেশি জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু উগান্ডার নারীরা তাদের সার্বিক প্রয়োজন মেটাতে কাসাভা ব্যবহারের এমন উপায় উদ্ভাবন করেন যার মাধ্যমে এই উদ্ভিদের প্রতিটি অংশই কাজে লাগানো সম্ভব হয়।

কাসাভা তার বৈশিষ্ট্যের কারণেই অনাবৃষ্টি মোকাবেলায় সক্ষম এবং তা অনুর্বর মাটিতে বিনা যত্নেই বেড়ে ওঠে। কাসাভা পুরুষ্ট হবার পর মাটির নিচে বেশ কয়েক মাস সংরক্ষণ করে রাখা যায়– যা কিনা খাদ্যের মূল উৎস, বিশেষ করে খাদ্য ঘাটতির সময়।

উগান্ডার নারীরা কাসাভা উদ্ভিদটিকে শুধু খাদ্য শস্য হিসাবেই ব্যবহার করে নি, পাশাপাশি জ্বালানি তেল, রান্নার তেল, ঔষধ, নির্মাণ সামগ্রী এবং নগদ আয়ের উৎস হিসাবেও ব্যবহার করেছে কাসাভাকে।
কাসাভার শিকড় মাটি থেকে তোলার পর সাধারণত খুব বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না। সচরাচর মাটি থেকে তোলার পর পরই খোসা ছাড়িয়ে সিম বা মাংসের সাথে রান্না করে সাথে সাথেই খেয়ে ফেলতে হয়। তাই দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য নারীরা কাসাভার ছোট ছোট টুকরো করে বড়ি বানিয়ে শুকিয়ে রাখে। এই প্রক্রিয়াজাত কাসাভা নারীরা পারিবারিক খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে, বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে যখন টাটকা কাসাভা সহজে পাওয়া যায় না কিংবা খাদ্যের মূল্য অত্যন্ত চড়া থাকে। তবে কাসাভার শুকনো বড়িগুলো চার মাসের বেশি ভালো থাকে না, এগুলোকে আবার শুকাতে হয়। তাই এই সমস্যার সমাধানকল্পে উগান্ডার নারীরা সাম্প্রতিক সময়ে 'মাওগো নাকিয়েনকা' (Mawogo nkeynka) নামক কাসাভার মণ্ড তৈরি করেছে, যা প্যাকেটজাত করে সংরক্ষণ করা যায় এবং সারা বছর ধরেই ব্যবহার করা যায়। এই মাওগোর সাথে রান্না করা সিম মিশিয়ে 'কাটোগো' নামক খাদ্য সহজেই তৈরি করা যায়। এ খাদ্য তৈরির সময় মিশ্রণটি নরম না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করতে হয়। এর স্বাদ বাড়ানোর জন্য এতে ঘি দেওয়া যেতে পারে। নারীরা প্রায়শই এই খাদ্য ব্যবহার করে থাকে, কারণ এটি রান্না করতে খুব কম জ্বালানি কাঠ লাগে এবং এটা খেতে কোন সস (Sauce) লাগে না।
কিন্তু তা সত্ত্বেও শুকানোর সুযোগ-সুবিধার ঘাটতির কারণে কাসাভার এই শুকনো মণ্ডের উৎপাদন সীমিত। তাই উৎপাদন বাড়াতে এই কাসাভা শুকানোর প্রযুক্তি উন্নয়নে এখানে একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে এবং তা কাসাভা খাদ্য সামগ্রীর আরো দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ করার পদ্ধতি উন্নয়নেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

নারীরা মিষ্টি জাতের কাসাভা থেকে কাসাভা ময়দা প্রস্তুত করে থাকে, যা খুব সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় ময়দার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ময়দা কেক ও বিস্কুট তৈরিতে এবং বাজারের নতুন নতুন খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুতেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বেশ কিছু নারী ব্যক্তিগত বা সমবায়ের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য কেক বা বিস্কুট তৈরি করছে, যা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

নারীরা প্রচলিত চোলাইকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাসাভা থেকে ইনগুলি (enguli) নামক দেশীয় মদ প্রস্তুত করে থাকে। নারীরা এই প্রক্রিয়াজাত ইনগুলি চোলাই মদ প্রস্তুতকারীদের কাছে বিক্রি করে থাকে এবং চোলাই মদ প্রস্তুতকারীরা তা থেকে আরো উন্নত জাতের মদ 'উগান্ডা জিন' তৈরি করে। ইনগুলি স্থানীয় বাজারে অথবা বৃহৎ পরিসরের পরিশোধনাগারেও বিক্রি হয়।

এ ছাড়াও নারীরা ইনগুলি 'উপজাত' (bi-product) থেকেও অন্যান্য জিনিস তৈরি করছে। কাসাভা প্রাথমিকভাবে মাড়াই ও পরিশোধনের পর যে অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে তা আবার গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চোলাইকরণের পর পরিশোধন ট্যাংকে যে গাঢ় আঠালো তরল পদার্থ পড়ে থাকে সেটাও সিমেন্টের উৎকৃষ্ট ও সস্তা বিকল্প। বর্তমানে লিওয়েরোর অধিকাংশ নারী এই ইনগুলির উপজাত আমুনা (amuna) নির্মাণ কাজে ও মেঝে তৈরির সময় ইট তৈরিতে, প্লাস্টার করতে, ইট গাঁথতে ব্যবহার করে সিমেন্ট ও চুনের উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমাতে পেরেছে।

ইনগুলির আরেকটি গুণ হচ্ছে তা সংরক্ষক পদার্থ (Preservative) হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাসাভা ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। গরম কাসাভা আঠা হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। আঠা তৈরির পর যে অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে তা আবার নারীরা বস্ত্রকলে অথবা গ্রামীণ দর্জিদের কাছে বিক্রি করে থাকে।

কেস - ১০/২

বড়শি তৈরিতে নারী

রাজাপুর গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার একটি গ্রাম। প্রায় ৫০০ জনসংখ্যার গ্রামটিতে নারী ও পুরুষ সবাই শ্রমজীবী। কৃষিকাজ, কাঠের কাজ ও বড়শি তৈরি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। পুরুষেরা কৃষিকাজ ও কাঠের কাজেই বেশি নিয়োজিত তবে এদের মধ্যে অনেকে বড়শিও তৈরি করে। আর নারীদের প্রায় সকলেই বড়শি তৈরিকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পশ্চিম পাড়ার অধিবাসীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। দারিদ্রের কারণে এখানে নিরক্ষর জনসংখ্যাই বেশি। এলাকায় যদিও স্কুল রয়েছে তবুও ছেলে মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হার খুবই কম। এর কারণ কুসংস্কার ও দারিদ্র।

এই এলাকার মেয়েরা বড়শি তৈরি করে পরিবারের ও নিজ চাহিদা পূরণের জন্য আয় করছে। কবে থেকে এলাকাটিতে বড়শি তৈরি শুরু হয়েছে সেকথা এলাকাবাসীরা সঠিকভাবে বলতে পারেন না। তবে আনুমানিক ৫০ বছর ধরে এই এলাকায় এই পেশাটি চলে আসছে। বড়শি তৈরি পেশাকে প্রথম প্রবর্তন করেন মতিলাল রায়। মতিলাল এই গ্রামেরই বাসিন্দা। তিনি মাছ ব্যবসার পাশাপাশি বাড়িতে বসেই বড়শি তৈরি করতেন। মতিলাল কোথা থেকে এই দক্ষতা অর্জন করেছেন সে বিষয়ে কারো তেমন স্বচ্ছ ধারণা নেই। তবে সে সময়ে, মতিলালের স্ত্রীও পরিবারের আয় উন্নতির কথা চিন্তা করে স্বামীর পাশাপাশি বরশি তৈরি করতে আরম্ভ করেন। তারপর থেকেই ক্রমান্বয়ে পাড়ার অন্যান্য নারীরাও বড়শি তৈরি করতে শুরু করে। বড়শি তৈরিতে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় তা খুব সহজ ও নারীদের ব্যবহারোপযোগী। কলামচি রাড়ী, সুমিনা রাড়ী, নয়ন তারা, ফেলগা হালদার ও মঞ্জুরী হালদার এরা সকলেই বড়শি তৈরি করেন। তারা জানান, মাসে ৮০০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত তারা বড়শি তৈরি করে আয় করেন। তবে আশ্বিন ও কার্তিক মাসে সবচাইতে বেশি বরশি বিক্রি হয়। তারা চিনা বা ছোট বড়শি, ফইল্যা বড়শি, বাইন্যা বড়শি ও শোল বড়শিই সাধারণত তৈরি করে থাকেন। গ্রামের নারীরা নিজেরাই চাহিদা অনুসারে এই বিভিন্ন ধরনের বড়শি তৈরীর দক্ষতা রপ্ত করে নিয়েছে ও তৈরি করছে।

বড়শি তৈরির সরঞ্জামগুলো খুবই সহজলভ্য এবং যন্ত্রপাতিগুলো মেয়েদের কাজ করার উপযোগী। তাই গ্রামের সব মেয়ে ও বউরা সহজেই এটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছে। বড়শি তৈরির জন্য পাত্রা, মুবী দেনা, র‍্যাদ, সলিং তার ও আড়ৎ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। গ্রামের নারীরা যন্ত্রগুলোর এই নামই ব্যবহার করে।

পাত্রা দেখতে অনেকটা পাতার মতো। এটি ধাতুর তৈরি। তার নিয়ে জিনারি (ছেনি) দিয়ে গালা তৈরি করে নিয়ে তারপর তারটি সুচালো করা হয়। তারটিকে পাত্রা থেকে আড়ৎ-এ নিয়ে র‍্যাদা দিয়ে মাথা তৈরি করতে হয়। এর পর গোল করে বাঁকিয়ে বড়শির আকার করে র‍্যাদ দিয়ে কেটে নিতে হয়। মেয়েরা এত দ্রুত বড়শি তৈরি করতে পারেন যে, সেখানে ৬ মিনিটের কম সময়েই ১টি বরশি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবসর সময়ে পাড়ার মেয়েরা ও বউয়েরা একত্রে জমায়েত হয়ে গল্পের আসরেই ২/৩ ঘণ্টা কাজ করে অনেক বড়শি তৈরি করতে পারে।

পুণ্যলক্ষ্মী রাড়ীর সংসার মোটামুটি চলে যাচ্ছে। প্রায় ১৪ বছর হল সে এ পাড়ায় বউ হয়ে এসেছে। আগে কখনই সে বড়শি তৈরি করতে জানত না। সে বড়শি তৈরির দক্ষতা পাড়ার অন্যান্য বউ, ঝি'র কাছ থেকে অর্জন করেছে। সে প্রতিদিন ৫/৬ ঘণ্টা কাজ করে। এ সময়েই সে ১০০টিরও বেশি বড়শি তৈরি করতে পারে। পুণ্যলক্ষ্মীর ৩ মেয়ে ও ১ ছেলে। প্রায় ছয় বছর ধরে সে এই পেশায় যুক্ত। বিয়ের আগে সে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিল। তাই তার ইচ্ছে ছেলে-মেয়েদেরও পড়াশুনা করাবে। তার পরিশ্রমের অনেকাংশই তার সন্তানের পড়াশুনায় ব্যয় করেন।

এই পাড়াতে মেয়েরা এই পেশাটিকে স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করছেন। দরিদ্র পরিবারে বেশিরভাগ অর্থই পারিবারিক খাতে ব্যয় হয়ে যায়। তারপরও তারা নিজেদের চাহিদা পূরণ করে সামান্য হলেও অনেকেই সঞ্চয় করে।

কেস - ১০/৩

ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্পে নারী

বাংলাদেশ সরকার ও নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাসের উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় নোয়াখালি জেলার সামুদ্রিক এলাকার চর বাগ্গাদোনা অঞ্চলে ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প (এলআরপি) গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন কৃষক পরিবারের উন্নয়নের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন করে এদের পুনর্বাসন করা হয়। এ অঞ্চলের ৯৫% জনগণই দরিদ্র, তাদের কোন জমি নেই। তারা ইট তৈরি, নির্মাণ কাজ ও রিকশা চালানোর কাজ করে। মেয়েরা বাড়ির বাইরে কাজ করলে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বাধার সম্মুখীন হয়। বাইরের কাজ তো দূরের কথা তারা যখন আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে যায় তখন পর্দার জন্য বোরখা পরার পরও ছাতা ব্যবহার করে অন্যের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে। ফলে তারা বাড়ির মধ্যেই যেসব কাজ করা সম্ভব সেগুলোই করে থাকে, যেমন ধান ঝাড়া, পরিষ্কার করা ও সংরক্ষণ করা। এ ধরনের সামাজিক রীতিনীতির ফলে কোন কারণে একজন নারী যখন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় অথবা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত হয় তখন তাকে ভীষণ বিপদে পরতে হয়।

'এলআরপি' ও 'নিজেরা করি'র (একটি এনজিও) সহায়তায় কৃষি কর্মসূচির আওতায় এসব বিপন্ন নারীদের পুনর্বাসনের জন্য একটি পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ১৬ জন নারীর জন্য একটি সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো ছিল বীজ বপন, সার প্রদান, পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। দলভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করেই এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপরন্তু, প্রকল্প থেকে নারীদের বাজারজাতকরণের সহায়তাও প্রদান করা হয়। এর ফলে দেখা যায় নারীরা ধান উৎপাদন ও ধান ওঠার পরবর্তী পর্যায় বা প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে পারে এবং তারা কৃষক হিসেবে সফলতা লাভ করতে পারে, যদিও তাদের পথ ততটা সহজ ছিল না।

প্রথম দিকে গ্রামের মাতব্বর ও তথাকথিত মোল্লারা গ্রামবাসীদের উপর নানা ফতোয়া জারি করে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা নারীদের কাজ সম্পর্কে বুঝতে পারে। তখন থেকে নারীরা আরো বেশি কাজ করার সুযোগ পায় এবং সামাজিক চাপও আনেক কমে আসে। নারীরা শুধু কৃষক হিসেবে সফল হয়েই সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং তারা তাদের কাজকে আরো সহজতর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

- নারীরা ধান ঝাড়ার জন্য যে পদ্ধতি অলম্বন করত সেটি ছিল সময়সাপেক্ষ একটি কাজ। অথচ পুরুষেরা খুব সহজেই কাজটি করতে সক্ষম। ধান ঝাড়ার পুরনো পদ্ধতিটি নারীদের উপযোগী ছিল না। সময় কমিয়ে আনার জন্য তারা একটি পদ্ধতি অবলম্বন করল– তারা পরিষ্কার স্থানে ধান বিছিয়ে দিয়ে বস্তা বা ছালা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস সৃষ্টি করে ও ঝেড়ে ঝেড়ে ধান পরিষ্কার করে। এর ফলে চিটা ধান এবং তুষ বাতাসে উড়ে যায়। এভাবে কম সময়ে কিভাবে বেশি ধান ঝাড়া যায় তারা সেই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করল।
- আর একটি সমস্যা ছিল ধান ক্ষেতে যেসব আগাছার শিকড় গভীরে যায় সেগুলো সহজে তুলে আনা নারীদের জন্য একটি সমস্যা। এলআরপি'র এ্যাগরোনোমিস্ট নারীদের পরামর্শ দিলেন তারা যদি ধান গাছের লাইন বরাবর হাঁটতে থাকে এবং হাঁটাহাঁটি করার ফলে দেখা যাবে শিকড়গুলো আর তেমন শক্ত নেই। তখন তারা সহজেই শিকড়সহ আগাছা তুলে ফেলতে পারবে। নারীরা এ কাজটি করে খুব ভাল ফল পেল। এর ফলে আগাছা পরিষ্কারের পাশাপাশি মাটির গঠন উন্নত হয়, মাটিতে পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, লবণাক্ততা কমে ও উর্বরতা বাড়ে। এই পদ্ধতিটির মাধ্যমে পোকামাকড় রোধ করাও সম্ভব। এতে পোকার ডিম ও লারভা নষ্ট হয়।
- নারীরা মাটি সমতল করার জন্য আরেকটি কৌশল উদ্ভাবন করে। প্রচলিত পদ্ধতিতে লাঙ্গলের পরে মইয়ের সাহায্যে জমি সমতল করা হয়, যা নারীদের পক্ষে দুষ্কর। তারা পদ্ধতিটি সহজিকরণ করে এভাবে– সতেজ গাছের বান্ডিল একত্র করে কাদা করা জমির উপর দিয়ে টেনে নেয় এবং টানার সময় যেখানে মাটি বেশি উঁচু সেখানে বান্ডিলে পায়ের সাহায্যে চাপ দেওয়া হয়। ফলে উঁচু জায়গার মাটি নিচু জায়গায় যায়। এভাবে জমি সহজেই সমতল হয়।
- ধান মাড়াইয়ের জন্য নারীরা পূর্বে যে পদ্ধতি ব্যবহার করত সেটি ছিল সময়সাপেক্ষ একটি কাজ। কারণ নারীরা পা দিয়ে ছয় ঘণ্টা কাজ করে মাত্র ২০ কেজি ধান মাড়াই করতে পারত। এরপর তারা paddle thrasher ব্যবহার করা শুরু করল এবং এতে তাদের কাজের গতি বৃদ্ধি পেল। চারজন নারী একত্রে ছয় ঘণ্টায় ১ টন ধান মাড়াই করতে সক্ষম হল। এভাবে তারা নিজেদেরকে কৃষি কাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হল।

কেস - ১০/৪

বিদ্যুৎ সমস্যা নিরসনে পেরুর নারীদের উদ্ভাবিত বাতি

টাকনা শহরের দরিদ্র এলাকায় বসবাসকারী নারীরা 'আমেরিকার গোলাপ' নামে খ্যাত। এরা মূলত আন্দিয়ান অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসী। বিদ্যুতের অভাব এই নারীদের জীবনে অন্যতম বড় অন্তরায়। পেরুর অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠার জন্য এখানকার পুরুষেরা ভোর ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করে। দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দারিদ্র মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব নারীরাই গ্রহণ করে। দরিদ্র এলাকায় অভিবাসনের কারণে এসব নারীদের খুব স্বল্প পরিসরের মধ্যে বসবাস করতে হয় এবং পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, কাজ এবং অবসর যাপন তাদের প্রধান উদ্বেগের কারণ। পুরুষেরা বাইরে কাজ করে তাই নারীদেরই সন্তান লালন-পালন করতে হয়। এর ফলে তারা কোন কিছু করার জন্য বাড়ির কাছাকাছি অবস্থানকেই প্রাধান্য দেয়।এই পরিবেশে নারীরা সম্ভবত দারিদ্র ও নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রম বিভাজন সম্পর্কে সচেতন ছিল। এমনকি যদি তারা ফেরি, হকারি ইত্যাদি পেশার সাথে যুক্ত হতো তবে তাদের যৌন নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। পাশাপাকি গৃহস্থালির কাজ করাও তাদের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। এর পরও নারীদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হত না ।

যেহেতু বিদ্যুতের অভাব তাদের প্রধান অন্তরায় ছিল তাই তারা অনেকেই রাতে কাজ করতে বাধাগ্রস্ত হত। তারা তাদের সন্তানদের দেখাশুনা করার জন্য টেক্সটাইলের কাজ শেষে দ্রুত এবং নিরাপদে বাড়ি ফিরতে আগ্রহী ছিল। তার জন্য তারা রাতে রাস্তাগুলোকে আলোকিত করে রাখতে আগ্রহী ছিল ।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে এই অভিবাসী নারীরা তাদের পূর্বসূরিদের থেকে শেখা কিছু জ্ঞান কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। যেমন- তারা এক ধরনের মোমবাতি ব্যবহার করত যা স্থানীয় উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। লামা অথবা ভেড়ার চর্বির সাথে গরম কেরোসিন মিশ্রিত করে ঘন করা হত, এরপর তা কাদার তৈরি প্লেটে রাখা হত। কিন্তু এই মোমবাতি থেকে দুর্গন্ধ বের হত, ধোঁয়া উঠত খুব বেশি এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য জ্বলত।

তারা অল্প খরচে আরো ভাল মোমবাতি বানানোর উপায় খুঁজতে লাগল। কারণ একটা মোমবাতি মাত্র দুদিন জ্বলে। এটা তাদের জন্য খুবই বেশিব্যয় সাপেক্ষ ছিল। আবার কাচের ল্যাম্প ছিল ভঙ্গুর এবং তা থেকে খুব বেশি আলো পাওয়া যেত না। নারীরা তেলের সাথে জল মিশিয়ে আলো জ্বালানোর একটি বিকল্প ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয় নি।

এইসব ল্যাম্পের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে মহিলারা নতুন ধরনের ল্যাম্প বানাতে উৎসাহী হয়। তারা খালি দুধের কৌটায় সলতের মতো করে কাপড় নিয়ে কৌটার উভয় পার্শ্বে ভাল করে বেঁধে দেয়। এর জ্বালানি হিসেবে কেরোসিন ব্যবহার করে। দেখা যায় এই ল্যাম্পগুলেতে খুব বেশি ধোঁয়া ওঠে না এবং বাজে গন্ধও ছড়ায় না।

এই ল্যাম্পটি আবিষ্কারের পর আবার ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় এর পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। বিশেষত যে সব নারীদের আলোর চাহিদা বেশি ছিল তারাই এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করে। তাদের মধ্যে একজন মহিলা এইসব ভিন্ন ধরনের ল্যাম্প থেকে আরও একটি নতুন ল্যাম্প উদ্ভাবন করে। পরবর্তীতে এই উদ্ভাবনটি অন্যান্য সকল নারীদের মধ্যে দ্রুত সাড়া জাগায়। তারা এই ল্যাম্পের যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেগুলো বের করার চেষ্টা করে। অবশেষে তারা একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থানে পৌঁছুতে সক্ষম হয়।

এই প্রক্রিয়ায় ল্যাম্প তৈরির ক্ষেত্রে নারীরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ ও যন্ত্র সংগ্রহ করতে পারে না। এর মধ্যে প্লাইয়ার এবং সোলডারিং (electric soldering irons) প্রধান। এ ক্ষেত্রে তারা চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে নিজস্ব মেধায় এ ধরনের কিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করে। ধাতু খন্ড যা ইস্পাত দিয়ে প্লাইয়ার এবং সোলডারিং এর অভাব পূরণ করে, সেলাই করার সুচ এবং মোটা ক্রচেট সুচ টিনের উপর নকশা করার জন্য ব্যবহার করে। যে টিনগুলো সহজে খুলে যায় সেগুলো এবং লৌহখণ্ড ল্যাম্পের গোলাকার অংশে ব্যবহৃত হয়। ল্যাম্পটিকে আরো ব্যবহার উপযোগী করার জন্য নারীরা কেরোসিনের উগ্র ধোঁয়া হ্রাসের জন্য পন্থা উদ্ভাবন করে। ল্যাম্পগুলোকে আরো উন্নত করার জন্য নারীরা এগুলোকে দ্রুত জ্বলনক্ষম করার কৌশল আবিষ্কার করে, দেয়ালে রাখার উপযাগী করে, জ্বালানি খরচ সাশ্রয় করার জন্য তেলের সঙ্গে পানি যোগ করে এবং আরো সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য উজ্জ্বল রং ব্যবহার করে।

এই ল্যাম্পগুলোর দাম খুবই কম। কারণ তারা এগুলো ফেলে দেওয়া বস্তু দিয়ে তৈরি করে এবং এতে জ্বালানি খরচও খুব কম। তারা এটি ৮ ঘণ্টা ব্যবহার করতে পারে এবং এগুলোকে সহজেই তৈরি ও সংরক্ষণ করা যায়। এই ল্যাম্পের একটাই মাত্র অসুবিধা সেটি হল দীর্ঘক্ষণ কেরোসিনের গন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে যায়। নারীদের অনেকেই খুব ভাল দক্ষতা অর্জন করে ও তারা এই দ্রব্যটি বাজারে বিক্রির জন্য তাদের উৎপাদন বাড়াতে থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে নারীরা তাদের মধ্যে দক্ষতা অনুসারে কাজ ভাগ করে নেয়। কেউ উপকরণ প্রস্তুত করে অন্যরা কাটার কাজ করে, কেউ জোড়া লাগানোর কাজ করে এবং অনেকে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করে।

কেস - ১০/৫

বাংলাদেশের চর অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীদের উদ্ভাবন ও আত্মীকরণ

দারিদ্র এবং দুর্যোগের শিকার ছিন্নমূল মানুষেরা সাধারণত চর এলাকায় বসতি স্থাপন করে থাকে। বন্যা, অতিবৃষ্টি, নদী ভাঙন, বালুময়তা, প্রচণ্ড ঝড়, বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে চরের জীবনযাত্রা প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত হয়।

বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা পাঁচ ভাগ এলাকা চর (৭২০০০ বর্গকিলোমিটার, মুহাম্মদ মান্নান ও এটিএম নূরুল আমিন, Dennfication : A strategic Plans to Mitigate Reverbank Erosion Disasters in Bangladesh, University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 1999)। ১৯৯৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, চরে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা ৬,৩০,৯৮৩ জন। অন্য এক হিসাব অনুযায়ী, ১৯৮৪ সালের জনসংখ্যার তুলনায় ১৯৯৩ সালে চরে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪৭ ভাগ। যদিও এই সময়ে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২৬ ভাগ (EGIS 2000) । এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণে অধিকাংশ মানুষ চরের প্রতিকূল পরিবেশে আশ্রয় নিয়ে তাদের জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

বিরুদ্ধ পরিবেশে বসবাস করতে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য চালাতে হয় নিয়ত সংগ্রাম। পুরুষেরা প্রধানত সরাসরি উপার্জনের কাজ করেন কিন্তু নারীরা খাদ্য তৈরি থেকে শুরু করে গৃহব্যবস্থাপনা, কৃষিকাজ, পশুপালন, মাছ চাষ, শাক-সবজি চাষ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ প্রাত্যহিক সমস্ত কাজেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু প্রায় সব কাজেরই কৃতিত্ব পেয়ে থাকেন পুরুষেরা। জ্ঞান-দক্ষতা-অভিজ্ঞতা-প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেসব কাজ হয়ে থাকে, নারীরা সেসবের জন্য স্বীকৃতি পান না। এসব কাজ নারীরা করলেও স্বীকৃতি পুরুষদের। ফলে নারীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান-দক্ষতা অবহেলিত হয়, অনেক ক্ষেত্রে তা স্বীকার করাও হয় না।

কৃষিকাজ ও খাদ্য সংরক্ষণ

চরে বসবাসকারী নারীরা খাদ্যশস্য উৎপাদনের সকল কাজে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সরাসরি আলোচনায় নারীরা এসব কাজে তাদের সংশ্লিষ্টতা স্বীকার করতে চান নি। কারণ চরের বাইরের এলাকায় নারীদের এসব কাজকে সামাজিকভাবে অসম্মানজনক মনে করা হয়। চাষের কাজে নারীরা লাঙ্গল, কোদাল, নিড়ানি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন।

তারা জানেন, কোন ধরনের ফসল কোন ধরনের মাটিতে কখন চাষ করতে হবে। নারীরা তাদের ঘরের আশপাশে বিভিন্ন শাক-সবজির চাষ করে থাকেন। যেসব শাক-সবজির দাম বেশি সেগুলো প্রধানত বিক্রি করা হয়। তবে কখনো কখনো এগুলো খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ এবং মজুদ করাও হয়ে থাকে। যেমন, রসুন দামী বলে তা বিক্রি করা হয় এবং নারীরা সাধারণত রান্নার কাজে রসুনের পাতা ব্যবহার করে থাকেন। অনেক সময় তাঁরা এগুলো শুকিয়ে সংরক্ষণও করেন। চরের অনেক নারীই ঘরের চালে অথবা আশপাশে মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া ইত্যাদি লাগিয়ে মৌসুমের সময় বেশ উপার্জন করেন। নারীরা এসব ফল-সবজি বিভিন্ন লোকজ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করেন। যাতে তা সারা বছর ধরে খাওয়া যায়। যেমন, চাল কুমড়া, তিনকোণা করে ছিদ্র করে রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। তারপর তা প্রয়োজনীয় সময়ে খাওয়ার আগে হালকা গরম পানিতে ধুয়ে বিভিন্ন ধরনের তরকারি রান্না করে খাওয়া হয়। মিষ্টি কুমড়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পাকার পর সংগ্রহ করলে তা সারা বছর সংরক্ষণ করা যায়। পাকা কুমড়া দেখে নারীরা সহজেই বুঝতে পারেন এটি সংরক্ষণযোগ্য হয়েছে কি না।

বছরের অন্য সময়ে শাক-সব্জির চাহিদা মেটানোর জন্য নারীরা অনেক সময় পাটশাকও শুকিয়ে রাখেন। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে ছোট মাছ পাওয়া গেছে তা দিয়ে শিদল নামের এক পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা হয়। ছোট মাছ, কচু এবং বিভিন্ন মশলা একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে শিদল বানানো হয়, যা সরা বছর সংরক্ষণ করে খাওয়া যায়। এ সব অঞ্চলের মহিলারা প্রায় ১০ রকম বিভিন্ন খাদ্য সংরক্ষণ করে থাকেন।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নারীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সহজেই চোখে পড়ে। খাদ্যবস্তু নির্বাচন, জাত নির্বাচন এবং স্বাদ ও পুষ্টিমান অক্ষুণ্ন রেখে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এসব জ্ঞান তারা প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করছেন।

কৃষি ও মাটির উর্বরতা

নারীরাই সাধারণত বীজ সংরক্ষণের কাজ করে থাকেন। চরের নারীরা প্রায় ২০ রকমের শস্য ও শাক-সবজির বীজ সংরক্ষণ করেন, এবং তারা তৈরি করেন প্রায় সাত রকমের। বিভিন্ন ফসলের নতুন জাত এবং বাজার চাহিদা সম্পর্কে মহিলারা তাদের

নিজেদের মতো করে তথ্য সংগ্রহ করেন।

চরের মাটির উর্বরতা ও আর্দ্রতা ধরে রাখা বেশ কঠিন ব্যাপার। এ জন্য মহিলারা তাদের রান্নার বর্জ্য পচিয়ে জৈব সার তৈরি করেন। শুকনো মৌসুমে পানির অভাব মেটাবার জন্য নারীরা মাটিতে গর্ত করে বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখেন যা সেচসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। গর্তগুলোর জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এগুলোর তলায় গোবর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। শস্য ক্ষেত্রে জলভরা তলা ছিদ্র কলসি রেখে দিয়েও অনেক সময় মাটি ও পরিবেশের আর্দ্রতা ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক গাছপালা

প্রাকৃতিক গাছপালা রক্ষার ক্ষেত্রেও নারীরা বেশ যত্নশীল। কারণ তারা জানেন এগুলো মাটিকে ধরে রাখে এবং পরিবেশকে উন্নত করে। চরের বালু মাটিতে ভাল জন্মে এবং দ্রুত বাড়ে এমন ধরনের গাছ যেমন রেইনট্রি, শিমুল, নিম এবং উষ্ণমণ্ডলীয় কিছু ফলজ গাছ সম্পর্কে নারীরা বেশি যত্নশীল। কারণ তারা জানেন এগুলো অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এবং পরিবেশের জন্য খুবই উপকারী। মহিলারা স্থানীয়ভাবে কথিত ‘কালু’ নামেক এক ধরনের গাছের কথা জানান, যা তারা জ্বালানি ও ফসলের ক্ষেতে বেড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহার করেন। কলাগাছের বহুবিধ ব্যবহার সম্পর্কেও তারা বেশ সচেতন। কারণ গাছটির ফল খাদ্য হিসেবে, পাতা জ্বালানি ও বেড়া হিসেবে এবং কাণ্ড বন্যার সময় ভেলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাশ ঘাসও চরের জন্য খুবই উপকারী। কারণ এটি চরে পলি জমতে সাহায্য করে এবং এর মূল-কাণ্ড পচে মাটিতে মূল্যবান সারের যোগান দেয়। কাশের পাতা দিয়ে ঘরের বেড়া তৈরি করা হয় এবং এর কাণ্ড বাড়ির আঙিনায় এবং পানের বরজের চারপাশে বেড়া দেওয়া হয়।

পশুপালন

পশু ও হাঁস-মুরগি লালন-পালনের প্রায় পুরোটাই মহিলারা করে থাকেন। চরের নারীরা এ ক্ষেত্রে তাদের প্রাযুক্তিক জ্ঞান ও উদ্ভাবন প্রয়োগ করে থাকেন। তারা জানেন কি ধরনের খাদ্য পশুর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো অথবা বেশি দুধ উৎপাদনে সহায়ক। গরুর খাদ্য হিসেবে কলাপাতা সাধারণত ব্যবহার করা হয় না, কারণ তা পশুস্বাস্থ্যের জন্য খারাপ, এতে পশুর শরীরে পানির মাত্রা বাড়ায় এবং দুধের উৎপাদন কমে যায়। গোখাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার জন্য চরের নারীরা অনেক সময় বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন ধরনের ঘাস এনে চরে রোপণ করেন যাতে তা মাটি ধরে রাখে এবং পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সম্ভাব্য বন্যার আগেই অনেক সময় মহিলারা পশুখাদ্য মজুদ করা শুরু করেন। চরের মহিলারা সাধারণত মুরগি পালন করেন । কারণ এগুলো বাড়ির আশপাশে চরে বেড়ায়। হারিয়ে যাওয়া অথবা নদীতে ভেসে যাবার সম্ভাবনার কারণে এরা হাঁস পালনে ততটা উৎসাহী হয় না।

গৃহনির্মাণ

প্রবল ঝড়ের দাপট থেকে ঘর-বাড়ি রক্ষার জন্য মহিলারা তাদের ঘরের আশেপাশে যত্নের সাথে গাছ লাগিয়ে থাকেন। গৃহনির্মাণ এবং ঘরের বেড়া দেওয়ার জন্য সাধারণত হালকা নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। কারণ নদী ভাঙনের জন্য চরবাসীকে অনেক সময় দ্রুত স্থান পরিবর্তন করতে হয়।

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন

চরাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। এখানে প্রথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নারীদের প্রচলিত জ্ঞান এবং গৃহ পরিচর্যার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। নারীরা বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছড়া এবং শস্য-বীজ জ্বর, ব্যথা, ক্ষত, প্রসূতিদের জটিলতাসহ বিভিন্ন রোগে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন ক্ষত ও পোড়া জায়গায় নিমপাতা ব্যবহার এ ধরনের চিকিৎসার একটি উদাহরণ।

নদীর পানি পানের অযোগ্য বলে নারীরা পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্য একটি বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করেন। নদীর কাছে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে রাখলে তিন/চার ঘণ্টা পরে গর্তে জমা পানির ময়লা থিতিয়ে পড়ে এবং তারপর পরিষ্কার পাত্রে পানি সংগ্রহ করা হয়।

উন্মুক্ত পানিতে মাছ

চরবাসীদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় সম্পদ হচ্ছে মুক্ত পানির মাছ। কিন্তু মাছ চাষ বা মাছ ধরা একমাত্র পুরুষদের পেশা বা নীচু জাতের কাজ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় নারীদের কোনভাবেই এই পেশায় আসার সুযোগ নেই। তথাপি তারা মাছ ধরার সরঞ্জাম ছাড়াই খালি হাতে অথবা মাছ ধরার জালের বিকল্প হিসেবে পাতলা কাপড় দিয়ে মাছ ধরার বিভিন্ন কৌশল জানেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাজার

যোগাযোগ ও বাজার নারীদের জন্য খুবই সীমিত। তাদের চলাফেরাও সীমাবদ্ধ। ফলে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অনুপস্থিতিতে নারীদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বামী অথবা পরিবারের পুরুষ কর্তাকে তারা প্রভু মনে করে। স্বামীর/পুরুষ কর্তার অনুমতি ছাড়া তারা ঘরের বাইরে কোথাও যেতে পারে না, এমন কি নদী ভাঙনের সময়ও অনুমতি ছাড়া তারা ঘর থেকে বের হয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে পারে না। এই সময় তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনুমতির অপেক্ষায় থাকে।

যদিও বিধবা অথবা পুরুষ অভিবাবকহীন নারীরা বাধ্য হয়েই বাজার করতে যান। কিন্তু সামাজিকভাবে নারীদের বাজারে যাওয়াটা স্বীকৃত নয় বলে সমাজ এদেরকে ভাল চোখে দেখে না। হাটবার/ হাটের দিন থাকা সত্ত্বেও এ অঞ্চলের নারীরা পাইকারি বিক্রেতা বা ফেরিওয়ালাদের জন্য বাড়িতেই অপেক্ষা করেন।

ভাঙন পরবর্তী জীবন

ভাঙন পরবর্তী জীবনে নারীরা নিজেদের আত্মবিশ্বাস/আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং পুরুষের উপর প্রচণ্ডরকম নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অথচ ভাঙন থেকে বাঁচার জন্য পরিবার এবং সমাজে নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু নদী ভাঙনের পর পুনরায় বসতি স্থাপনের বিষয়ে নারীদের সাথে কোন প্রকার আলোচনা করা হয় না। এমন কি আয় রোজগার করার সুযোগও দেওয়া হয় না। নারীদের অবদানগুলো অদৃশ্য এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ফলে দেখা যায় যে পুরুষ অভিবাবক ছাড়া নারীরা নিজেদের খুবই অসহায় বোধ করে।

এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নারীদের ভূমিকা প্রযুক্তিবিদের মতোই ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল অবস্থা থেকে তাদের পরিবার ও সমাজকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে তাদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গৃহস্থালিতে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীদের জ্ঞান এবং দক্ষতা খাদ্য প্রস্তুত, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীর প্রযুক্তিগত বিশ্ব পুরুষের এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রযুক্তি বলতে আমরা যা বুঝি তার থেকে ভিন্ন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ চর অঞ্চলের নারীদের জীবনেরই একটি অংশ যা উৎপাদন, পরিবর্তন এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে তাদের উপর প্রচণ্ড রকম প্রভাব ফেলে।

নারীদের নিজস্ব ধারণার উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবন এবং আত্মীকরণ হয়। বিশেষ করে যখন তারা ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের সাথে যুক্ত থাকে।

অধিবেশন-১১

বিষয় : **সমাজে নারী এবং পুরুষের চাহিদা**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- জেন্ডার চাহিদা কি তা জানতে ও বলতে পারবেন।
- জেন্ডার চাহিদা কেন বিবেচনায় আনা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জেন্ডার চাহিদা এবং প্রযুক্তির মধ্যে কি সম্পর্ক তা জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলীয় অনুশীলন ও উপস্থাপন।

উপকরণ : ছবির সেট ।

সহায়ক উপকরণ : বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার।

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
আলোচনা ১০ মিনিট	**ধাপ-১** ● পূর্বের অধিবেশনগুলোর সাথে মিল রেখে জেন্ডার, জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার চাহিদা কি তার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। বিশেষত প্রযুক্তি কিভাবে জেন্ডার ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদান করছে ও কি কি জেন্ডার চাহিদা উদ্ভূত হতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করুন। - পূর্বে অধিবেশনগুলো থেকেই পাওয়া যাবে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিরাজমান। এই বৈষম্যের প্রধান কারণ, নারী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা। নারী পুরুষের ভিন্ন ভূমিকার জন্য চাহিদাও ভিন্ন। - নারী ও পুরুষের যে চাহিদার ভিন্নতা বিদ্যমান সে সম্পর্কে সহায়ক আলোচনা করবেন। - জেন্ডার ভূমিকার কারণে নারী ও পুরুষ ভিন্ন অবস্থায় ও অবস্থানে রয়েছে।	ছবির সেট, ভিপ বোর্ড, পোস্টার পেপার
দলীয় অনুশীলন ১৫ মিনিট	**ধাপ-২** ● এর পর অংশগ্রহণকারীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে একটি করে ছবি দিয়ে ঐ ছবিগুলোর বিষয় নির্ধারণ করতে বলুন, সেই সাথে ছবিগুলোতে উল্লিখিত কাজগুলো করতে একজন নারী ও একজন পুরুষের যে চাহিদা বা প্রয়োজনসমূহ দেখা দেয় সেগুলোর মধ্য থেকে পাঁচটি করে বিশেষ চাহিদা বা প্রয়োজন (নারীর পাঁচটি, পুরুষের পাঁচটি) পোস্টার পেপারে লিখতে করতে বলুন। এর জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন।	
৫ মিনিট	**ধাপ-৩** ● নির্দিষ্ট সময় শেষে সকলে বড় দলে ফিরে এলে একে এক প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। সকলের উপস্থাপন শেষে পোস্টার পেপারে উল্লিখিত কাজগুলোর ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের চাহিদা বিশ্লেষণ করুন ও জেন্ডার চাহিদার সংজ্ঞা প্রদান করুন। বলুন যে, জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর বিশেষ কিছু চাহিদা বা প্রয়োজনের দেখা দেয়, একেই বলে জেন্ডার চাহিদা।	

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা ১৫ মিনিট	**ধাপ-৪** • এবার অংশগ্রহণকারীদের লেখা চাহিদাগুলো থেকে দু ধরনের জেন্ডার চাহিদার (বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা এবং কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা) বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন। • অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করে জেনে নিন দু ধরনের জেন্ডার চাহিদা তাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে কিনা। • এবারে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, কোন ধরনের জেন্ডার চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ। • অংশগ্রহণকারীদের মতামতের সঙ্গে নিজের মতামত যুক্ত করে বলুন যে, দু ধরনের জেন্ডার চাহিদাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা নারীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা এক দিকে নারীর অবস্থান পরিবর্তন করে, আরেক দিকে তার অবস্থাকে সংহত করে। কাজেই, দু ধরনের জেন্ডার চাহিদা সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পরের পরিপূরক। • অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, কেন জেন্ডার চাহিদা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। উত্তর জেনে ব্যাখ্যা করুন, সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করতে হলে জেন্ডার চাহিদা পূরণের বিষয়টি অপরিহার্য। এই অসম অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য নারীর জেন্ডার চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে নারীদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়ে থাকে।	ছবির সেট, ভিপ বোর্ড, পোস্টার পেপার
আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর ১৫ মিনিট	**ধাপ-৫** • এবারে প্রযুক্তি এবং জেন্ডার চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করুন। এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের কোন ধারণা আছে কিনা জেনে নিন এবং আলোচনা উপস্থাপন করুন। • যে কোন কাজ করতে গেলে শ্রম, সময় ও প্রযুক্তি প্রয়োজন। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা নারীর প্রাত্যহিক চাহিদা। এই চাহিদা পূরণ হলে শ্রম, সময় ও প্রযুক্তিকে স্বীকৃতি প্রদান করে সম্পদ উৎপাদন করতে হবে যা নারীর অবস্থা পরিবর্তনে সহায়ক। অপর দিকে কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা পূরণের ফলে নারী-পুরুষের সম্পদের ওপর ভোগ, নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যা তার অবস্থান পরিবর্তন ঘটাতে সহায়তা করবে। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করে জেনে নিন, তারা জেন্ডার চাহিদা এবং প্রযুক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পেরেছেন কিনা। অংশগ্রহণকারীদের কোন কিছু জানার থাকলে উত্তর দিন, হ্যান্ডআউট বিতরণ করুন এবং ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।	

হ্যান্ডআউট ১১/১

জেন্ডার চাহিদা

সাধারণত চাহিদা বলতে আমরা মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের প্রয়োজনীয়তাকে বুঝি। এ সকল চাহিদা সাধারণত স্বাভাবিক চাহিদা বা মৌলিক চাহিদা বলে চিহ্নিত। সাধারণ চাহিদা ও জেন্ডার চাহিদার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। জেন্ডার চাহিদা কেবল নারীদের। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অবস্থানগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও, বিশ্বব্যাপী এখনও নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক অধস্তন অবস্থায় রয়েছে এবং নারীর এই অধস্তন/ হীন অবস্থার কারণেই জেন্ডার চাহিদা শুধু নারীদের হয়ে থাকে। নারীর জেণ্ডার চাহিদা প্রধানত দুটি কারণে উদ্ভূত হয়। প্রথমত: সমাজে প্রচলিত জেন্ডার শ্রম বিভাগ। এর ফলে নারীকে তিন ধরনের ভূমিকা (পুনরুৎপাদনমূলক, উৎপাদনমূলক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনামূলক) পালন করতে গিয়ে এদের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করতে হয়। দ্বিতীয়ত: সুযোগ, অধিকার, মর্যাদা, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পছন্দের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অসমতা। এই দুই বৈষম্যমূলক বাস্তবতা থেকেই নারীর জেন্ডার চাহিদার উদ্ভব।

জেন্ডার চাহিদা দুই ধরনের- (ক) **বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা** (খ) **কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা**।

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা

নারীর প্রাত্যহিক জীবনযাপন ও তার কাজকর্ম সম্পাদনের বাস্তব সমস্যা থেকে উদ্ভূত হয় বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা। একজন নারী (সকাল থেকে রাত পর্যন্ত) তার দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে গিয়ে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ নারীরা তাদের তিন ধরনের ভূমিকা পালনে যে সমস্যার মুখোমুখি হন বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা পালন সহজতর হয়, কাজের বোঝা হ্রাস পায়। ফলে নারীর জীবনযাত্রার মান কিছু মাত্রায় উন্নত হয়, তার দৈনন্দিন কাজের বোঝা কিছুটা লাঘব হয় এবং সেগুলো তারা আরো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। যেমন- নারীর দূর থেকে খাবার পানি সংগ্রহের কষ্ট লাঘবের জন বাড়িতে টিউবওয়েল বা পাকা কুয়া স্থাপন, উন্নত চুল্লি সরবরাহের মাধ্যমে জ্বালানি ও শ্রমের সাশ্রয় করা, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, পাকা পায়খানা তৈরি করে সন্তানদের কৃমিরোগ থেকে মুক্ত করা, নারীকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে স্বাক্ষরতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীকে আয়-উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত করে সংসারের অভাব কিছুটা দূর করা, ইত্যাদি হল বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের নমুনা। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর অবস্থার উন্নয়ন ঘটলেও তা কিন্তু সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে না, অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা, নারীর অধস্তন অবস্থান পরিবর্তনে সরাসরি সহায়তা করে না, কিংবা প্রচলিত জেন্ডার শ্রম বিভাগকে চ্যালেঞ্জ করে না। এই জেন্ডার চাহিদা ব্যবহারিক প্রকৃতির এবং তা আশু প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সাড়া দেয়। এই চাহিদা সহজে পূরণ করা সম্ভব এবং এই চাহিদা পূরণের উপকরণ বা উপায়গুলো প্রত্যাহার করে নিলে নারীর অবস্থা আবার পূর্বের মতো হয়ে পড়ে।

কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা

সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর অধস্তন অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন থেকে নারীর কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার উদ্ভব। পুরুষের তুলনায় নারীর অধস্তন অবস্থান বিশ্লেষণ এবং তা মোকাবেলা করার জন্য কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা চিহ্নিত করা হয়; এই চাহিদা প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তনে সচেষ্ট। নারীর এই জেন্ডার চাহিদা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর হীন অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে। মোট কথা ক্ষমতা, অধিকার, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পছন্দ, সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা বা বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে যে চাহিদার উদ্ভব হয় সেটা হল কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা। জেন্ডার শ্রমবিভাগ, ক্ষমতা, মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, আইনগত অধিকার অর্জন, সমান মজুরি প্রাপ্তি, সম্পদে মালিকানা ও নিজ আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ, নিজ দেহ ও প্রজননের উপর আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার, পারিবারিক নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ ইত্যাদি কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেহেতু এই জেন্ডার চাহিদা নারীর মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার, ক্ষমতা ইত্যাদি অর্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই এটা পূরণ অত্যন্ত কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর সমতা অর্জন, বিরাজমান জেন্ডার ভূমিকায় পরিবর্তন আনায়ন এবং এর ফলস্বরূপ নারীর অধস্তন অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করতে তৎপর হয়।

তবে বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা ও কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি অন্যটির পরিপূরক।

উৎস : জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট

বাস্তবমুখী ও কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার মধ্যে পার্থক্য

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা	কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা
• বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকা পালনে সহায়তা করে অর্থাৎ জীবনযাপন মান উন্নত করে, দৈনন্দিন কাজের বোঝা লাঘব করে। • তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয়, স্বল্পমেয়াদি ও অবিলম্বে পূরণীয়। • দৈনন্দিন চাহিদার স্বার্থে সম্পর্কিত। যেমন- খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জ্বালানি, পানীয় জল, নিরাপদ মাতৃত্ব ইত্যাদি। • নারীদের পক্ষে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। • নারীদের উপকারভোগীরূপে দেখা হয়। • নারীদের পরিবর্তনের প্রতিনিধি বা চালিকা শক্তি হিসাবে দেখা হয়। • নারীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। • নারীদের প্রচলিত ভূমিকা পরিবর্তন করে তাদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করে। • নারী ও পুরুষের মধ্যকার জেন্ডার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়। • প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পরিষেবা যোগানোর মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ সম্ভব। যেমন- খাদ্য ও পুষ্টি সাহায্য, নলকূপ ও পাকা পায়খানা স্থাপন, উন্নত চুলা সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদি। • এই চাহিদাপূরণের উপায়, উপকরণ বা শর্তাবলী প্রত্যাহার করে নিলে নারীর অবস্থা আবার পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যায়।	• বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তন করে। নারীর মর্যাদা, অধিকার, নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা, পছন্দ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। • দীর্ঘমেয়াদি, অবিলম্বে পূরণযোগ্য নয় বা পূরণ করা দুরূহ। • নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটভিত্তিক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নারীর জন্য ভিন্ন রকম। • সকল নারীর ক্ষেত্রে সাধারণত একই। • প্রতিকূল অবস্থা বা অধস্তন অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন- নারীর মর্যাদা, অধিকার, নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতাহীনতা। • সাধারণত নারীরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারেন না। • নারীর অবস্থানের উন্নয়ন ঘটায়। • নারীদের প্রচলিত ভূমিকা (জেন্ডার ভূমিকা) বা সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থান পরিবর্তন করে না। • নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের (জেন্ডার) উন্নয়ন ঘটায় না। • শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সংগঠন, উদ্বুদ্ধকরণ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, আত্মনির্ভরশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে লাগাতার প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ সম্ভব। • একবার এই চাহিদা পূরণ বা অর্জিত হলে তা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়।

উৎস : জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট

অধিবেশন-১২

বিষয় : **মাঠকর্মী ও গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -
সমাজকর্মী এবং গ্রামবাসীদের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি/আচরণ কি ধরনের হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রভাষণ, দলীয় আলোচনা ও অনুশীলন, উপস্থাপন ও প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ : উদ্ধৃতি লেখা কার্ড।

সহায়ক উপকরণ : চার্ট পেপার, বোর্ড, মার্কার

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রভাষণ ২০ মিনিট	**ধাপ-১** ● সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবেন। অতপর অংশগ্রহণকারীদের দুটি দলে ভাগ করতে হবে। ● ১নং দল- মাঠকর্মী, ২নং দল- গ্রামবাসী। ● প্রতিটি দলকে উদ্ধৃতি লেখা কার্ডের হ্যান্ডআউট অথবা স্টিকার দিন। গ্রামবাসী দলকে মাঠকর্মীদের উদ্ধৃতি এবং মাঠকর্মীদের গ্রামবাসীদের উদ্ধৃতি লেখা কার্ড দিন।	উদ্ধৃতি লেখা কার্ড
দলীয় আলোচনা ৩০ মিনিট	**ধাপ-২** প্রত্যেক দলকে দলীয়ভাবে নিজেদের মধ্যে উদ্বৃতি ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।	
উপস্থাপন ও আলোচনা ৪০ মিনিট	**ধাপ-৩** দুটি দলকেই তাদের প্রাপ্ত উদ্বৃতির ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বলুন। সে ক্ষেত্রে গ্রামবাসী দল মাঠকর্মী এবং মাঠকর্মী দল গ্রামবাসীদের উদ্বৃতির উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে। এক একটি উদ্ধৃতি পড়তে বলুন এবং তার প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করতে বলুন। - উদ্ধৃতিগুলোর মধ্য দিয়ে গ্রামবাসী ও মাঠকর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি প্রতিফলিত হচ্ছে। - উদ্ধৃতিগুলোর মাধ্যমে কি বোঝানো হচ্ছে? - সকলে এই অধিবেশনটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে প্রশ্নোত্তর পর্ব সমাপ্ত করুন। অংশগ্রহণকারীদের আর কোন প্রশ্ন না থাকলে অধিবেশনটি সমাপ্ত করুন।	

দল - ১ - গ্রামবাসীদের উক্তি

- আমি সব সময়ই মেশিন ব্যবহার করার সময় অসুবিধার সম্মুখীন হই, (নির্দিষ্ট কোন মেশিন যন্ত্র/অথবা কৌশলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে) কিন্তু আমি বার বারই চেষ্টা করে যাই।
- মাঠকর্মী কখনই বিশ্লেষণ করেন না যে এটা কিভাবে কাজ করবে- পরবর্তী সময় আমি এ বিষয়ে আরো প্রশ্ন করব।
- মাঠকর্মী অনেক তাত্ত্বিক বিষয় জানেন, কিন্তু গ্রাম সম্পর্কে তার খুবই কম ধারণা রয়েছে।
- আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কম, আর মানুষ মনে করে যে আমি একটি মেশিন চালাতে পারব না। (নির্দিষ্ট কোন মেশিনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে)।
- আমি অবশ্যই বাড়িতে থাকব, আমি কোন ধরনের প্রশিক্ষণ চাই না।
- আমি হয়ত পড়তে পারব না, কিন্তু আমি জানি কিভাবে ধান-বীজ কিংবা আলু-বীজ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- তাঁরা একেবারেই জানে না এবং বুঝতে পারে না আমরা আমাদের সন্তান অসুস্থ হলে কি করি।
- তাঁরা মনে করে আমি এই মেশিনগুলো সম্পর্কে জানি না (নির্দিষ্ট কোন মেশিনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে) বা এর কাজ সম্পর্কে বুঝাতে পারি না কারণ আমি একজন দরিদ্র ও নারী।

দল-২ - মাঠকর্মীদের উক্তি

- আমরা খুব ভাল জানি আপনাদের মতো অবস্থানের জনগণকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে।
- আমাদের মেশিন রয়েছে, (যে কোন নির্দিষ্ট মেশিন ও কৌশলের নাম উল্লেখ করতে হবে) এর মাধ্যমে আপনাদের সমস্যার সমাধান করব।
- এই মেশিন ব্যবহারের সঠিক এবং ভুল দিক রয়েছে।
- আমরা এই মেশিন ব্যবহার উভয় দিকই পরীক্ষা করছি, (নির্দিষ্ট কোন মেশিন যন্ত্র/অথবা কৌশলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে) এটাই হচ্ছে ভাল পন্থা।
- আমি সঠিকভাবে জানতে পারব যে এই নারীরা শিখতে চায় বা শেখার চাহিদা রয়েছে।
- আমি কিভাবে তাদের এই মেশিনটি সম্পর্কে শেখাবো (নির্দিষ্ট কোন মেশিন যন্ত্র/অথবা কৌশলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে) কখন তারা শুধু পড়তে অথবা লিখতে পারবে।

অধিবেশন-১৩

বিষয় : **নারীর প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং ব্যবহার : নীতি ও কৌশলের প্রভাব (policy Environment)**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -
নারীদের প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতি ও কৌশলের প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, আলোচনা, পঠন, দলীয় অনুশীলন, উপস্থাপন ও প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ : কেস

সহায়ক উপকরণ : চার্ট পেপার, মার্কার, বোর্ড।

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
আলোচনা ও পঠন ১৫ মিনিট	**ধাপ-১** কেসগুলোর বিষয় নিয়ে প্রারম্ভিক আলোচনা শুরু করুন।	
দল বিভাজন ও আলোচনা ২৫ মিনিট	**ধাপ-২** অংশগ্রহণকারীদের তিনটি বা চারটি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে কেস দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত প্রশ্নের ভিত্তিতে কেসগুলোকে আলোচনা করতে বলুন। প্রশ্নগুলো হল নিম্নরূপ : ● আলোচিত কেসে কি কি নীতির কথা বলা হয়েছে হয়েছে? ● কিভাবে এগুলো নারীর জীবনকে প্রভাবিত করছে? ● নারীদের প্রযুক্তি ব্যবহারের পথে কিভাবে এগুলো প্রভাব ফেলছে/বাধা দিচ্ছে? ● নারীরা কিভাবে এর সপক্ষে/বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে? বিশ্লেষণগুলো বড় চার্ট-পেপারে লিখতে অনুরোধ করুন।	
দলীয় অনুশীলন ও উপস্থাপন ৩০ মিনিট	**ধাপ-৩** প্রতিটি দলের পক্ষ থেকে একজন করে উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান করুন। দলের উপস্থাপনা শেষ হলে আলোচনাগুলোর সংক্ষিপ্তসার করুন।	বড় চার্টপেপার
আলোচনা ২০ মিনিট	**ধাপ-৪** ● এবার আলোচনা করুন: নারী ও পুরুষ উভয়েই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে, প্রয়োজনে আত্মস্থও করছে। প্রযুক্তি প্রবর্তনে নতুন নতুন নীতি গ্রহণও করা হচ্ছে । তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, নারী পুরুষের সমপর্যায়ে আসতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে । এ সব নীতির প্রভাব এড়ানোর জন্য/পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ● আলোচনার সারসংক্ষেপ করুন ও অধিবেশনের পরিসমাপ্তি করুন।	

কেস - ১৩/১

ভিক্টোরিয়া লেকে নিকেজি মাছ

ভিক্টোরিয়া লেকের কূলবর্তী এলাকায় যে সব নারী বসবাস করছে তারা এই বৃহৎ লেকের স্বাদু জল থেকে বিভিন্ন ধরনের মাছ সংগ্রহ করেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ছোট ছোট নিকেজি মাছ পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে সহায়তা করে। শৈশবকালীন রোগ বিশেষত হাম এবং কোয়াশিওকর রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে; তারা এভাবে এটিকে আরোগ্যকর ভেষজ হিসেবেও বিবেচনা করে।

নারীরা শুধু মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তারা নিজেরাই মাছ ধরত। নিকেজি মাছ ধরার জন্য তারা বিশেষ আয়তাকার ফাঁপানো একটি জাল ব্যবহার করত এবং নিকেজি মাছকে আকর্ষিত করার জন্য কাঁটাযুক্ত গুল্মের ছাই ব্যবহার করা হত। প্রচলিত মাছ ধরার এই যন্ত্রটি প্যাপিরাস গাছের বাকল, কলার আঁশ ও লতাপাতা দিয়ে তৈরি হত।

আধুনিক মাছ ধরার প্রযুক্তি প্রচলিত হওয়ায় এই প্রযুক্তিকে বদলে দিয়েছে এবং নারীদের কাজের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে। নারীরা এখন শুধু মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজই করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কলাগাছের পাতা, শাক-সবজির খোসা, এবং ঘাস দিয়ে; ধোঁয়া তৈরি করে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহার করে থাকে। নিকেজি মাছে স্নেহজ পদার্থের পরিমাণ কম থাকায় পরিষ্কার পাথরের উপর সূর্যতাপে শুকানোই উপযোগী। মাছের গন্ধ বজায় রাখার জন্য, মাছের উপর ঘাস দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। শুষ্ক করার এই প্রক্রিয়াটি রাত দিন উভয় সময়েই চলে। কারণ রাতে উত্তপ্ত পাথর থেকে বিচ্ছুরিত তাপ মাছ শুকানোর উপযোগী।

উগান্ডা সরকার এবং আরো দুটি আন্তর্জাতিক কোম্পানি এবং বিদেশী মৎস্য বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে ১৯৬৫ সালে নাইল পার্চ এবং তেলাপিয়া মাছ চাষ করার জন্য এই লেকটিকে ব্যবহার শুরু করে। যখন মাছ চাষ শুরু করা হয় তখন স্থানীয় কমিউনিটির সাথে কোন পরামর্শ করা হয় নি। নতুন প্রজাতির এই মাছ নিকেজি মাছগুলোকে খেয়ে ফেলতে শুরু করে। ফলে নিকেজি মাছ ক্রমান্বয়ে বিলীন হওয়ার পথে। যখন নিকেজি মাছ কমতে শুরু করে তখন জলীয় জীবাণু ও অন্যান্য শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদগুলো বাড়তে থাকে। পূর্বে নিকেজি মাছ এগুলো খেয়ে ফেলত। ফলে এখন পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হচ্ছে । এদিকে নাইল পার্চ মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য হ্রদের পাশেই বৃহৎ এলাকা জুড়ে কারখানা স্থাপন করা হয়। যার মাধ্যমে দূষণ সৃষ্টি করে। যে সব মা তাদের পরিবারের পুষ্টিহীনতা রোধে নিকেজি মাছের উপর নির্ভর করত তারা মাছের অভাব বোধ করতে থাকে। তারা তাদের শিশুকে নাইল পার্চ মাছ দিতে পারে না, কারণ এই মাছে স্নেহ জাতীয় উপাদানের পরিমাণ অনেক বেশি।

এ অবস্থা মোকবেলা করার জন্য নারীরা একটি উদ্ভাবনী পন্থা বের করে। তারা এই দুষ্প্রাপ্য নিকেজি মাছ শুকানোর পর নোড়া দিয়ে পাথরের উপর ঘসে ঘসে মাছ গুঁড়ো করে চালনি দিয়ে চেলে নেয়। এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে কোন প্রকার সংরক্ষক দ্রব্য ব্যতীতই মাছ দীর্ঘদিন রেখে দেওয়া সম্ভব। প্রয়োজন অনুসারে এই পাউডার তারা শিশু খাদ্য ও অন্যান্য খাদ্যে স্বল্প মাত্রায় ব্যবহার করতে শুরু করল। মাছ একবার শুকিয়ে গেলে তা পুনরায় গুঁড়ো করার পূর্বে ধোয়া সম্ভব নয়। তাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য মহিলারা মাছ ধরার সাথে সাথেই ধুয়ে ফেলতে শুরু করে এবং এই মাছ কাঠির মধ্যে গেঁথে প্যাপিরাসের মাদুর বিছিয়ে শুকাতে শুরু করে।

এই উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া দেখার পর অনেক উদ্যোক্তাই স্থানীয় মহিলাদের এই মাছ পাউডার করার প্রক্রিয়াটিতে আকৃষ্ট হয় এবং এ ধারণাটি গ্রহণ করে। সম্প্রতি সরকার নিকেজি মাছের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পশু-শিল্প এবং মৎস্যমন্ত্রী ছোট ছিদ্রের মাছ ধরার যন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দ্বিতীয়ত, কর্তৃপক্ষ নিকেজি মাছে যে আরোগ্যকর ভেষজ বিদ্যমান তা নিরূপণের চেষ্টা করেন। তাই এ বিষয়ে একটি গবেষণাও করা হয়। এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জাতীয় পুষ্টি হাসপাতালগুলো নিকেজি মাছ ব্যবহার করে শিশুরোগ নিরাময়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কৃত্রিম পুকুর খনন করে মহিলাদের মাছ চাষ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে এ পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। এর কারণ হল সরকার এখনও নাইল পার্চ মাছ চাষের পক্ষে।

অধিবেশন-১৪

বিষয় : **নারীদের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

প্রযুক্তিগত উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্তকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, আলোচনা, ভূমিকাভিনয় ও প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ : ভূমিকাভিনয়ের বিষয়।

সহায়ক উপকরণ : বোর্ড, মার্কার

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রভাষণ ও আলোচনা ২০ মিনিট	**ধাপ -১** সাতজন অংশগ্রহণকারীকে স্বেচ্ছায় অভিনয়ের জন্য আহ্বান জানান। বিষয়বস্তু এবং ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের বলুন। তাদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য সময় দিন।	
ভূমিকাভিনয় ৪০ মিনিট	**ধাপ-২** ভূমিকাভিনয় উপস্থাপন করতে বলুন। অভিনয়ের দলে থাকবেন- **মাঠকর্মী (একজন পুরুষ)** মাঠকর্মী একটি প্রযুক্তিসম্পন্ন উপকরণকে গ্রামের কাছে পরিচিত করতে চায়। (অভিনয়কারী দলটিই সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে বেছে নেন) তিনি গ্রামের মানুষকে নতুন প্রযুক্তির প্রতি আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট থাকবেন। প্রযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্য দেবে। **নারী নেত্রী (একজন)** এতদিন ধরে দাদী-নানী, মা-খালাদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার দ্বারা কি করে এসেছেন তা ব্যাখ্যা করার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। জানতে চাইবেন মাঠকর্মীর নতুন প্রযুক্তি তাদের কাজের ক্ষেত্রে কি উন্নতি ঘটাবে। **গ্রামীণ নারী (দুজন) -** নারী নেত্রীর মতামতকে তারা সমর্থন জানাবে। ভূমিকাভিনয়ের বিষয় **গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ (একজন)** তিনি বোঝাতে চাইবেন যে, এত দিন ধরে যে সব জিনিসের ব্যবহার চলছে সেগুলোই ভাল এবং তাদের নতুন কিছুর প্রয়োজন নেই।	বড় চার্টপেপার

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর ৩০ মিনিট	**<u>গ্রামীণ যুবক (দুজন)</u> -** তারা মাঠকর্মী বর্ণিত প্রশিক্ষণে অংশ নিতে আগ্রহী। তারা মনে করে যে, গ্রামের বৃদ্ধ মহিলাটি যে জ্ঞানের কথা বলছেন তা ‘পুরানো’। তারা ‘আধুনিক’ হতে চায়। **ধাপ-৩** ভূমিকাভিনয়টি নিয়ে আলোচনা করুন। কি ঘটছে এবং কেন ঘটছে? - এটা আলোচনা করুন। আলোচনা শেষ হলে কারো প্রশ্ন না থাকলে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।	

অধিবেশন-১৫

বিষয় : **ভিডিও বিশ্লেষণ।**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগন -
প্রশিক্ষণের সামগ্রিক বিষয়বস্তুকে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, ভিডিও প্রদর্শন, দলীয় আলোচনা, উপস্থাপন।

উপকরণ : ভিডিও ক্যাসেট।

সহায়ক উপকরণ : প্রজেক্টর, বোর্ড ও মার্কার।

বিশেষ নোট

❑ *এই অনুশীলনটি একটি ভিডিও ফিল্ম। শুধুমাত্র সুযোগ থাকলেই প্রদর্শন করবেন।*

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
ভিডিও প্রদর্শন ৪০ মিনিট	সহায়ক প্রারম্ভিক আলোচনা করবেন। এর পর অংশগ্রহণকারীদের ভিডিওটি দেখাতে হবে।	ভিডিও
দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন ৫০ মিনিট	**ধাপ -২** ভিডিও দেখা শেষ হলে, অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে বিভক্ত করে নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করতে বলুন। ● ফিল্মের ঘটনাগুলোতে দেখানো নতুন নতুন তৎপরতার পেছনে কিসের প্রভাব ছিল? ● আপনি কি আপনার কর্মময় জীবন থেকে বা আপনার এলাকার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু আবিষ্কারের কথা ভাবতে পারেন? ● নারী ও প্রযুক্তি বিষয়ে নতুন কি তথ্য এই ভিডিওটিতে ছিল? মুক্ত আলোচনা করুন। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিন। সকলে অধিবেশন সম্পর্কে জ্ঞাত হলে অধিবেশনটি সমাপ্ত করুন।	

অধিবেশন-১৬

বিষয়	:	**জেন্ডার এবং প্রযুক্তির আঙ্গিকে প্রকল্প বিশ্লেষণ ও পুনঃপ্রণয়ন**
উদ্দেশ্য	:	অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ - জেন্ডার এবং প্রযুক্তি এই ধারণার আলোকে প্রকল্প/কর্মসূচি বিশ্লেষণ ও পুনঃপ্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন।
পদ্ধতি	:	প্রভাষণ, দলীয় অনুশীলন ও উপস্থাপন।
সময়	:	২ ঘণ্টা।
উপকরণ	:	হ্যান্ডআউট।
সহায়ক উপকরণ	:	বোর্ড পিন, চার্ট পেপার ও মার্কার।

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রভাষণ, আলোচনা ১০ মিনিট	**ধাপ -১** জেন্ডার ও প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রারম্ভিক আলোচনা শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের সাথে জেন্ডার বিশ্লেষণের হ্যান্ডআউটটি (আগের দিন বন্টন করা হয়েছে) নিয়ে আলোচনা করুন।	চার্ট পেপার
দলীয় অনুশীলন ও আলোচনা ৪৫ মিনিট	**ধাপ -২** অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করুন। অংশগ্রহণকারীরা যে প্রকল্প নিয়ে এসেছে তা বিশ্লেষণ করে গ্যাপসমূহ চার্ট পেপারে লিখতে বলুন।	
দলের উপস্থাপন ৪০ মিনিট	**ধাপ -৩** প্রতিটি দলকে 'জেন্ডার এবং প্রযুক্তি' এই ধারণার আলোকে প্রকল্প বিশ্লেষণ করে যে গ্যাপসমূহ চিহ্নিত করেছেন তা কিভাবে পূরণ করা যায় সে সম্পর্কিত দলীয় মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্পটি পুনঃপ্রণয়ন করতে বলুন। সব দলের কাজ হলে একে একে উপস্থাপন করতে বলুন।	
আলোচনা ২৫ মিনিট	**ধাপ -৪** নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে দলীয় উপস্থাপনার সারসংক্ষেপ করুন- • প্রকল্পসমূহে জেন্ডার, প্রযুক্তি এবং তার ব্যবহারিক দিকে কোথায় গ্যাপ রয়েছে। • প্রকল্পে যে জেন্ডার ও প্রযুক্তিগত গ্যাপ রয়েছে তা কিভাবে পূরণ করবেন। • প্রকল্প পরিকল্পনায় জেন্ডার বিশ্লেষণ কিভাবে সাহায্য করেছে? • এই পদ্ধতিতে কাজ করতে আপনি কেমন বোধ করবেন? • চূড়ান্ত প্রকল্প সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন? • বাস্তব জীবনে এই জেন্ডার বিশ্লেষণ কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে? প্রত্যেক দলের উপস্থাপনের সময় সহায়ক নোট রাখবেন এবং পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে পর্যালোচনা করবেন যাতে প্রকল্প বিশ্লেষণ ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঘটনাটির বিষয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারেন। কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।	

হ্যান্ডআউট ১৬/১

জেন্ডার বিশ্লেষণের ধাপসমূহ

ধাপ-১ জেন্ডার ভূমিকা চিহ্নিতকরণ

জেন্ডার পরিকল্পনা নারীর তিনটি ভূমিকাকে সনাক্ত করে। পুনরুৎপাদনমূলক, উৎপাদনমূলক এবং সামাজিক ভূমিকা। পুরুষ সাধারণত উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। পূর্বের অধিবেশন যে হ্যান্ডআউট প্রদান করা হয়েছিল তার আলোকে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

বিবেচনা করতে হবে

- কোথায় কর্মকাণ্ডগুলো সংঘটিত হচ্ছে?
- কখন সম্পন্ন হবে (নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য যথাযথ)?
- কত সময় ধরে চলবে?
- নারী-পুরুষ কে কোন ভূমিকায় থাকবে?
- নারীকে কি প্রচলিত ভূমিকায় ভাবা হচ্ছে?
- নারীর মবিলিটি বাড়াতে সহযোগিতা করছে কি?

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মূল ইস্যুসমূহ

- কোন ধরনের প্রযুক্তি কোন ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়?
- কোন কাজগুলো সময় এবং শ্রম সাপেক্ষ? কারা সে সব কাজ করে? প্রযুক্তির উদ্ভাবন কি সময়কে হ্রাস করেছে? শ্রমিকদের উপর এর কি প্রভাব পড়েছে?
- প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে নারীদের উৎপাদনমূলক ও পুনরুৎপাদনমূলক কাজে কি প্রতিফলন ঘটেছে?
- প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে কি পুনরুৎপাদনমূলক কাজে শ্রম হ্রাস ঘটবে?
- প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে কি বিদ্যমান কাজের যে বিভাজন রয়েছে তার পরিবর্তন হবে?
- প্রকল্প কি মৌলিক সেবা এবং চাহিদা যেমন পানি, জ্বালানি ও পরিবহণকে প্রভাবিত করবে?
- এগুলো কিভাবে নারীর ও পুরুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে?
- প্রকল্পের কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ প্রণয়ন/নবায়নকালে এই তথ্যগুলো কি অর্থ বহন করে।

ধাপ-২ সম্পদ ব্যবহারের অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ নির্ণয়

বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়নকালে জেন্ডার ভূমিকা চিহ্নিতকরণই যথেষ্ট নয়। নারী ও পুরুষের সম্পদ ব্যবহারের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে এবং প্রকল্প কর্মকাণ্ডের ফলে নারী ও পুরুষের সুবিধা ভোগের মাত্রা পরিমাপ করতে হবে।

প্রথম সম্পদ ব্যবহারকারী, অধিকারী ও নিয়ন্ত্রণকারীকে চিহ্নিত করতে হবে। পূর্বের অধিবেশনের আলোকে আলোচনা করতে হবে। প্রকল্পের সুফল ভোগের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়কে বিবেচনা করা হয়েছে কি না তা চিহ্নিত করতে হবে।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে বিবেচনা করা যেতে পারে-

- ভূমি
- মূলধন
- শ্রম
- দক্ষতা/প্রযুক্তি
- শিক্ষা
- ঋণ/সঞ্চয়
- তথ্য
- মতামত
- পছন্দ
- সিদ্ধান্তগ্রহণে ভূমিকা
- নিয়ন্ত্রণ

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মূল ইস্যুসমূহ

- প্রযুক্তির জন্য ব্যবহৃত সম্পদের উপর নারী ও পুরুষের কি সমান অধিকার রয়েছে?
- কারা এই সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে? কিভাবে তা প্রকল্পের উপর বর্তায়?
- বর্তমানের যে নিয়ন্ত্রণের ধারার তার কি কোন পরিবর্তন ঘটবে?
- এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য নারী ও পুরুষের কি সমান দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের অধিকার রয়েছে?
- প্রকল্প যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তা কি নারীর উপযোগী?
- নারীদের কি নিজেদের জমি রয়েছে? এটা কি প্রকল্পকে প্রভাবিত করে?
- নারীদের কি ঋণ গ্রহণের অধিকার রয়েছে? এটা প্রকল্পে কি তাৎপর্য বহন করে?
- গ্রামে কারা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী? এটা কি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রভাবিত করে? নারীরা কি প্রকল্প কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে সক্ষম?
- কমিউনিটিতে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম কি? নারী ও পুরুষ উভয়ই কি প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত? এই প্রকল্পে তাদের আচরণ কি?
- প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কি নারীরা সুবিধা অর্জন করছে/লাভবান হয়েছে? যদি হ্যাঁ হয়, কিভাবে? যদি না হয়, কেন নয়?
- প্রকল্পটি কি নারীদের সম্পদ ব্যবহারের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের উপর কোন পরিবর্তন ঘটাবে?

ধাপ-৩ : সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা

জেন্ডার বিশ্লেষণে আরো অন্যান্য উপাদানসমূহ বিবেচনায় রাখা দরকার যেগুলো প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবকে প্রভাবিত করতে পারে এবং বর্তমান সুযোগ ও সীমাবদ্ধতাকে প্রভাবিত করবে। এই উপাদানগুলো হল:

- সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান: সামাজিক প্রথা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রচলিত প্রথা, ধর্ম, প্রাতিষ্ঠানিক রীতি/ব্যবস্থা।
- অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ: দারিদ্রের মাত্রা, মুদ্রাস্ফীতি, অবকাঠামো, আয়ের বন্টন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- পরিবেশগত উপাদানসমূহ: ভূমির প্রাপ্যতা ও বৈশিষ্ট্য/গুণাবলি, জ্বালানি ও পানির প্রাপ্যতা।
- রাজনৈতিক উপাদানসমূহ: ক্ষমতার সম্পর্ক , সরকারি প্রভাব, আইনি ব্যবস্থাসমূহ, কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- জনমিতিক উপাদানসমূহ: অভিগমন, জীবনকাল, মরণশীলতা।
- সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও তহবিল।
- আইন , অংশীদারিত্বের অধিকার, ভোটাধিকার, উত্তরাধিকার।

প্রযুক্তির উদ্ভাবনের প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

- প্রযুক্তি ব্যবহারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কি কোন ধরনের ধারণা ও বিশ্বাস বিরাজমান।
- প্রকল্পের লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ডকে এটি কিভাবে প্রভাবিত করছে।
- নারীদের প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কি অর্থনেতিক ইস্যুকে প্রভাবিত করছে।
- কি পরিবেশগত ইস্যু নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ? প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে কিভাবে তা প্রভাবিত করছে?
- প্রকল্পের জন্য কি কি প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রয়োজন?
- প্রকল্প সংগঠনে কি কি সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান (যদি থাকে)?
- প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে কি কোন সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

ধাপ-৪ : জেন্ডার চাহিদা ও ইচ্ছা/আগ্রহ বিশ্লেষণ

বাস্তবমূখী জেন্ডার চাহিদা

এগুলো হল তাৎক্ষণিক এবং বাস্তবমূখী প্রতিদিনের চাহিদা যেমন- খাদ্য, পানি, বাড়ি, আয়, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এগুলো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের জন্য প্রযোজ্য এবং সে পরিবেশে যেভাবে নারী ও পুরুষ বসবাস করছে তার জন্য প্রযোজ্য। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদার জেন্ডার শ্রমবিভাজনকে এবং নারীর অধস্তন অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে না। নারীর বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা তাদের প্রথাগত ভূমিকা ও দায়িত্বের উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে, কিন্তু সমাজে জেন্ডার সম্পর্ককে পরিবর্তনে সহায়তা করে না।

কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা

এই ইস্যুগুলো দীর্ঘস্থায়ী ইস্যু। এগুলো নারীর অসুবিধাজনক অবস্থানের কারণ ক্ষমতার অভাব, শিক্ষা, সম্পদ ইত্যাদি কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। এগুলো জেন্ডার শ্রমবিভাজন, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের সাথে যুক্ত। এই ইস্যুগুলোর মধ্যে হল আইনি অধিকার, সুযোগ, নিয়ন্ত্রণ এবং সমান মজুরি, কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা নির্দেশ করে নারীর আত্মনির্ভরশীলতা এবং সমমর্যাদা। এ ক্ষেত্রে নারী যাতে তার উন্নয়নকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করবে তাদের অধস্তন অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করবে এবং সম্পর্কের রূপান্তর ঘটাতে সহায়তা করবে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মূল ইস্যুসমূহ

- প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে নারীরা কি ধরনের বাস্তবমুখী জেন্ডার (Stretegic Gender Need) চাহিদা পুরণ করছে।
- এর ফলে নারীরা কিভাবে সদর্থক/নঞর্থকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে ।
- কমিউনিটিতে এবং বাড়িতে নারীর অবস্থান প্রকল্পের লক্ষ্যকে প্রভাবিত করছে।
- প্রকল্প কি কোন কৌশলগত জেন্ডার চাহিদাকে নির্দেশ করছে?

- প্রকল্পের ফলে কমিউনিটিতে ও বাড়িতে নারীদের উপর কি প্রভাব পড়ছে।
- নারীর কৌশলগত চাহিদা নিরূপণে কমিউনিটি কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।
- কিভাবে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান পরিবর্তনকে স্থায়ি করা সম্ভব হবে।

ধাপ-৫ উদ্ভানের পরিকল্পনা

- এখন একটি জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সব ধরনের তথ্যই আপনার নিকট বিদ্যমান।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করুন।
- কর্মসূচি তালিকা প্রস্তুত করুন।

অধিবেশন-১৭

বিষয় : **ফলোআপ এ্যাকশন**

উদ্দেশ্য : অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

সর্বসম্মতিক্রমে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা।

পদ্ধতি : প্রভাষণ, আলোচনা, অনুশীলন

উপকরণ : কর্ম-পরিকল্পনার ছক।

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রভাষণ ২০ মিনিট	**ধাপ -১** সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত বিষয়ের আলোকে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে অনুরোধ করবেন - ● আমরা ফিরে গিয়ে জেন্ডার ও প্রযুক্তি বিষয়ে কি কাজ করবো বলে আশা করছি, সেই অনুসারে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করুন। ● আমরা কিভাবে এই প্রশিক্ষণের গতি অব্যাহত রাখবো। এবার সকলকে কর্ম-পরিকল্পনার ছক প্রদান করুন	কর্মপরিকল্পনার ছক
অনুশীলন ও আলোচনা ৪০ মিনিট	**ধাপ -২** অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের কর্ম-পরিকল্পনা সকলের উদ্দেশ্যে পড়তে বলুন।	

কাজ	কখন	কোথায়	কি ভাবে	আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল

অধিবেশন-১৮

বিষয় : মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ -
প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা।

উপকরণ : মূল্যায়ন ফরমেট

সহায়ক অনুসরণিকা

পদ্ধতি ও সময়	প্রক্রিয়া	উপকরণ
প্রভাষণ ১ ঘণ্টা	**পদক্ষেপ-১** অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলুন- ● আপনি নিজের জন্য কি শিখতে পারলেন। ● আপনি জেন্ডার সম্পর্কে কি শিখলেন। ● এখন পর্যন্ত আপনার মনে আরো কি কি প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছে। ● আপনি কোন বিষয়ের প্রতি খুব বেশি আগ্রহ বোধ করছেন। ● আপনি জেন্ডার এবং প্রযুক্তির আলোকে আপনার কাজের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। ● সেশনগুলো আরও কিভাবে উন্নত করা যেতে পারে। ● আপনার উত্তরের স্বপক্ষে তিনটি কারণ উল্লেখ করুন। আর অন্যান্য মন্তব্য যুক্ত করতে পারেন।	ফরমেট

অথবা

- অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বলুন।
- নিম্নের মতো একটি টেবিল আঁকুন

সবল	**দুর্বল**
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
শিক্ষণীয় বিষয়	**সুপারিশমালা**
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

- অংশগ্রহণকারীদের একটি করে সাদা কাগজ বিতরণ করুন। তাদেরকে বোর্ডে অঙ্কিত ছকের আলোকে লিখতে অনুরোধ করুন। তাদের বলুন তাদের নাম লেখাটা জরুরি না, তারা তাদের ইচ্ছেমতো লিখতে পারে।
- দশ মিনিট পর কাগজগুলো সংগ্রহ করুন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো সকলের সামনে উপস্থাপন করুন।
- অধিবেশনের পরিসমাপ্তি করুন।

বিশেষ নোট

- *প্রশিক্ষণের ২য় দিন থেকে দিনের শুরুতে পূর্ব দিনের পর্যালোচনা করতে হবে। প্রশিক্ষণের সবল দুর্বল দিক, অংশগ্রহণকারীদের সমস্যা-সুবিধা এবং পূর্বদিনের আলোচিত বিষয় নিয়ে এতে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।*
- *এই মডিউলে কেস স্ট্যাডি, পোস্টারসহ ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণসমূহ অবস্থা-ভেদে স্থান, কাল ও সামাজিক বাস্তবতা অনুযায়ী পরিবর্তন বা প্রাতিস্থাপন করা যেতে পারে।*